ISSN-0971-8435

যোজনা

ধনধান্যে

নভেম্বর ২০১৬ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹ ২২

কর সংস্কার

কর সংস্কার : পণ্য ও পরিষেবা কর কেন অনিবার্য?
টি এন অশোক

পণ্য ও পরিষেবা কর বিলকুল বদলে দিতে পারে ভারতীয় অর্থনীতির ভোল
ড. রণজিৎ মেহতা

পণ্য ও পরিষেবা কর ঘিরে সাংবিধানিক জটিলতা
জয়ন্ত রায়চৌধুরী

এক নজরে ভারতীয় কর ব্যবস্থা
মালিনী চক্রবর্তী

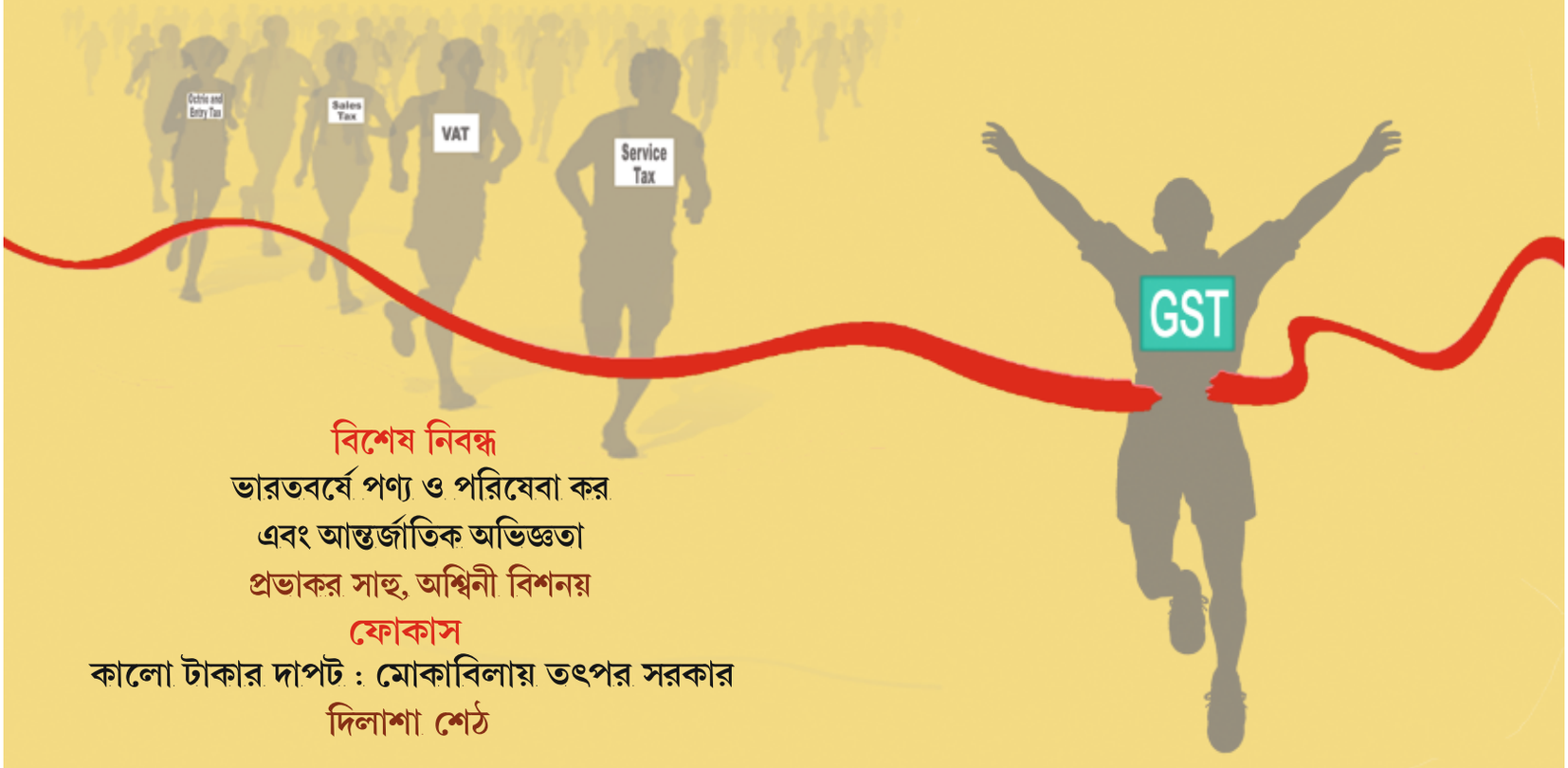

বিশেষ নিবন্ধ

ভারতবর্ষে পণ্য ও পরিষেবা কর এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা
প্রভাকর সাহু, অশ্বিনী বিশনয়

ফোকাস

কালো টাকার দাপট : মোকাবিলায় তৎপর সরকার
দিলাশা শেঠ

প্রতিযোগিতা-সূচকে ভারতের অগ্রগতি

বিশ্ব অর্থনৈতিক মঞ্চ World Economic Forum (WEF) প্রকাশিত সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী প্রতিযোগিতার আন্তর্জাতিক সূচক Global Competitiveness Index (GCI)-এ এই নিয়ে পর পর দু'বছর ১৬ ধাপ এগিয়ে গেল ভারত। সাম্প্রতিকতম সূচী অনুযায়ী ভারত ১৩৮-টি দেশের মধ্যে ৩৯তম স্থানে উঠে এসেছে। ২৮তম স্থানে চিনকে বাদ দিয়ে, BRICS গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে ভারত।

২০১৪-১৫ সালে ভারত ছিল ৭১ নম্বর স্থানে। গত বছর ভারত ১৬ ধাপ এগিয়ে ৫৫তম স্থানে উঠে এসেছিল। আর এবারও আবার এক লাফে ১৬ ধাপ এগিয়ে ৩৯তম স্থান দখল করে নিল ভারত। বিশ্ব বাজারে অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আজ এক তাৎপর্যপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে ভারত। সূচকের তালিকায় এই অগ্রগতি তারই প্রতিফলন।

আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার মাপকাঠিতে কোন দেশের অবস্থান কোথায়, WEF-এর GCI প্রতিবেদন তা বোঝার অন্যতম উপায়। সূচকের নির্ণায়কগুলিকে ১২-টি মাপকাঠিতে বিচার করা হয়। এই ১২-টি মাপকাঠি তিনটি শ্রেণিভুক্ত, যেমন—মৌলিক প্রয়োজন, কার্যকারিতা বর্ধনে সহায়ক এবং উদ্ভাবন ও আধুনিকীকরণের উপাদান। বাণিজ্যিক ও সামাজিক, উভয় নির্ণায়কই এই প্রতিবেদনে স্থান পেয়েছে। কারণ, উভয়ই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দেশের অবস্থানকে প্রভাবিত করে।

মাপকাঠিগুলি প্রতিষ্ঠান, পরিকাঠামো, সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, পণ্য বাজার, শ্রম বাজার, আর্থিক উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত প্রস্তুতি, বাজারের আয়তন, বাণিজ্যিক আধুনিকীকরণ ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত। এ বছর সব ক্ষেত্রেই ভারতের উন্নতি হয়েছে; বিশেষত পণ্য বাজার এবং বাণিজ্যিক আধুনিকীকরণ ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এই অগ্রগতি লক্ষ্যণীয়। উন্নত আর্থিক ও অর্থনৈতিক নীতি ও তেলের দাম কম হওয়ার দরুন দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিবেশেরও উন্নতি ঘটেছে।

লগ্নির সুরক্ষার নিরিখে ভারত এখন অষ্টম স্থানে। পণ্য ও পরিষেবা কর চালু হলে দেশে এক অভিন্ন বাজার গড়ে তোলা সম্ভব হবে। আশা করা হচ্ছে, এর ফলে আগামী বছরগুলিতে পণ্য বাজার আরও বিকশিত হবে। ❑

তফশিলি জাতির উদ্যোগপতিদের উদ্যোগ স্থাপনের জন্য মূলধন জোগাতে তহবিল প্রকল্প

সম্প্রতি Elixir for Life নামক একটি নতুন আয়ুর্বেদিক ওষুধ বাজারে এল। ২০১৪-১৫ সালে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ণ মন্ত্রক তফশিলি জাতিভুক্ত উদ্যোগপতিদের উদ্যোগ স্থাপনের জন্য মূলধন জোগাতে একটি তহবিল প্রকল্পের সূচনা করে যার নাম Venture Capital Fund Scheme for Scheduled Caste (SC) Entrepreneurs। কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ণ মন্ত্রকের আওতাধীন IFCI ও কর্ণাটক সরকারের কল্যাণ দপ্তরের আওতাধীন KFSC-র যৌথ উদ্যোগে M/s. Mallur Flora & Hospitality Ltd. এই প্রকল্পে সুবিধা পায়। তারা এই উল্লিখিত ওষুধটির নির্মাতা।

তফশিলি জাতিভুক্ত ৫০ জন উদ্যোগপতি ইতোমধ্যে এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন। এই প্রকল্প আর্থিক ক্ষমতায়ণেও সাহায্য করছে। এই প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য—

১। তফশিলি জাতিভুক্ত জনসংখ্যার মধ্যে উদ্যোগ স্থাপনের প্রবণতাকে উৎসাহিত করতে দেশের সর্বত্র এই সামাজিক প্রকল্প রূপায়িত করা।

২। উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিগত বিকাশের দিকে যাদের ঝোঁক আছে, তফশিলি জাতির সেই সব উদ্যোগপতিদের অগ্রগতিতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া।

৩। তফশিলি জাতির উদ্যোগপতিদের জন্য সুলভ ঋণের ব্যবস্থা করা, যাতে তারা লাভজনক ব্যবসার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের জন্য সম্পদ সৃষ্টি ও কল্যাণসাধনেও এগিয়ে আসেন। এর সুফল সুদূরপ্রসারী, বিশেষত স্থানীয় এলাকা ও সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে।

৪। তফশিলি জাতির উদ্যোগপতিদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করা ও তাদের তফশিলি জাতিভুক্ত গোষ্ঠীর উন্নতিসাধনে অনুপ্রাণিত করা।

৫। তফশিলি জাতির উদ্যোগপতিদের আর্থিক বিকাশ।

৬। ভারতে তফশিলি জাতিভুক্ত জনসংখ্যার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে আরও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। ❑

নভেম্বর, ২০১৬

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

সম্পাদক : **রমা মন্ডল**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯
ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬

- এই সংখ্যায় — ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে — ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- কর সংস্কার : পণ্য ও পরিষেবা কর কেন অনিবার্য? — টি. এন. অশোক — ৫
- পণ্য ও পরিষেবা কর বিলকুল বদলে দিতে পারে ভারতীয় অর্থনীতির ভোল — ড. রণজিৎ মেহতা — ১০
- পণ্য ও পরিষেবা কর ঘিরে সাংবিধানিক জটিলতা — জয়ন্ত রায়চৌধুরী — ১৪
- এক নজরে ভারতীয় কর ব্যবস্থা — মালিনী চক্রবর্তী — ১৭
- কর সংস্কার : নতুন যুগের সূচনা — ডি. এস. মালিক — ২২

বিশেষ নিবন্ধ

- ভারতে পণ্য ও পরিষেবা কর এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা — প্রভাকর সাহু এবং অশ্বিনী বিশনয় — ২৬

ফোকাস

- কালো টাকার দাপট : মোকাবিলায় তৎপর সরকার — দিলাশা শেঠ — ৩২

অন্যান্য নিবন্ধ

- স্বাধীনতার আগে বাংলায় কারবারের ইতিহাস — অনিন্দ্য সেনগুপ্ত — ৩৬

নিয়মিত বিভাগ

- যোজনা ক্যুইজ — সংকলক : রমা মন্ডল এবং পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী — ৪২
- যোজনা নোটবুক — —ওই— — ৪৪
- যোজনা ডায়েরি — —ওই— — ৪৭

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দু-বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)
ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
www.facebook.com/bengaliyojana

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

কর সংস্কার : উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য

কর-শব্দটা শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার আগে আয়কর জমা দেওয়ার জন্য ছুটে যাওয়ার দৃশ্য। অথবা, কোনও ব্যবসায়ীর গোপন ধন-দৌলতের সন্ধানে আয়কর বিভাগের ছাপা। তবে যতই ভীতিজনক শোনাক না কেন, এ কথা অনস্বীকার্য যে, যে কোনও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কর আদায় অপরিহার্য। দেশের নাগরিকরা কর বাবদ যে অর্থ জমা দেন; তা সড়ক, সেতু ও বাঁধ নির্মাণ, রেল ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ, স্বাস্থ্য পরিষেবার মতো উন্নয়নমূলক কাজেই ব্যবহার করা হয়।

অতীতে রাজা-মহারাজারাও কর আদায় করতেন। রাজ্য চালানোর জন্য রাজস্বের সংস্থান করতে গিয়ে অশোক ও আকবরের মতো সুষ্ঠু প্রশাসকরা এক সুপরিকল্পিত কর কাঠামো ও কর আদায় নীতি রূপায়িত করেন; যাতে সাধারণ মানুষকে বিশেষ কোনও অসুবিধায় না পড়তে হয়। অনেক রাজ্যের কর ব্যবস্থা অযৌক্তিক ছিল, কারণ সংগৃহীত রাজস্ব ব্যয় করা হ'ত খামখেয়ালি রাজার বিলাসিতা ও যুদ্ধের খরচ জোগানোর জন্য। আজকের যুগে আধুনিক অর্থনীতিগুলিতে, জনগণের প্রতিনিধিরা নানা নিয়ম-কানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর ব্যবস্থার উপর নজরদারি চালান।

রাজস্ব আদায়ের জন্য ভারতে কেন্দ্র, রাজ্য ও স্থানীয় সরকারের উপর কর ধার্য করার ক্ষমতা ন্যস্ত আছে। এই জন্যই তা দুনিয়ার জটিলতম কর ব্যবস্থা। বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রকম কর আদায় করা হয়, যেমন আয়কর ও সম্পদ করের মতো প্রত্যক্ষ কর সাধারণ মানুষের থেকে সরাসরি সংগ্রহ করা হয় এবং পণ্য ও পরিষেবার মূল্য আদায় করার সময় একইসঙ্গে মানুষের থেকে মূল্যযুক্ত কর, পরিষেবা কর, কর্পোরেট বা কোম্পানি কর ইত্যাদি পরোক্ষ কর সংগৃহীত হয়। সাধারণ মানুষ ও কর্পোরেট দুনিয়া; প্রত্যেকে কর সংস্কারের আশা নিয়ে তাকিয়ে থাকে বাজেটের দিকে। সাধারণ মানুষ চায় আয়করে ছাড়ের সীমা বাড়ানো হোক, আর কর্পোরেট জগতের চাহিদা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর থেকে অব্যহতি। অর্থনীতির প্রয়োজন অনুযায়ী সরকার এই সব আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে। গত কয়েক বছরে ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার নজিরবিহীন। এই বৃদ্ধির জন্য কর ব্যবস্থাকে বিদেশি লগ্নীকারীদের পাশাপাশি দেশি বিনিয়োগকারীদের কাছেও আরও বেশি সহজ-সরল ও আকর্ষণীয় করে তুলতে সংস্কারের প্রয়োজন ছিল। বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে গত এক দশকে কর আইনকে সুসংবদ্ধ করা ও সরলীকরণের হাত ধরে ভারতীয় কর ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এসেছে।

যোজনা

সম্প্রতি অনুমোদিত পণ্য ও পরিষেবা কর ভারতীয় কর ব্যবস্থায় এক ঐতিহাসিক সংস্কার। পণ্য ও পরিষেবা জোগানোর ক্ষেত্রে যাতে শুধু একটিই কর আরোপিত হয়, সে জন্য কর ব্যবস্থাকে সুসংবদ্ধ করতে এই নতুন করের সূচনা। সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পণ্য ও পরিষেবা কর চালু করে সরকার প্রায় ১৫-টি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় কর বাতিল করবে। ইতোমধ্যেই ১৬-টি রাজ্যের বিধানসভায় পণ্য ও পরিষেবা কর বিল পাস হওয়ার দরুন অন্তত ৫০ শতাংশ রাজ্যে এর অনুমোদনের শর্ত পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। সরকার ২০১৭ সালের পয়লা এপ্রিল পণ্য ও পরিষেবা কর চালু করে নতুন যুগের সূচনা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। আশা করা যায় যে এই অভূতপূর্ব সংস্কার 'ব্যবসা করার স্বাচ্ছন্দ্য' বাড়িয়ে ভারতকে বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতার দৌড়ে এগিয়ে যেতে ব্যাপকভাবে সাহায্য করবে।

ভারতীয় কর ব্যবস্থার সরলীকরণের দিশায় GST এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কারণ, কর ব্যবস্থার জটিলতার জেরেই দেশে কর ফাঁকি ও কালো টাকার বাড়বাড়ন্ত। এই কালো টাকার অঙ্কটা এত বিশাল যে বলা হয় এর ভিত্তিতে দেশে একটা সমান্তরাল অর্থনীতি কাজ করছে। নীতি-নির্ধারণ স্তরে উদ্যোগ, আরও কার্যকর বাস্তবায়ন, সুদৃঢ় আইনি ও প্রশাসনিক কাঠামো স্থাপন, প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রযুক্তি পরিকাঠামো ব্যবস্থা গড়ার মতো পদক্ষেপ-সহ সরকার কালো টাকার খোঁজ ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে একটি বহুমাত্রিক কৌশল অবলম্বন করেছে। এই দিশায় সরকার ইতোমধ্যেই যেসব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম—স্বেচ্ছায় আয় ঘোষণা প্রকল্প, কালো টাকা বিষয়ক বিশেষ তদন্ত দল গঠন, বিদেশে লুকিয়ে রাখা কালো টাকার জন্য আলাদাভাবে 'কালো টাকা (অঘোষিত বিদেশি আয় ও সম্পদ) এবং কর আরোপ আইন, ২০১৫' প্রণয়ন, বেনামি লেনদেন (প্রতিরোধ) সংশোধনী বিল উপস্থাপন।

অতীতের অনমনীয়তা ও জটিলতাকে পিছনে ফেলে অনেক দূর এগিয়ে এসে আজ ভারতীয় কর ব্যবস্থা অনেক বেশি উদার, সরল ও আধুনিক। যার সৌজন্যে বিনিয়োগ ও উৎপাদনের গন্তব্য হিসাবে ভারতকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম দেশ বানাতে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ।❑

কর সংস্কার : পণ্য ও পরিষেবা কর কেন অনিবার্য?

*কর সংস্কারের রাস্তায় ভারতের হাঁটাটা কোনও নতুন বা ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ নয়। এ দেশে অর্থনৈতিক সংস্কারের সূচনা গত শতকের নব্বই-এর দশকের শুরুতে। সেই সূত্রেই অনিবার্য হয়ে পড়ে কর সংস্কারও। তারপর থেকে এযাবৎকালীন কেন্দ্রে বেশ কয়েকবার সরকার বদল হয়েছে। কিন্তু কর সংস্কার প্রক্রিয়ায় ছেদ পড়েনি। আরও বেশি মানুষকে কর জালের আওতায় আনার জন্য তথা কর-খাতে রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ বাড়ানো—এই দু'টি লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার নিত্যনতুন কর্মসূচি চালিয়ে এসেছে। এর মধ্যে একমেবাদ্বিতীয়ম্ যে কর সংস্কার উদ্যোগকে ঘিরে সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, তা হল পণ্য ও পরিষেবা কর বা GST। ভারতীয় অর্থনীতি যে পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে বর্তমানে যাচ্ছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে GST লাগু করা কেন অনিবার্য হয়ে পড়েছে তা নিয়ে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করা হয়েছে এই নিবন্ধে। সেই সূত্রেই এক ঝলক আলোকপাত করা হয়েছে প্রত্যক্ষ কর সংহিতা (DTC)-র ওপরও। লিখেছেন—***টি. এন. অশোক***

যে কোনও দেশের উন্নয়ন বা বিকাশ প্রক্রিয়ার অন্যতম পরিপূরক বিষয় হল কর সংস্কার। যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত দেশ প্রায়শই ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের সামনে 'রোল মডেল' হিসাবে কাজ করে। এইসব উন্নত অর্থনীতিও গত কয়েক বছরে সংস্কারের পথে হেঁটেছে বেশ কয়েকবার।

যুক্তরাজ্যের কথাই ধরা যাক। ২০১০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে কনজারভেটিভ লিবারাল ডেমোক্র্যাট জোট সরকার কর সংস্কারে প্রভূত জোর দেয়। ২০১৩ সালে সে দেশে এক দফা কর সংস্কারের কাজ হয়। যুক্তরাজ্যের অর্থমন্ত্রী (Chancellor of the Exchequer) সে বছর যখন বাজেট পেশ করেন সব দিক বিবেচনা করে দেখা যায় মোটের উপর প্রায় ২ মিলিয়ন ব্রিটেনবাসীকে আয়কর দেওয়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়েছে। সংস্কারের এই নৌকায় চেপে ব্যক্তিগত ভাতার ক্ষেত্রে বাড়বাড়ন্ত ঘটে। যার অর্থটা দাঁড়ায় পুরুষ বা মহিলা যেই হোন না কেন, বার্ষিক ৯,৪৪০ পাউন্ডের বেশি উপার্জন না হলে কোনও ব্রিটেনবাসীকেই কর দিতে হবে না। বিপরীতে আবার উঁচু হারে কর প্রদানের ধাপটা শুরু হয় আগের তুলনায় নিচের (আয় স্তর) থেকে। আগে উপার্জনের গণ্ডি ৩৪,৩৭০ পাউন্ড ছাড়ালে তবে ৪০ শতাংশ হারে কর দিতে হতো মানুষজনকে। এই সংস্কারের পর আয় ৩২,০১০ পাউন্ডের উপর হলেই ওই হারে কর দিতে হয়। তবে ব্যক্তিগত ভাতাকে এর বাইরে রাখা হয়। একই সাথে সর্বোচ্চ আয়করের হারের ক্ষেত্রেও একটা পরিবর্তন আনা হয়। কারও করযোগ্য আয় ১,৫০,০০০ পাউন্ড ছাড়ালে আগে যেখানে ৫০ শতাংশ হারে কর দিতে হতো, ২০১৩-'১৪ সাল থেকে তা কমিয়ে ৪৫ শতাংশ করা হয়।

এবার আসা যাক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশের কথায়। অবাধ বাণিজ্য (Free trade) এবং এগিয়ে থাকা বা উন্নত অর্থনীতি (Advanced economy)-র প্রতীক এই দেশে কর সংস্কারের নিদারুণ প্রয়োজন রয়েছে। বিষয়টি অনুধাবন করেই সে দেশের দু'জন আইনসভা সদস্য (Legislator) বেশ বড়োসড়ো মাপের কর সংস্কারের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন। এদের একজন হলেন ম্যাক্স বাউকাস। এই ডেমোক্র্যাট নেতা মার্কিন সেনেটের 'Tax-writing Committee'-র প্রধান। দ্বিতীয় জন হলেন মার্কিন প্রতিনিধি সভায় (House of Representatives) তারই রিপাবলিকান কাউন্টারপার্ট ডেভ ক্যাম্প। সে দেশে কর সংস্কারের লক্ষ্যে গত তিন বছর ধরে দু'জনে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বিভিন্ন মানুষের সাথে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছেন। কর সংস্কার সংক্রান্ত যেসব আইডিয়া উঠে আসছে, যেগুলো তারা জনসাধারণের সামনে রাখছেন। সঠিক সুফল এনে দিতে পারে এমন কোনও নিটোল পরিকল্পনা এখনও পেশ করেননি বটে, তবে তাদের নীতিটা মোটের ওপর স্পষ্ট। কর্পোরেশন বা কোম্পানিগুলি এবং ব্যক্তিবিশেষ, উভয়ের জন্যই কর প্রদানের হার কম করা। এজন্য সংগৃহীত করের পরিমাণ বাড়াতে তারা মূলত কর রেহাই মেলে এমন ক্ষেত্রগুলির সংখ্যা কমিয়ে আনতে চাইছেন।

বাউকাস এবং ক্যাম্প রাজনৈতিক মতাদর্শের নিরিখে সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুর দু'টি দলের সদস্য। কিন্তু একটা ব্যাপারে তারা একদম একমত। নীতিগতভাবে উভয়েই মনে করেন কোনও ক্ষেত্রকেই কর রেহাই বা কর ছাড়ের আওতায় রাখা উচিত নয়। এমনকী দাতব্য, আবাসন, স্বাস্থ্য বিমা, গবেষণা ও বিকাশ ইত্যাদির মতো ক্ষেত্রগুলিতে কর-ছাড় মোটের উপর প্রচলিত বলে স্বীকৃত হলেও, উল্লেখিত দুই রাজনীতিবিদই এর পক্ষপাতী নন আদপেই। প্রয়োজন মাফিক অন্যান্য বাঞ্ছনীয় বিষয়েও তারা একটা আর্থিক অঙ্ক ধার্য করতে চান এবং সেটা উচ্চ হারে কর হিসাবেই। অর্থনীতি বিষয়ক একটি নিবন্ধে যেমন স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, রাজনৈতিক বাস্তবতা হল উল্লেখিত বেশ কিছু ক্ষেত্রে কর ছাড়/রেহাই চালু না রেখে উপায় নেই। যেমন, অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতেও কার্বন-কর ধার্য করা যাবে, এরকম কোনও আশাই নেই। অথচ রাজস্ব ভাণ্ডার স্ফীত করতে কার্বন-কর ধার্য করাটা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত এক পদক্ষেপ হতে পারত।

এক সঠিক কার্যকর কর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ক্যাম্প এবং বাউকাস বেশ কিছু সংখ্যক বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন। মূলত যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি ঘিরে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য তা হল, এই কর সংস্কার কি রাজস্ব আদায় আরও বাড়ানোর জন্য? রিপাবলিকান দলের সদস্য হিসাবে ক্যাম্প তা মনে করেন না। উলটো দিকে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার নেতৃত্বাধীন বাকি ডেমোক্র্যাট সদস্যদের মতো বাউকাসও মনে করেন 'হ্যাঁ'।

সুতরাং কর সংস্কারের রাস্তায় ভারতের হাঁটাটা কোনও ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ নয়। ভারতে অর্থনৈতিক সংস্কারের সূচনা গত শতকের নব্বই-এর দশকের প্রথম দিকে। কর সংস্কারও সেই সূত্রেই অনিবার্য হয়ে পড়ে। দীর্ঘ পর্যালোচনার পর তৎকালীন সরকার এই ব্যাপারটি সম্পর্কে নিশ্চিত হয় যে, যে কোনও করারোপ ব্যবস্থাকে অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত, নিরপেক্ষ, বৈষম্যহীন হতে হবে। মনে রাখতে হবে, আমাদের দেশে প্রত্যক্ষ করদাতা গোষ্ঠীর সিংহভাগ হলেন ব্যক্তিগত করাদাতা; পক্ষান্তরে কর্পোরেট ক্ষেত্র এবং শিল্প সংস্থার দৌলতে সরকারের ঘরে অপ্রত্যক্ষ করের মোটা অংশ কর রাজস্ব হিসাবে জমা পড়ে। করারোপ ব্যবস্থায় এই যে পরিবর্তন আনার কথা বলা হচ্ছে, তা কিন্তু কেবল উল্লিখিত করদাতাদের, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় শ্রেণিকেই কর দিতে ইচ্ছুক করার বা তাদের কাছ থেকে আরও বেশি কর আদায়ের লক্ষ্য নিয়ে নয়। এর আরও একটা ব্যাপকতর উদ্দেশ্য আছে। সরকার যখন কোনও উন্নয়ন বা বিকাশ প্রকল্প হাতে নেয় তার অর্থসংস্থান হয় মূলত করদাতাদের টাকাতেই। করদানের মাধ্যমে এই যে সামাজিক তথা পুর (Civic) দায়বদ্ধতা করদাতারা পালন করছেন, এই বোধটাও যেন তাদের মধ্যে চারিয়ে যায়।

গত শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে এযাবৎকালীন কেন্দ্রে একাধিকবার সরকার বদল হয়েছে। কিন্তু কর সংস্কারের প্রক্রিয়ার কোনও ছেদ পড়েনি। চলতি ২০১৬ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সরকার (যখন যে ক্ষমতায় থেকেছে) কর সংস্কারের বহু উদ্যোগ নিয়েছে। তবে মোটের উপর সব সংস্কার উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ছিল এক; কোনও রকম অস্পষ্টতাহীন, ন্যায়সঙ্গত এবং নিরপেক্ষ একটি করারোপ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করেই, বর্তমান সরকার প্রত্যক্ষ কর কাঠামোকে এমন এক যুক্তিসঙ্গত ধাঁচে আনাতে চাইছে, যাতে করে ব্যক্তিগত করদাতারা সর্বাধিক সুফল পেতে পারেন।

আমরা জানি যে, আয়ের গণ্ডি একটা নির্দিষ্ট রেখা পার হলে তবেই মানুষকে কর দিতে হয়। অন্যভাবে বললে, সর্বনিম্ন একটা উপার্জন দরকার করের আওতায় আসার জন্য। এই অংকটা বছরের পর বছর ধীরে ধীরে বাড়িয়ে বর্তমানে একটা জায়গায় থিতু করা হয়েছে এবং কত থেকে কত টাকার মধ্যে আয় হলে কত পরিমাণে কর দিতে হবে, সেই পুরো বিষয়টি সরলীকরণ করে মোট তিনটি করহার ধাপ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ১০ শতাংশ, ২০ শতাংশ এবং ৩০ শতাংশ। আয় আড়াই থেকে পাঁচ লক্ষ টাকার মধ্যে হলে ১০ শতাংশ কর দিতে হবে। পাঁচ থেকে দশ লক্ষ টাকার মধ্যে আয়ের অঙ্কটা পড়লে ২০ শতাংশ হারে তথা আয়ের গণ্ডি দশ লক্ষ টাকা ছাড়ালে ফ্ল্যাট ৩০ শতাংশ হারে কর দিতে হবে। বলা বাহুল্য, আয় আড়াই লক্ষ টাকার কম হলে কোনও কর দিতে হবে না।

কর্পোরেট বা কোম্পানি করগুলিও অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত ধাঁচে বদলে ফেলা হয়েছে। পাশাপাশি, গুচ্ছ গুচ্ছ বহিঃশুল্ক এবং অন্তঃশুল্ক/আবগারি শুল্কের ক্ষেত্রে বিবিধ জটিলতার অবসান করা হয়েছে। এই সব যাবতীয় উদ্যোগের প্রধান লক্ষ্যই হল মানুষকে কর প্রদানে উৎসাহিত করা তথা জনসংখ্যার সিংহভাগকে কর জালের আওতায় আনা। আমাদের দেশে কর-GDP অনুপাত অন্যান্য উন্নত অর্থনীতির তুলনায় মোটের উপর বেশ নিচের সারিতে। তার উপর জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্রাংশ মাত্রই কর দিয়ে থাকে। পরিমাণটা মেরে কেটে ২ শতাংশ, যাদের সিংহভাগই আবার শহরাঞ্চলের বাসিন্দা।

আরও বেশি বেশি করে মানুষকে কর জালের আওতায় আনার জন্য তথা কর-খাতে রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ যাতে ফুলেফেঁপে ওঠে—এই দু'টি লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার যে নিত্যনতুন সংস্কার কর্মসূচি চালিয়ে এসেছে, তা আগেই একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে জোরদার যে একটিমাত্র কর সংস্কার উদ্যোগকে ঘিরে এযাবৎকালীন সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, তা হল পণ্য ও পরিষেবা কর (Goods and Services Tax, GST)। এই কর ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে আক্ষরিক অর্থেই সমস্ত করকে একটি একক কর কাঠামোর মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হচ্ছে। যাতে করে, নির্মাতা/প্রস্তুতকারীরা একই দেশের মধ্যে বহুবিধ কর প্রদানের বোঝার হাত থেকে নিস্তার পান তথা পণ্যের স্থানান্তরের বিষয়টি আরও জটিলতামুক্ত হয়।

আইন প্রণয়নের এক ঐতিহাসিক খণ্ডচিত্র হিসাবে দেখা হচ্ছে GST-কে। সংসদের উভয় কক্ষে তা পেশ ও এই দু' জায়গায় চূড়ান্ত মঞ্জুরির (পাস হওয়ার) আগে এই সংক্রান্ত বিলটিকে ঘিরে এযাবৎকালীন কম জলঘোলা হয়নি। বহু অনিশ্চয়তা এবং বিবাদ-বিসংবাদ-এর মুখোমুখি হতে হয়েছে বিলটিকে। বলা হচ্ছে, GST জমানায় গ্রাহক (Consumer) হতে চলেছেন রাজা (King)। ১২২তম সংবিধান সংশোধনী বিলটি গত মে, ২০১৫ সালে প্রথমে পাস করে সংসদের নিম্নকক্ষ বা লোকসভা। এরপর বিলটি পাঠানো হয় রাজ্যসভায়। উচ্চকক্ষ সেটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠালে কমিটি তাদের সুপারিশ-সহ সংশোধিত বিলটি রাজ্যসভায় পেশ করার পর সংশ্লিষ্ট কক্ষ তা পাস করে এবং সাধিত পরিবর্তনগুলি-সহ অনুমোদনের জন্য পুনরায় নিম্নকক্ষে ফেরত পাঠায়। চলতি বছরেই লোকসভা সংশোধিত বিলটি ফের পাস করে। সংসদের উভয় কক্ষের অনুমোদন পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনও পেয়েছে। উচ্চকক্ষে বিলটি যে আকারে অনুমোদিত হয়েছিল, তার মধ্যে এক শতাংশ অতিরিক্ত কর ধার্যের সুপারিশ ছাঁটাই-সহ মোট ছয়টি সরকারি (Official) সংশোধনী সরকার বাদ দিয়েছে।

আশা করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট কর (GST) এমন এক বিধান বিষয়ক (Legislative) হাতিয়ার হতে চলেছে, যা অস্পষ্টতার জাল

ছিন্ন করে স্বচ্ছতার এক নতুন পরিভাষা কায়েমের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির ভোল বদলে দিতে সহায়ক হবে। সর্বোপরি, "এক দেশ এক কর"—এই ধারণার সুফল এনে দেবে। সরকারের তরফে দাবি করা হয়েছে, GST জমানায় "কাজ চালানোর মতো সর্বনিম্ন কর হার" ধার্য ও বজায় রাখা হবে। যাতে করে কোনও রাজ্য সরকারই নিজের ইচ্ছা মতো জনসাধারণের উপর উচ্চ কর হার চাপিয়ে দিতে না পারে। চূড়ান্ত হার ঠিক করবে GST পরিষদ। নিয়ম অনুযায়ী, সংসদে গত ৮ আগস্ট বিলটি পাস হওয়ার পর দেশের ২৯-টি রাজ্য বিধানসভার অন্তত ১৬-টিতে (৫০ শতাংশ) তা পেশ এবং পাস হওয়া দরকার ছিল। প্রধানমন্ত্রীর আশার সাথে তাল মিলিয়ে নির্ধারিত ৩০ দিনের থেকেও আশাতীত কম সময়ে, মাত্র ২৩ দিনের মধ্যেই বিলটি ১৬-টি রাজ্যের বিধানসভায় পাস হয়ে গেছে। উল্লেখ্য, দেশের ১৬তম রাজ্য হিসাবে বিধানসভায় গত পয়লা সেপ্টেম্বর পণ্য ও পরিষেবা কর সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনী বিলটি পাস করে ওড়িশা।

যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং রাজ্য সরকার আরোপিত নানাবিধ কর একটা আরেকটার সাথে জট পাকিয়ে দেশের কর কাঠামোকে বেশ সঙ্গিন করে তুলেছে। এর হাত থেকে মুক্তি দিয়ে এক একক অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসাবে গড়ে ওঠার সুযোগ ভারতের সামনে এনে দিচ্ছে GST। এই আইন প্রণয়নকে নামী সংবাদপত্র 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস' বর্ণনা করেছে এভাবে—১৯৯১ সালে, ভারত যবে থেকে তার বাজার উন্মুক্ত করেছে, তারপর থেকে এযাবৎকালীন সবচেয়ে বড়ো মাপের কর সংস্কার। তাদের মতে, উন্নয়নশীল বিশ্বে সবচেয়ে গতিশীল অর্থনীতিগুলির অন্যতম হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে ভারতের। অথচ, রাজ্য বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন অযৌক্তিক কর সংহিতা (Tax code) চালু থাকায় সেই অমিত সম্ভাবনা খর্ব হচ্ছে। কারণ, তার ফলে আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য অনুৎসাহিত তথা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

বৃহৎ পরিসরে GST-কে দেখা হচ্ছে এক বাঁধভাঙা তৎপরতা হিসাবে। যার মাধ্যমে (কর) কর্তৃপক্ষ বর্তমান সমস্যাগুলির মোকাবিলার রাস্তায় অনেকটা এগিয়ে যেতে পারবেন। ফলত, একটি আরও নিটোল বা একীকৃত (Unified) অর্থনীতি গড়ে উঠবে, যা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেশব্যাপী আরও অবাধ পরিসরের সহজ সুযোগ তৈরি করে দেবে। 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এর পর্যবেক্ষণে এই ছবিটা ধরা পড়েছে। "এটি এক দীর্ঘ প্রতীক্ষিত; কিন্তু দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের গতিবিধি আরও অনায়াস করার জন্য ব্যাপক প্রভাব ফেলতে সক্ষম এক পদক্ষেপ। সর্বোপরি, ভারত যে তার অর্থনীতিকেও একবিংশ শতকের উপযোগী করে তুলেছে, সেই ছবিটা বাকি বিশ্বের কাছে তুলে ধরার দায়টাও অংশত পূরণ হচ্ছে এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে।" 'Cornegie Endowment for International Peace'-এর দক্ষিম এশিয়া প্রকল্পে GST-কে এভাবেই উদ্ধৃতির মধ্যে দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন বরিষ্ঠ সহযোগী মিলন বৈষ্ণব।

GST লাগু হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলি দ্বারা ধার্য মোট ১৫-টি চলতি কর উঠে যাবে এবং ভারতকে তার অর্থনৈতিক বৃদ্ধি অন্ততপক্ষে ০.৫ শতাংশ বাড়াতে সাহায্য করবে। সর্বোচ্চ তা ২ শতাংশ পর্যন্ত বাড়াতে সহায়ক হবে, এমনটাই আশা সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের। কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলি একযোগে জাতির উপকারার্থে কাজ করবে, যেখানে রাজ্যগুলিও তাদের যথাযথ প্রাপ্য পাবে। বর্তমান সরকারের এই সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখা হয়েছে GST-তে। অঙ্গরাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের এই হাতে হাত মিলিয়ে চলার চিন্তাধারায় সামিল করে তুলতে কেন্দ্রীয় সরকার কর রাজস্ব বিলি-বণ্টনের ফরমুলায় রদবদল ঘটিয়েছে। যাতে করে রাজ্যগুলির আরও বিকাশ ঘটানো সম্ভবপর হয়।

এসব কিছুরই সূচনা সেই ১৯৯১ সালে। যখন (কেন্দ্রীয়) সরকারের গৃহীত বাজার সংস্কার নীতিগুলির সূত্রে রাজ্যের হাতে অনেক বেশি ক্ষমতা চলে আসে। যার মধ্যে তাদের জন্য অতিরিক্ত করের বিষয়টিও সামিল ছিল। পরবর্তীকালে সরকার কর কাঠামোয় সংস্কারের আশু প্রয়োজনীয়তার তাগিদ অনুভব করে; যেহেতু উত্তরোত্তর এটা স্পষ্ট হতে থাকে যে (বিভিন্ন) কর সংহিতার মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকায় আখেরে ব্যাহত হচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি।

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা দরকার, GST লাগু হওয়ার পর তার সুফল পেতে পেতে কিন্তু অনেকটা সময় লেগে যাবে। অন্তত ২০১৯ পর্যন্ত। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অরবিন্দ সুব্রহ্মনিয়াণ আরও একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। GST চালু হওয়ার পর মুদ্রাস্ফীতি এক ধাক্কায় অনেকখানি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

আশা করা হচ্ছে, দীর্ঘমেয়াদে GST মূলধনী পণ্যের ব্যয় হ্রাস করে, বিদেশি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করবে; শিল্পোৎপাদন এবং রপ্তানির পরিমাণ বাড়াবে, কর সংগ্রহের পরিমাণ বাড়াবে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল সময়ের দাবি মেনে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।

ভারতে এযাবৎকালীন যেসব অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছে তার সঙ্গে তুলনা করে GST-র প্রশংসায় সংশ্লিষ্ট সব মহলই পঞ্চমুখ। বাণিজ্য কর্ণধাররা এবং কর্পোরেট জগৎ ইতোমধ্যেই দাবি করেছে যে তাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের উপর এই পরিবর্তন সুগভীর ছাপ ফেলবে। আশা করা হচ্ছে, GST অবসান ঘটাবে 'কর সন্ত্রাস' (Tax Terrorism) যুগের। কারণ শিল্পমহলের দাবি, বর্তমানে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির তরফে যে গুচ্ছ গুচ্ছ কর ধার্য করা হয়ে থাকে, তার দৌলতে নানাবিধ কর কর্তৃপক্ষের হাতে তারা নিত্যদিন নাস্তানাবুদ তথা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলেছেন। শিল্পজগতের এক মুখপাত্র যেমন বলেছেন, "অধিকাংশ সময়ে আমাদের ব্যস্ত থাকতে হয় এই সমস্ত কর সংক্রান্ত নিয়মকানুন পূরণ করতে; কর সংগ্রহ, কর জমা দেওয়া, ফর্ম ইত্যাদি দাখিল করা, আমাদের অর্থ এই ব্যবস্থাতেই আটকে থাকে; এছাড়াও বিবিধ ইস্যু তো আছেই।"

কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে GST সংক্রান্ত যে বিরক্তিকর ইস্যুটি নিয়ে টানা-পোড়েন চলছেই, তা হল কর হার কী হবে?

রাজ্যগুলি তাদের রাজস্বের পরিমাণ বাড়াতে উঁচু হারে কর বসানোর পক্ষপাতি। অন্যদিকে, কেন্দ্রের ইচ্ছা মুদ্রাস্ফীতি ঠেকাতে করকে নিচু হারে বেঁধে রাখতে। ভারতের অর্থনীতি বর্তমানে বেশ জোরদার, ৭.৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুদ্রাস্ফীতির হার চলতি দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন। তবে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি চোখে পড়ছে না। কর্পোরেট জগৎ তহবিলের অভাবে ধুঁকছে; যার ফলস্বরূপ শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্র একই জায়গায় স্থবির হয়ে রয়েছে। বৃদ্ধির গতিটা অনেকখানি ধরে রাখা যাচ্ছে পরিষেবা ক্ষেত্রের দৌলতে। যার মধ্যে তথ্য-প্রযুক্তি এবং তথ্য-প্রযুক্তি সহায়ক পরিষেবাসমূহও অন্তর্ভুক্ত। মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা ঘরে আনতে এই পরিষেবা ক্ষেত্র অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা নিচ্ছে। যার পরিমাণ বর্তমানে মোটের উপর ৩৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি।

একথা ভাবলে ভুল হবে যে, GST-র সাথে সাথেই কর সংস্কার পর্বে স্থায়ী যতি পড়ে যাবে। কর সংক্রান্ত আরও একটি ক্ষেত্রে বড়োসড়ো রদবদলের জন্য আইন প্রণয়নে আমাদের আশু উদ্যোগী হতে হবে। এটি হল প্রত্যক্ষ কর সংহিতা (Direct Tax Code, DTC)। এর ফলে প্রত্যক্ষ করসমূহের কাঠামো জটিলতা মুক্ত হবে তথা জনসংখ্যার এক সিংহভাগ মানুষ উপকৃত হবেন। ২০১৬-'১৭ আর্থিক বছরের বাজেট প্রস্তাবনার বিত্ত মন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে প্রত্যক্ষ কর সংহিতায় একপ্রস্থ রদবদল ইতোমধ্যেই করা হয়ে গেছে। কিন্তু সংসদের অর্থ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি বিত্ত মন্ত্রীকে জানিয়েছে যে, কর সংস্কারের পরবর্তী বড়োমাপের পদক্ষেপ হিসাবে DTC বিধানগুলি প্রকাশ্যে আনা দরকার।

প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রত্যক্ষ কর সংহিতা কেন অনিবার্য হয়ে পড়ছে? এক্ষেত্রে সরকারের বক্তব্য হল, প্রত্যক্ষ কর সংক্রান্ত যাবতীয় আইন সংশোধন করে তারা ১৯৬১ সালের 'ভারতীয় আয়কর আইন'-কে বাতিল করে নতুন বিধিনিয়ম লাগু করতে চায়। উল্লিখিত প্রত্যক্ষ করগুলির মধ্যে রয়েছে আয়কর, লাভাংশ বণ্টন কর, প্রান্তিক সুবিধা কর (Fringe Benefit Tax) এবং সম্পদ কর। এই পরিবর্তনের দৌলতে সরকার অর্থনৈতিকভাবে সমর্থ, কার্যকর এবং ন্যায়সঙ্গত এক প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়। যাতে করে সাধারণ করদাতারা স্বেচ্ছায় কর দিতে এগিয়ে আসেন এবং দেশের কর-GDP অনুপাত বৃদ্ধি করতে তা সহায়ক হয়। অন্তত প্রত্যক্ষ কর সংহিতার সপক্ষে সরকারের এটাই যুক্তি।

আর একটা লক্ষ্য হল বিবাদের পরিসর কমানো এবং মামলা-মোকদ্দমা যতটা সম্ভব এড়ানো। আশা করা হচ্ছে DTC কর জমানায় স্থায়িত্ব আনবে। কারণ, তা প্রণয়ন করা হচ্ছে করারোপের স্বীকৃত নীতিসমূহের ভিত্তিতে তথা আন্তর্জাতিক স্তরে বাস্তবে সর্বোত্তম সুফল এনে দিয়েছে এমনসব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে। DTC সূত্রে অবশেষে একটি এমন একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে যাচ্ছে, শুধুমাত্র এর কাছেই করদাতারা অভিযোগ জানাবে, তথা অন্যান্য প্রয়োজনে যোগাযোগ করবেন। প্রত্যক্ষ কর সংহিতার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি এক নজরে দেখে নেওয়া যাক। চলতি আয়কর আইনে ২৯৮-টি ধারা (Section) এবং ১৪-টি তফশিল (Schedule) আছে। প্রস্তাবিত DTC-তে থাকছে ৩১৯-টি ধারা এবং ২২-টি তফশিল। লাগু হওয়ার পর সেকেলে বস্তাপচা আয়কর আইনকে হটিয়ে তার জায়গা নেবে DTC। তবে, বর্তমান আয়কর আইনের বেশকিছু বিধান DTC-তে গ্রহণ করা হয়েছে। ৮০সি ব্যবকলন (deduction) থেকে মিউচ্যুয়াল ফান্ড/ULIP-কে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইক্যুইটি-ওরিয়েন্টেড মিউচ্যুয়াল ফান্ডসমূহ বা ULIP ৫ শতাংশ হারে করের আওতায় আসতে চলেছে। নিয়োগকর্তার পরিবর্তে কর্মচারীদের কাছ থেকে আদায় করা হবে প্রান্তিক সুবিধা কর। রাজনৈতিক অনুদানের ক্ষেত্রে মোট আয়ের ৫ শতাংশ পর্যন্ত করের আওতার বাইরে রাখা হবে।

প্রত্যক্ষ করসমূহের জন্য একমেবাদ্বিতীয়ম্ সংহিতা হিসাবে DTC আসলে লাভটা কী; আসা যাক সে প্রসঙ্গে। যেহেতু যাবতীয় প্রত্যক্ষ করকেই এই সংহিতার ছাতার তলায় নিয়ে আসা হচ্ছে। তথা (নিয়মবিধি) পালন প্রক্রিয়াগুলি এক করা হচ্ছে; তাই অবশেষে একটি এমন ব্যবস্থা তৈরি হতে চলেছে, যে কোনও প্রত্যক্ষ করদাতাই যাবতীয় প্রয়োজনে এই ব্যবস্থার দারস্থ হবেন, বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের দরজায় দরজায় ঘোরার দিন শেষ। DTC-তে আইনের কচকচি এড়িয়ে সহজ-সরল ভাষা ব্যবহারের দরুন কর আইনগুলি আর ধোঁয়াশা/অস্পষ্টতার দোষে দুষ্ট থাকছে না বলে, অনেক বেশি মানুষ স্বেচ্ছায় কর সংক্রান্ত নিয়মবিধি পালনে এগিয়ে আসবেন বলে আশা করা যেতে পারে। যেখানে যেখানে মামলা-মোকদ্দমা এড়ানোর সুযোগ থাকছে, তার সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে। (নিয়মবিধিতে) দ্ব্যর্থতা এড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে করে আইনের ফাঁকফোকর না থাকে এবং সেই সূত্রে বিবাদের পরিসর সীমিত হচ্ছে। DTC-র কাঠামো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে, বিকাশশীল অর্থনীতির সূত্রে আগামী দিনে যেসব পরিবর্তনের মুখোমুখি হতে পারে ভারত তার মোকাবিলায় সংস্থান থাকছে উল্লেখিত সংহিতায়। এজন্য ঘন ঘন সংশোধনী আনার প্রয়োজন হবে না। DTC লাগু হলে আরও একটা সুবিধা হবে। সংশ্লিষ্ট সংহিতার প্রথম থেকে চতুর্থ তফশিলের মধ্যেই যাবতীয় প্রস্তাবিত কর হার তালিকাভুক্ত করা হয়েছে বলে বার্ষিক অর্থ বিল আনার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবে। যদি তার পরও কর হারের ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন আনার দরকার পড়ে, তা সংশ্লিষ্ট তফশিলে যথাযথ সংশোধনী এনে সংসদের সামনে কেবল সংশোধনী বিল-এর আকারেই উপস্থাপিত করা যাবে।

প্রস্তাবিত DTC তৈরি করা নিয়ে ইতোমধ্যেই বহু স্তরে অনেক মাথা ঘামানো হয়েছে। কাজেই মাঝপথে আধখেঁচড়াভাবে সেই কাজ ফেলে রাখা সম্ভব হবে না। নামকরণে বা পরিভাষায় কিছু না কিছু পরিবর্তন হয়তো করা হতে পারে। DTC-কেই অন্য কোনও নামে অভিহিত করা হতে পারে। কিন্তু অবশ্যই করদাতাদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট সংহিতার অধিকাংশ সংস্থান অবিকল রেখে দেওয়া দরকার।

কর ক্ষেত্রে আরও সংস্কারের জন্য কর্পোরেট দুনিয়া মুখিয়ে রয়েছে। এ বিষয়ে তাদের কাছে ঝুড়ি ঝুড়ি সুপারিশ আছে। মূল দাবি হল—ন্যূনতম বিকল্প কর (Minimum

Alternate Tax—MAT) বাতিল; যুগ প্রাচীন সব অপ্রয়োজনীয় করকে সমুলে বিদায় করতে হবে (উল্লেখ্য, সম্প্রতি ভোডাফোনের সঙ্গে বিবাদ তথা আয়কর দপ্তরে সংকটের সময় এই করের সেকেলে সব সংস্থানের বিষয়টি নতুন করে উপলব্ধি করা গেছে); ধাপে ধাপে কর-ছুটি (Tax holiday's) তুলে দেওয়ায় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ)-এ বিনিয়োগ হ্রাস পাচ্ছে—এর বিহিত করতে হবে; শেয়ার পুনঃক্রয়ের ক্ষেত্রে মূলধনী লাভ করের সংস্থান ফিরিয়ে আনা হোক।

ফিরে আসা যাক GST-র কথায়। কর সংস্কারের লক্ষ্যে GST-কে এক বিশাল পদক্ষেপ হিসাবে ধরা যেতে পারে। এর সূত্রে ভারতীয় অর্থনীতিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে তৎপর হওয়ার মতো মনোবল ফিরে পাবেন শিল্পোদ্যোগী এবং বিনিয়োগকারীরা। এছাড়াও, দেশের GDP বৃদ্ধির উঁচু হার বজায় রাখার লক্ষ্যে ২০১৭-'১৮ আর্থিক বছরের বাজেটে আরও অতিরিক্ত কিছু সংস্কার আমরা আশা করতেই পারি। DTC প্রণয়ন তথা কর্পোরেট ভারতের দাবির তালিকা পূরণের বিষয়ে সরকার হয়তো গড়িমসি করলেও করতে পারে। কিন্তু কর সংস্কার সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্যাগুলির ক্ষেত্রে সরকারকে আশু তৎপরতা দেখাতেই হবে। ব্যক্তিমানুষের জীবন-জীবিকাকে, তথা ব্যবসা-বাণিজ্যকে অনায়াস করার জন্য কর আইন-এর সরলীকরণ এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। কারণ, এর ফলে জনসংখ্যার সিংহভাগ কর জালের আওতায় চলে আসবে। এভাবেই আমভারতীয়রা কর প্রদানের প্রতি তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবেন। ফলত, কর সংগ্রহ এবং কর বিধি পালনের নিরিখে ভারত দুনিয়ার সামনের সারির দেশ হিসাবে উঠে আসবে।❑

তথ্য সূত্র ও উল্লেখপঞ্জি : বিবিধ সংবাদ প্রতিবেদন—New York Times, Guardian, Business Standard ও Wikipedia

---

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক সংবাদ সংস্থা PTI-এর অর্থনীতি বিষয়ক প্রাক্তন সম্পাদক। ইমেল : feedback@ashoktnex@gmail.com)

Bharti IAS Study Family

(A Unit of BCC)

B-13/24(CA), Kalyani, Nadia, West Bengal, 741235Ph: 9022450555, 033-65550129, 7686964566,

www.bhartiadministrativeservices.com

Honest and best IAS Coaching Center, Delhi Standard Coaching

We have the best faculties /Mentors

"Yes you can be as IAS officer"

Under the direct Guidance of renowned IPS, IAS, IRPS officers

*Dr. Nazrul Islam (IPS)
Bsc, MA, MBA, PhD, D lit, Rtd. (Additional Director General of Police)

*Dr. Bikram Sarkar (Ex-IAS, IPS) LLB, MA, PhD, PGDDS Rtd. Joint Secretary Ministry of Home, Government of India, Ex-Member of Parliament, Advocate, Calcutta High Court & Supreme Court

*Rtd. Major J. R Biswas, IRPS, Rtd. CPO Indian Railways, Chartered Engineer, FIE Institute of Engineers, Six Army Awardee, President of India Awardee

*Sri R.K Handa (Rtd.IPS DG of Police)
*Sri Mahabir Mukhapadhyay MA, BT English,
*Professor Dr. S. Debnath PhD (Math),
*Advocate Sri D. Mukherjee LLB, Calcutta High Court,
*Professor Dr. Samir Kumar Dasgupta PhD (Sociology),
*Professor Sri A.K Ghosh MA History,

Register your name for the Seminar on "Difficulty faces in IAS exam and mental support for the Aspirants" on 27th of Nov 2016

পণ্য ও পরিষেবা কর
বিলকুল বদলে দিতে পারে ভারতীয় অর্থনীতির ভোল

পরোক্ষ কর ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর জন্য পণ্য ও পরিষেবা কর (GST) আইন চালু করতে সরকার বদ্ধপরিকর। এখনকার বহু-স্তরীয় কর কাঠামোয় কেন্দ্র ও রাজ্য পৃথকভাবে কর এবং শুল্ক বসায়। ফলে বেড়ে যায় করের বোঝা। আছে রাজ্যে রাজ্যে করের বিভিন্ন হার। এসব হরেক কিসিমের করকে দেশজুড়ে এক অভিন্ন শুল্কের ছাতার তলায় আনবে GST। বর্তমান কর ব্যবস্থায় ভারতের বাজার রাজ্যের ভিত্তিতে টুকরো টুকরো। ব্যবসা-বাণিজ্য মসৃণভাবে করার পক্ষে এ এক বড়ো বাধা। 'এক দেশ, এক কর' এই লক্ষ্যে দেশে এক অভিন্ন বাজার গড়ে তুলতে GST সাহায্য করবে। নতুন কোনও আইন বলবৎ হলে, তার অবশ্যই প্রভাব পড়ে, বিশেষত সাধারণ মানুষের উপর। একথা খাটে GST-র ক্ষেত্রেও। আশা করা যায়, পণ্য ও পরিষেবা কর এক ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে, ভারতীয় অর্থনীতির বাড়বাড়ন্তে সাহায্য করবে ও সহজ-সরল কর ব্যবস্থা মারফত ভারতকে এক সংযুক্ত বা অভিন্ন বাজারে বদলে দেবে। ভারতীয় অর্থনীতির আরও উন্নতি হতে থাকলে তা আদতে সাধারণ মানুষের আর্থিক বিকাশেই কাজে আসবে, মন্তব্য করেছেন নিবন্ধকার—**ড. রণজিৎ মেহতা**

পণ্য ও পরিষেবা কর চালু করতে উঠে পড়ে লাগার দরুন গোড়াতেই সরকারকে তারিফ জানাতে হয়। সংবিধান সংশোধন বিধেয়ক (বিল) পাস এবং মডেল GST আইন প্রকাশ থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে যে পণ্য ও পরিষেবা কর দ্রুত রূপায়ণে সরকার অটল। দেশকে কারখানার অন্যতম মূলকেন্দ্র (Manufacturing Hub) হিসেবে গড়ে তোলার জন্য 'ভারতে বানাও' (Make in India) কর্মসূচি সরকারের এক তেড়েফুঁড়ে লাগা নীতিগত উদ্যোগ। দেশের বিপুল সংখ্যক যুবাদের কাজের সুযোগ করে দেবে এই কর্মসূচি। ভারতকে কলকারখানার অন্যতম মূলকেন্দ্রে পরিণত করতে হলে বিদেশি লগ্নিকারী ও সংস্থাগুলিকে এদেশে ব্যবসা বাণিজ্যের অনুকূল বাতাবরণ আছে দেখানোটা আবশ্যক। স্বচ্ছন্দভাবে ব্যবসা, বিশেষত কলকারখানার ক্ষেত্রে, এক বড়ো সমস্যা হচ্ছে অনিশ্চিত ও পরিবর্তনপ্রবণ পরোক্ষ কর ব্যবস্থা।

এখনকার বহু-স্তরীয় কর কাঠামোয় কেন্দ্র ও রাজ্যগুলি পৃথকভাবে শুল্ক বসায়। এর ফলে বেড়ে যায় করের পরিমাণ। আছে করের বিভিন্ন হার। আয়কর, পরিষেবা কর, কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর, উৎপাদন শুল্ক ইত্যাদি কেন্দ্রের তালিকাভুক্ত। রাজ্যস্তরে আছে মূল্য যুক্ত কর (VAT) বা বিক্রয় কর, চুক্তি কর, সম্পত্তি কর, কৃষি কর ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব গাদাগুচ্ছের করের দরুন ভারতীয় পণ্যে বাড়ে শুল্কের বোঝা। ফলে জিনিসের দাম যায় বেড়ে। দেশ ও বিদেশের বাজারে ভারতীয় পণ্য প্রতিযোগিতায় মার খায়।

> ***"পণ্য ও পরিষেবা করের জন্য সংবিধান সংশোধন বিধেয়ক এ বছর সংসদে পাস হওয়ার পর (রাজ্যসভায় ৩ আগস্ট ও লোকসভায় ৮ আগস্ট) রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেয়েছে। অর্ধেকের বেশি রাজ্য আইনসভাও দিয়েছে সম্মতি। পণ্য ও পরিষেবায় কেন্দ্র এবং রাজ্যের যাবতীয় কর তুলে দিয়ে ২০১৭-র এপ্রিলের মধ্যে GST আইন বলবৎ করতে ভারত সরকার বদ্ধপরিকর।"***

এই সমস্যা কাটাতে পণ্য ও পরিষেবা করের জন্য সংবিধান সংশোধন বিধেয়ক এ বছর সংসদে পাস হওয়ার পর (রাজ্যসভায় ৩ আগস্ট ও লোকসভায় ৮ আগস্ট) রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেয়েছে। অর্ধেকের বেশি রাজ্য আইনসভাও দিয়েছে সম্মতি। পণ্য ও পরিষেবায় কেন্দ্র এবং রাজ্যের যাবতীয় কর তুলে দিয়ে ২০১৭-র এপ্রিলের মধ্যে GST আইন বলবৎ করতে ভারত সরকার বদ্ধপরিকর।

ভারতের মতো এক বহুদলীয় গণতন্ত্রের বিশাল ও জটিল যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এটা করা মুখের কথা নয়। কেন্দ্র, ২৯ রাজ্য ও ৭-টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নিয়ে গঠিত এই রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সংবিধান সংশোধনের জন্য রাজনৈতিক ঐকমত্য গড়ে তুলতে হয়েছে। নতুন কর ব্যবস্থায় প্রভাব পড়বে ৭৫ লক্ষ সম্ভাব্য করপ্রদায়ী সংস্থার ওপর। কর ব্যবস্থার উন্নতির জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি জোগাড়যন্ত্র করতে হয়েছে। আধুনিক বিশ্বের কর ইতিহাসে সম্ভবত এটা অভূতপূর্ব।

GST নিয়ে দেশের এই অগ্রগতি কখনো সখনো আমরা ততটা তারিফ করে উঠতে

পারিনি। এই করের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে কৃতিত্ব দেওয়া উচিত। এই ঐতিহাসিক সুযোগ সমবেতভাবে কাজে লাগানোর এটা মোক্ষম সময়, কেননা GST অবশ্যই ভারতীয় অর্থনীতিকে আরও উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে।

এখন এশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি ভারত। স্বাধীন হওয়া ইস্তক GST সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর সংস্কারও বটে। ভারতের জট পাকানো গুচ্ছের কর, শুল্ক, সেস বা উপকর ও অধিকর বা সারচার্চকে GST একটি মাত্র করের ছাতার তলায় আনছে। আশা করা যায়, কর ব্যবস্থার ঝঞ্ঝাট কমবে, বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে পণ্য চলাচল হবে অবাধ, কর ফাঁকি দমন হবে, রাজস্ব আয় বাড়বে, উন্নয়নে আসবে জোয়ার, ভারতে লগ্নি ও ব্যবসা করা আরও সহজ হবে।

প্রায় যাবতীয় পণ্য তথা পরিষেবা এই করের আওতায় আসার দরুন GST-র দৌলতে কর ভিত্তি ব্যাপক হবে বলে আশা করা যায়। ভারতে এক অভিন্ন বাজার (Common market) গঠন এবং পণ্য ও পরিষেবায় করের বোঝা কমানোর মাধ্যমে ভারতীয় অর্থনীতির সংস্কারে আমূল পরিবর্তন আনবে GST। কর কাঠামো, কর হিসেব, কর মেটানো ইত্যাদিতে প্রভাব ফেলে তা চলতি পরোক্ষ কর ব্যবস্থা আগাপাশতলা ঢেলে সাজাবে।

দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রায় সবদিকে GST-র এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে; যেমন—পণ্য ও পরিষেবার দাম নির্ধারণ, তথ্য প্রযুক্তি, হিসেবপত্তর (Accounting)। সাধে কি আর GST বিলকে স্বাধীন ভারতে এক অনন্য সংস্কার ব্যবস্থা বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এখন রাজ্যে রাজ্যে করের হার পৃথক। GST এতে সমতা আনবে। পরিযোজন করের জন্য ক্রেডিট দেওয়ার মাধ্যমে এসব করের দরুন দাম বাড়া রুখবে। করের এক অভিন্ন পদ্ধতিতে উপকার হবে শিল্পের। গ্রাহক কম দামে জিনিস পাবে বলে আশা করা যায়। GST-র সুবাদে ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়বে ২ শতাংশের মতো।

GST থেকে লাভ

● পণ্য ও পরিষেবা কর ভারতের অর্থনীতিকে আরও উন্নত স্তরে নিয়ে যাবে। প্রধানমন্ত্রী যেমন এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, দেশের উন্নয়ন ও গরিবি হটাতে GST মারফৎ সম্পদ জোগাড় বাড়বে। কর ভিত্তির ব্যাপকতা বাড়ার দৌলতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মোট আয় বৃদ্ধি পাবে। উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও মধ্যপ্রদেশের মতো বড়ো ভোগী রাজ্যগুলির কর বাবদ আয় বেড়ে যাবে অনেকখানি।

● এক আরও পরিপাটি দ্বৈত ভ্যাটের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে GST হবে এক বড়ো পদক্ষেপ। নিরঙ্কুশ স্বাধীন ও পুরোপুরি কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাদির দোষত্রুটি যাবে কমে। এক অভিন্ন ভিত্তি ও হারের দরুন কর ব্যবস্থাপনায় সুবিধে হবে এবং কর আইন মেনে চলার প্রবণতা বাড়বে। আন্তঃরাজ্য কর সংগ্রহের হ্যাপা সামলানোও হবে সহজ। সেই সঙ্গে ব্যতিক্রমী বিশেষ পণ্যের উপর বাড়তি উৎপাদন শুল্ক (কেন্দ্রের জন্য পেট্রোলিয়াম ও তামাক, রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে পেট্রোলিয়াম ও মদ) রাজ্যগুলির জন্য আর্থিক স্থায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করবে। এমনকি এসব পণ্য GST-র তালিকাভুক্ত হলেও তার উপর কর বসাতে পারবে রাজ্যগুলি।

● গোটা দেশকে এক অবিভক্ত কর ব্যবস্থার আওতায় এনে 'ভারতে বানাও' কর্মসূচিকে সাহায্য করবে GST। এখনকার কর কাঠামোয় ভারতের বাজার রাজ্যের ভিত্তিতে টুকরো টুকরো। এই বিকৃতির জন্য দায়ি চলতি ব্যবস্থার তিনটি বৈশিষ্ট্য : আন্তঃ রাজ্য পণ্য বেচার উপর কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর; রাজ্যের মধ্যে হরেক কর এবং আমদানিকৃত বহু পণ্যে কর রেহাই। এসব ত্রুটিবিচ্যুতি ঘুচে যাবে GST-র এক ধাক্কায় : কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর উঠে যাবে; অন্যান্য অধিকাংশ কর GST-র অন্তর্ভুক্ত হবে; দিশি পণ্যের স্বার্থহানি করে আমদানিকৃত জিনিসে আর নয় কর মকুব।

● আরও এক উল্লেখযোগ্য লাভ, GST দু'ভাবে কর ব্যবস্থাপনায় উন্নতি করবে। প্রথমটি হচ্ছে মূল্যযুক্ত করের সজ্জাগত স্বনিয়ন্ত্রিত ইনসেনটিভ বা উৎসাহ সংক্রান্ত। পরিযোজন কর ক্রেডিট দাবি করতে প্রত্যেক ডিলার মূল্যযুক্ত/কর শৃঙ্খলে (Value Added/Tax chain) তার পরের ডিলারের কাছ থেকে কাগজপত্র পাওয়ার জন্য অনুরোধ জানাতে উৎসাহ পাবে। তবে এই শৃঙ্খলা বা প্রবাহ; বিশেষত, মধ্যবর্তী পণ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে করছাড়ের দরুন বিপর্যস্ত না হলে, এই স্বনিয়ন্ত্রণ বৈশিষ্ট্য GST-তে বেশ জোরালভাবে কাজ করতে পারে। দ্বিতীয়টি হল, এই করের দ্বৈত নজরদারি কাঠামো—একটি রাজ্যের এবং আরেকটি কেন্দ্রের। সমালোচক ও করদাতারা অবশ্য এই দ্বৈত কাঠামোকে কিছুটা উদ্বেগের চোখে দেখছেন। তাদের আশঙ্কা এই দুই কাঠামো হয়রানির উৎস হয়ে দাঁড়াবে। দ্বৈত নজরদারি অবশ্য রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে বাঞ্ছিত কর প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার বাতাবরণ গড়ে তোলার সহায়ক হবে বলেও ভাবা যায়। কর ফাঁকি একটি কর্তৃপক্ষের নজর এড়িয়ে গেলেও, আর একটি কর্তৃপক্ষের কাছে ধরা পড়তে পারে।

● হরেক কর ও সাধারণ মানুষের উপর তার বোঝা কাটানোর সংস্থান আছে GST-তে। পরিকল্পনার মূল কাঠামোয় আছে যুগ্ম পণ্য ও পরিষেবা কর। অর্থাৎ, এতে থাকবে এক যুক্তরাষ্ট্রীয় অবয়ব বা গঠন। GST—তা তিন ধরনের কর; কেন্দ্রীয়, রাজ্য এবং আন্তঃ রাজ্য ব্যবসা সম্পাদনে সাহায্য করার জন্য সংহত পণ্য ও পরিষেবা কর। চলতি GST সংস্কারে হস্তান্তর, বিক্রিবাটা, বিনিময়, ভাতার মতো যাবতীয় পণ্য ও পরিষেবা জোগানে থাকবে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য পণ্য ও পরিষেবা কর।

● বেশ কিছু কেন্দ্রীয় ও রাজ্য করকে একক করে পরিণত করায় দু'বার শুল্ক দেওয়ার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে, প্রশস্ত হবে এক অভিন্ন জাতীয় বাজার গড়ে তোলার পথ। গ্রাহকদের দৃষ্টিকোণ থেকে, মোট করের বোঝা কমার সুবিধে মিলবে। যা কিনা বর্তমানে ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ।

● দাম কমা : করকে উৎপাদক বা ব্যবসায়ীদের উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে ঢোকাতে হবে না বলে দাম কমবে।

● GST-র সফল রূপায়ণ ব্যবসাবাণিজ্য সহজ করার ক্ষেত্রে ভারতের মুনশিয়ানা সম্পর্কে বিদেশি লগ্নিকারীদের কাছে পৌঁছে দেবে এক জোরাল বার্তা।

● GST উৎপাদকদের করের বোঝা কমাবে এবং আরও বেশি উৎপাদনের মাধ্যমে বিকাশ জোরদার হবে। এখনকার দ্বৈত কর, উৎপাদককে তার উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোত্তম ব্যবহারে নিরুৎসাহী করে এবং বিকাশে বাধা দেয়। নির্মাতার জন্য কর ক্রেডিটের সংস্থান করে GST এই সমস্যা মেটাবে।

● চেকপোস্ট এবং টোল প্লাজার দরুন পচনশীল মালপত্রের ক্ষতি হয় বিস্তর। GST পণ্য পরিবহণে পথের এই বিপত্তি দূর করবে।

● উৎপাদকদের উপর এক অভিন্ন কর বসলে গ্রাহকের জন্য চূড়ান্ত বিক্রয় মূল্য কমে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের বোঝা কিছুটা লাঘব হবে। এছাড়া, এই ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা বাড়বে, কেননা গ্রাহক জানতে পারবে কতটা কর তাকে দিতে হচ্ছে এবং তা কিসের ভিত্তিতে।

● পণ্য ও পরিষেবা শৃঙ্খলে উৎপাদকের আগে দেওয়া কর বাবদ GST-তে ক্রেডিটের সংস্থান আছে। এটা উৎপাদককে বিভিন্ন রেজিস্টার্ড ডিলারের কাছ থেকে কাঁচামাল কিনতে উৎসাহ দেবে। এর ফলে আরও বেশি বেশি বিক্রেতা ও জোগানদারকে আনা যাবে করের আওতায়। GST রপ্তানির শুল্ক তুলে দেবে। এর ফলে বিদেশের বাজারে বাড়বে আমাদের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা।

অর্থনীতির কিছু প্রধান ক্ষেত্রে GST-র প্রভাব

■ **রিয়্যাল এস্টেট :** এর বিকাশ অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রেও জোরাল প্রভাব ফেলে। কৃষির পরই, কাজ জোগানোয় আসে নির্মাণ ক্ষেত্রের নাম। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনেও এর অংশভাগ উল্লেখযোগ্য। ২০১৫-১৬-এর অর্থনৈতিক সমীক্ষা মোতাবেক, ২০১৩-১৪-তে ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৭.৪ শতাংশ এসেছে রিয়্যাল এস্টেট থেকে।

এখনকার আইনে এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের কর ধার্য করা হয় :

➔ পরিষেবা কর

➔ মূল্যযুক্ত কর

➔ মুদ্রাঙ্ক শুল্ক

➔ উপকর

➔ এছাড়া আছে অন্তঃশুল্ক, কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর ইত্যাদি।

এসবের দরুন বাড়তি করের বোঝা শেষ পর্যন্ত চাপে ক্রেতার কাঁধে।

প্রস্তাবিত GST-র লক্ষ্য দেশে পরোক্ষ কর ব্যবস্থায় সরলতা ও সমন্বয় আনা। এই কর পণ্য ও পরিষেবা উভয়ের উপর ধার্য হবে। মুদ্রাঙ্ক শুল্কের মতো গুটি কয়েক বাদ দিলে GST-র আওতায় আসবে প্রায় সব পরোক্ষ কর। আর এজন্য একে বলা হচ্ছে বড়োসড়ো এক কর সংস্কার। সম্পত্তি হস্তান্তর GST-র আওতায় না পড়া বজায় থাকতে পারে। এক্ষেত্রে লাগবে শুধুমাত্র স্ট্যাম্প বা মুদ্রাঙ্ক শুল্ক।

GST-র মাধ্যমে রিয়্যাল এস্টেট ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আসার সম্ভাবনা যথেষ্ট। এতে করফাঁকি দেওয়া কমে যাবে অনেকখানি। GST-তে কর ধার্য হবে একটি মাত্র দামের ওপর বলে এখনকার করের উপর লেভি (কেন্দ্রীয় আন্তঃশুল্কে মূল্যযুক্ত কর) উঠে যাওয়ার সম্ভাবনা।

বর্তমানে জমি-বাড়ির ডেভলপার বা প্রোমোটাররা নানা জোগানোর জন্য দেওয়া বিভিন্ন কর-এ কোনও ক্রেডিট পায় না। এসব বহু কর হঠিয়ে GST একটিমাত্র কর বসাবে হয়তো; বিভিন্ন মালমশলা ও সাজসরঞ্জামের দরুন প্রদত্ত কর বাবদ মিলতে পারে ক্রেডিটও, এর ফলে সংশ্লিষ্ট সকলের খরচ যাবে কমে।

■ **স্বাস্থ্য ক্ষেত্র :** এই ক্ষেত্রের এক বড়ো দুশ্চিন্তা হচ্ছে এখনকার কর কাঠামো দিশি উৎপাদকদের পক্ষে প্রতিকূল। এতে এই শিল্পে লগ্নিতে পড়ছে ভাটা। GST হয়তো এই কর কাঠামো রদ করবে বা পুঞ্জিভূত ক্রেডিট ফেরত পাওয়ার অনুমতি দেবে। এই শিল্পের পক্ষে এ হবে এক আশীর্বাদ এবং এর বিকাশে তা অনুঘটকের ভূমিকা নেবে।

চলতি কর কাঠামোয় যন্ত্রপাতি আমদানিতে চড়া শুল্কের দরুন তা খুব ব্যয় বহুল। GST-তে এই খরচ কমতে পারে। ভেষজ ক্ষেত্রে পণ্য ও পরিষেবা কর এক ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা হচ্ছে। বর্তমানে ওষুধ শিল্পে ধার্য করা হয় আট রকম কর। কর কাঠামো সরল করে GST সংশ্লিষ্ট শিল্পকে সাহায্য করবে। সব শুল্ককে একটি মাত্র করের মধ্যে জুড়ে দিলে ব্যবসা করা সহজ হবে।

এছাড়া, GST-র ফলে জোগান প্রবাহ মজবুত করার মাধ্যমে কাজকর্মে দক্ষতা এনে ভারতের ভেষজ শিল্প তার বাজার ২ শতাংশ বাড়াতে পারবে। GST ওষুধ সংস্থাগুলিকে তাদের জোগান প্রবাহ পুনর্গঠনে সাহায্য করবে। সংস্থাগুলিকে তাই তাদের বণ্টন নেটওয়ার্ক ও স্ট্র্যাটেজি খতিয়ে দেখতে হবে।

GST চালু হয়ে গেলে কর ক্রেডিট নিয়ে ঝুটঝামেলাও এড়ানো যাবে। ভারতে সব ওষুধ কোম্পানির জন্য থাকবে একই রকম সুযোগ সুবিধের ব্যবস্থা।

সংস্থাগুলির পক্ষে এক বড়ো সুবিধে, কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর আর না থাকায় ব্যয় কমবে। নতুন কর আইনের ফলে উৎপাদন ব্যয় কমার আশা করা যায় এবং উৎপাদন বা বণ্টন বাবদ খরচ মাত্র ২ শতাংশ বাঁচলেও মুনাফা বাড়বে ২০ শতাংশ। চলতি মোট কর হারের চেয়ে GST-র হার কম হলে স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও ওধুষের দাম গ্রাহকের সঙ্গতির মধ্যে থাকবে, যা কিনা সরকারের এক বড়ো লক্ষ্য।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্র বর্তমানে বেশ কিছু করছাড় ও সুবিধে ভোগ করে। GST-তে এটা বহাল থাকবে কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়। স্বাস্থ্য বিমা ও রোগ নির্ণয় কেন্দ্রের (Diagnostic Centre) পরিষেবা উচ্চ কর হারের তালিকায় পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে এসবের জন্য গ্রাহকের ট্যাঁক থেকে বাড়তি টাকা খসবে।

■ **ব্যাংক ও আর্থিক পরিষেবা শিল্প :** ভারতে অধিকাংশ ব্যাংক ও আর্থিক পরিষেবায় ১৪.৫ শতাংশ পরিষেবা কর লাগে। GST হবে ১৮ থেকে ২০ শতাংশ। এসব পরিষেবা বাবদ খরচ তাই বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

পরিষেবা দেওয়ার জায়গায় বর্তমানে পরিষেবা কর ধার্য হয়। GST কিন্তু বসবে পরিষেবার চূড়ান্ত গন্তব্যস্থলে। কয়েকটি পরিষেবার ক্ষেত্রে কিন্তু এই গন্তব্যস্থলে ঠিক করাটা এক ঝক্কির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে পারে। এর দরুন রাজ্য GST, কেন্দ্রীয় GST

বা আন্তঃরাজ্য GST নির্ধারণে সমস্যার সৃষ্টি হবে।

ঋণের সুদ, শেয়ার-বণ্ড, বিদেশি মুদ্রা ব্যবসা এবং খুচরো পরিষেবাও GST-র আওতায় পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। এসব পরিষেবা ও আয়কে GST-র গণ্ডির বাইরে রাখার পক্ষে সওয়াল চালিয়েছে ব্যাংক মহল। এতে কতটা কাজ হবে তা এখনও জানা যায়নি।

মোট কথা, ব্যাংক ও আর্থিক পরিষেবা ক্ষেত্রে GST আরোপ করাটা এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এতে সফল হলে, ভারত এক নতুন পথের দিশা দেখাবে। বাদবাকি বিশ্বের কাছে তা এক মডেল বলে গণ্য হতে পারে।

■ **পর্যটন, হোটেল-রেস্তোরাঁ :** ভারতের পর্যটন এবং হোটেল-রেস্তোরাঁ শিল্পে আছে হরেক দফা কর। এই কর বসায় রাজ্য ও কেন্দ্র দু' তরফই। GST-তে হোটেল-রেস্তোরাঁর পরিষেবা একটি মাত্র করের আওতায় আসবে বলে মনে হয়।

বর্তমানে হোটেল ও রিসর্ট নির্মাণ এবং সংস্কার-মেরামতির জন্য উপকরণ খরচ বাবদ কোনও ক্রেডিট মেলে না। GST-তে এটা বদলানোর আশা আছে।

গবেষণা-বিকাশ, ফ্র্যানচাইজ ও কারিগরি কৃৎকৌশলের (Know-how) ফি-এর উপর দেয় সেস বা উপকর GST-তে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এর ফলে কর মান্যতা পদ্ধতি হবে সহজ-সরল ও কমবে হরেক কিসিমের কর। বর্তমানে বিদেশ বাণিজ্য নীতির আওতায় প্রাপ্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধে অবশ্য GST বহাল রাখবে কিনা তার নিশ্চয়তা নেই। এসব সুযোগ অব্যাহত থাকলে, উপকরণ ক্রেডিট নাও পাওয়া যেতে পারে। ফলে বাড়বে খরচ। এক কথায়, GST-র দরুন বহুবিধ কর উঠে যাওয়ার সম্ভাবনা। তবে কর হার বাড়তে পারে।

■ **শিক্ষা :** শিক্ষাক্ষেত্র এখন বেশ কিছু কর ছাড় ও সুবিধা পায়; স্কুল-কলেজের পরিষেবায় কর ধার্য হয় না বা তা নঞর্থক তালিকায় পড়ে।

GST বলবৎ হওয়ার পর এই অবস্থা অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা। তা না হলে, উপকরণ বা পরিষেবা কেনা বাবদ কেন্দ্রীয় মূল্যযুক্ত কর (CENVAT)-এর জন্য ক্রেডিট মিলবে। এর ফলে শিক্ষায় ব্যয় কমতে পারে।

■ **সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে GST-র প্রভাব :** পণ্য ও পরিষেবা কর এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। দেশে এক অভিন্ন কর ব্যবস্থা কায়েম ও মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ২ শতাংশ বাড়াতে এই আইন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পরিষেবার দাম বাড়তে পারে। আর পণ্যগ্রাহকের জন্য মিশ্র খবর।

সাধারণভাবে, এখন পণ্যে অন্তঃশুল্ক ধার্য হয় ১২.৫ শতাংশ। এর সঙ্গে দিতে লাগে ৫-১৫ শতাংশ মূল্যযুক্ত কর। চূড়ান্ত পর্যায়ে এ দুইয়ের বোঝা বইতে হয় গ্রাহককে। GST-র সাধারণ হার ১৮ শতাংশে বেঁধে দিলে বেশ কিছু পণ্যের জন্য ক্রেতাকে কম দাম দিতে হবে। কারণ, ব্যবসায়ীর পক্ষে সংগ্রহের ব্যয় কমে যাওয়ায় তার কিছুটা সুফল সে গ্রাহকদের হাতে তুলে দিতে পারবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ক্রেতা মূল্য সূচকের ৫৫ শতাংশ আইটেম করমুক্ত, ৩২ শতাংশে ধার্য হয় কম কর হার। ১২ শতাংশের জন্য সাধারণ হারে কর দিতে হয়। এর অর্থ, করছাড়ের সুবাদে কাপড়চোপড়, বই, রান্নার তেল ইত্যাদির জন্য করের হার ৫-৮ শতাংশ। এই হার ১৮ শতাংশ হলে এসবের দাম যাবে বেড়ে। সংসারের বাজেটটাই যাবে ঘেঁটে। আর পরিষেবার বেলায়, কর ১৫ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ১৮ শতাংশ।

ভোজনরসিকদের জন্য অবশ্য সুখবর। হোটেল-রেস্তোরাঁয় খানাপিনার খরচ কমতে পারে। এখন এক্ষেত্রে গ্রাহককে পরিষেবা ও মূল্যযুক্ত উভয় কর দিতে হয়। GST-তে হবে এক অভিন্ন কর। ফোনের বিলে কর চড়তে পারে, কেননা রাজ্যের হাতেও এই পরিষেবায় কর হারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আছে। এককথায়, টেলিফোন, ব্যাংক, ট্রেন-বিমান ভাড়া ইত্যাদি বাবদ খরচ বাড়ার আশঙ্কা। ছোটো গাড়ি, নরম পানীয়, চকলেট, প্যাকেটবন্দি খাবার, ওষুধ ইত্যাদি ভোগ্যপণ্যে এখনকার চেয়ে কম টাকা খরচ হবে।

GST কমার জন্য টিভির দাম নামবে। বর্তমানে ২০ হাজার টাকার LED টিভির জন্য ২৪.৫ শতাংশ কর গুণতে হয়। অর্থাৎ ক্রেতাকে দিতে হয় ২৪,৯০০ টাকা। GST জমানায়, ধরা যাক, কর হার হবে ১৮ শতাংশের মতো। তখন এই টিভির দাম পড়বে ২৩,৬০০ টাকা। ১,৩০০ টাকা কম।

বৈদ্যুতিন ব্যবসা (e-Commerce) করের আওতাধীন হওয়ায় জুতো, ব্যাগ, পোশাক, বৈদ্যুতিন পণ্য ইত্যাদি অনলাইন কেনাকাটায় খরচপাতি যাবে বেড়ে। বৈদ্যুতিন ব্যবসা সংস্থাগুলির মুনাফার অংক কমে যাবে। সংস্থাগুলি দামে ছাড় বা কেনাকাটায় উপহার কমিয়ে দিতে পারে।

পরিশেষে, এই সিদ্ধান্তে আসা যায়, ভারতের আমআদমির উপর কী প্রভাব পড়ছে তার নিরিখে পণ্য ও পরিষেবা করের সাফল্য যাচাই হবে। GST-র আসল কথা হল, যাবতীয় পণ্য ও পরিষেবায় মাঝারি বা পরিমিত হারে কর। 'এক দেশ, এক কর' সদর্থকভাবে দেখলে, এক আমূল রূপান্তরকারী পদক্ষেপ এবং শুধুমাত্র সাধারণ মানুষ নয়, গোটা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক। কোনও নতুন আইন বলবৎ হলে, তা অবশ্যই প্রভাব ফেলে বিশেষত সাধারণ মানুষের উপর। একথা খাটে GST-র বেলাতেও। GST কার্যকর হলে পণ্য-পরিষেবার চূড়ান্ত উপভোক্তা সাধারণ মানুষই সরাসরি প্রভাবিত হবে। আমরা আশা করি, পণ্য ও পরিষেবা কর এক ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে, ভারতীয় অর্থনীতির বাড়বাড়ন্তে সাহায্য করবে এবং সহজ-সরল কর ব্যবস্থা মারফৎ ভারতকে এক সংযুক্ত বা অভিন্ন জাতীয় বাজারে রূপান্তর করবে। ভারতীয় অর্থনীতির আরও উন্নতি হতে থাকলে তা আদতে সাধারণ মানুষের আর্থিক বিকাশেই কাজে আসবে। ❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক Director, PHD Chamber of Commerce and Industry, নতুন দিল্লি। ইমেল : ranjeetmehta@gmail.com)

পণ্য ও পরিষেবা কর ঘিরে সাংবিধানিক জটিলতা

*আগামী আর্থিক বছরের শুরুতেই দেশে পণ্য ও পরিষেবা কর চালু করতে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার জোরদার তৎপরতা চালাচ্ছে। সংসদের উভয় কক্ষে পাস, রাষ্ট্রপতির অনুমোদন এবং দেশের ২৯-টি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে অন্তত ৫০ শতাংশের (ন্যূনতম ১৬-টি) বিধানসভায় পাস হওয়ার মতো যাবতীয় প্রয়োজনীয় ধাপ ইতোমধ্যেই পেরিয়ে এসেছে দীর্ঘ প্রতিক্ষিত তথা বহু বিতর্কিত এই ১২২তম সংবিধান সংশোধনী বিলটি। সুতরাং, সরকারের মনোমত সময়ে আইনটি লাগু করার বিষয়ে আইনগত কোনও বাধার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা খুব একটা নেই। কিন্তু বিতর্ক এখন পিছু ছাড়ছে না GST-র। আপত্তি আসছে মূলত বিভিন্ন রাজ্যগুলির তরফে। বর্তমান কর ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের পণ্য ও পেশার উপর একাধিক শ্রেণিভুক্ত কর, শুল্ক, উপকর, অধিকার ইত্যাদি আরোপ করার ক্ষমতা রাজ্য সরকারগুলির এমনকী স্থানীয় প্রশাসনিক সংস্থাগুলির রয়েছে। ঢিলেঢালা আইনি খসড়ার সুযোগ নিয়ে রাজ্যগুলি এক্ষেত্রে সুকৌশলে তাদের পরিধি বিস্তৃত করে এসেছে। কিন্তু বর্তমান আকারে GST আইনটি লাগু হলে নিজেদের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়ে কর সংগ্রহ করার ব্যাপারে রাজ্য স্তরের প্রশাসন ও বিধানসভাগুলির বিশেষ কোনও ভূমিকা থাকবে না। কাজেই রাজ্যগুলির তরফে বিষয়টিকে 'সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ' হচ্ছে বলে বর্ণনা করা হচ্ছে। GST-র সঙ্গে জড়িত এই সাংবিধানিক জটিলতার দিকটি নিয়ে বর্তমান নিবন্ধে বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা করেছেন—***জয়ন্ত রায়চৌধুরী***

দীর্ঘ প্রতীক্ষিত পণ্য ও পরিষেবা কর (GST) আইনের উদ্দেশ্য হল ভারতকে একটি একক বাজারে রূপান্তরিত করা। এ ধরনের কর ব্যবস্থা চালু করে কানাডা ও ইউরোপীয় গোষ্ঠীতে ইতোমধ্যেই আমূল পরিবর্তন এসেছে। আইনটির একটি অনভিপ্রেত ফল : 'এককেন্দ্রিক প্রবণতাবিশিষ্ট যুক্তরাষ্ট্রীয়' বলে বর্ণিত ভারতের সংবিধানকে 'যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রবণতাবিশিষ্ট এককেন্দ্রিক' সংবিধানে পরিবর্তিত করা।

GST বিল পেশ হবার আগে স্বদেশি বাণিজ্যমহলের একাংশ 'এক দেশ এক কর' শ্লোগানে সোচ্চার হয়। তাদের প্রতিবাদ ছিল বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে একাধিক কর ব্যবস্থা চালু থাকায় যে হয়রানি ঘটছে তার বিরুদ্ধে। মূল্যযুক্ত কর বা VAT-এর মধ্যবর্তিতায় দেশীয় বাজারকে একত্রীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয় চলতি শতকের গোড়াতেই। তা সত্ত্বেও রাজ্যগুলি তাদের স্বকীয় কর নীতিতে স্বাধীনতা বজায় রেখে চলে ও কয়েকটি ক্ষেত্রে নিজেদের আর্থিক বাধ্যবাধকতার দ্বারা চালিত হয়। এভাবেই এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যেখানে VAT-এর অনুপূরক হিসাবে নানা ধরনের কর আরোপিত হতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে ভারতকে সর্বোচ্চ কর আরোপিত দেশ বলেও চিহ্নিত করা শুরু হয়।

উল্লেখিত শ্লোগানের নেপথ্যে রয়েছে বাধামুক্ত কর ব্যবস্থার অনুপস্থিতি এবং এখানে দেশভাগ ও স্বাধীনতা পরবর্তী সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে কোনওরকম প্রতিফলনের প্রশ্নই ওঠে না। দেশ বিভাজন পর্বের কঠিন অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতেই ভারত এককেন্দ্রিক প্রবণতাবিশিষ্ট ফেডারেশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

সেই সময় গণপরিষদের কার্যবিবরণীর সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন তাদের অনেকে ছাড়াও নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকদেরও অভিমত হল, নতুন এক জাতির ঐক্য ও অখণ্ডতা বজায় রাখার বিষয়টি সংবিধান সভার আলোচনায় অতিমাত্রায় গুরুত্ব পায়। প্রকৃতপক্ষে এক দীর্ঘ আলোচনাপর্বে বিহারের সাংসদ শ্যামানন্দন সহায় বলেন "কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে আর্থিক বোঝাপড়ার প্রশ্নে যতটা সুবিচার প্রদেশগুলির প্রতি করার প্রয়োজন ছিল, তা হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস। আমার তো এমন কী মনে হচ্ছে যে ১৯৩৫ সালের আইনের তুলনায় প্রদেশগুলির অবস্থা এবার আরও খারাপ হয়েছে। দায়িত্ব, অঙ্গীকার এবং জনমুখী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্নে প্রদেশগুলির পরিসর কেন্দ্রের চাইতে অনেক বেশি তাই কর ব্যবস্থায় তাদের ভূমিকা আরও প্রসারিত করা দরকার।"

অবশ্য মাত্রাতিরিক্ত যুক্তরাষ্ট্রীয়তা অখণ্ড ভারত চেতনার পরিপন্থী বলে জোরালো যুক্তিও পেশ করা হয়। ফলত যে কাঠামো গঠিত হল তাতে রাজ্যগুলি নয়, কেন্দ্রের ওপরই আইনি ও কর সংক্রান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত হয়। সংযুক্ত প্রদেশের সাংসদ পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু এককেন্দ্রিকতার সমর্থনে বলেন, "প্রদেশগুলির আর্থিক ও প্রশাসনিক স্থিতি বজায় রাখতে কেন্দ্রের ভূমিকা কোনও দিক থেকেই কম নয়। কেন্দ্রের অবস্থা যাচাই না করে তাদের কাছ থেকে বৃহত্তর অংশ দাবি করা হলে প্রদেশগুলি অদূরদর্শিতারই পরিচয় দেবে।"

প্রারম্ভিক বছরগুলিতে এই ব্যবস্থাকে নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। কারণ, তৎকালীন প্রায় প্রতিটি রাজ্য সরকারই জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে উত্তম বোঝাপড়া রেখে চলত। ষাটের দশকের শেষ দিক থেকে বিকল্প সরকারের উত্থান শুরু হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ইউনিটগুলির জন্য বাড়তি ক্ষমতার দাবিতে চ্যালেঞ্জ আসতে থাকে। এক্ষেত্রে সি.পি.আই (এম)-এর নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ এবং এন.টি.রামা রাও-এর অন্ধ্রপ্রদেশের প্রতিবাদী ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যাই হোক বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের পণ্য ও পেশার ওপর একাধিক শ্রেণিভুক্ত কর, লেভি ও চার্জ আরোপ করার ক্ষমতা রাজ্য সরকারগুলির রয়েছে। ঢিলেঢালা আইনি খসড়ার সুযোগ নিয়ে রাজ্যগুলি এক্ষেত্রে সুকৌশলে তাদের পরিধি বিস্তৃত করে এসেছে। উদাহরণ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ তাদের সীমান্তের বাইরে বিক্রি হওয়া কয়লার ওপর চার্জ বসিয়ে থাকে। আরও অনেক রাজ্য তাদের সীমান্তের ওপার থেকে আসা পণ্য সামগ্রীর ওপর প্রবেশ কর আদায় করে। যে কোনও ক্রেতা বা বাণিজ্যমহলের কাছে এসব ব্যবস্থা আদৌ যুগোপযোগী নয়। সেই সঙ্গে অবশ্য এটাও অনস্বীকার্য যে আরও বেশি কর আদায়ের এই ক্ষমতা সুপরিচালিত রাজ্যগুলিকে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহের সুযোগ এনে দিয়ে তাদের স্বকীয় সমস্যা সমাধানের সহায়ক হয়েছে। অন্যদিকে আবার কয়েকটি ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সম্পদের অপব্যয়েরও উদাহরণ রয়েছে। তামিলনাড়ুর পক্ষ থেকে GST-র কয়েকটি অনুচ্ছেদের বিরোধিতা করা হয়েছে। তামিলনাড়ুর এই বিরোধিতা যুক্তিসঙ্গত; কারণ তাদের বক্তব্য হচ্ছে নিজস্ব কর আদায় ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে তারা নানান ধরনের সামাজিক সংস্কার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

নিঃসন্দেহে সামাজিক ক্ষেত্রের কাজকর্মে দক্ষিণী রাজ্যগুলিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের অর্জিত সাফল্যের তুলনায় বহু রাজ্য পিছিয়ে রয়েছে। তাদের উন্নতিকে O.E.C.D. দেশগুলির সমার্থক বলা যেতেই পারে। অর্থনীতিবিদ জাঁ দ্রেজের কথায় : "উন্নয়ন সূচকে শীর্ষ স্থানাধিকারীদের মধ্যে কেরল ও তামিলনাড়ু রয়েছে, অন্য রাজ্যগুলির তুলনায় তাদের উন্নতির গতিও অনেক বেশি।"

এমন কী রাজ্যস্তরের কর আদায় ব্যবস্থার প্রতিতুলনায় পৌরসংস্থাগুলিও স্বাধীনভাবে একাধিক ক্ষেত্রে কর বসিয়ে আরও আয়ের সংস্থান করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মুম্বাই পৌর নিগমের কথা উল্লেখ করতে হয়। সেখানে চুঙ্গি কর বা পণ্য প্রবেশ কর থেকে আদায়কৃত অর্থ GST চালু হবার পর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে এবং তাদের কর বসানোর ক্ষমতা কার্যত বাধাপ্রাপ্ত হবে। এটা অনুধাবন করেই কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের পক্ষ থেকে সারা দেশে সংগৃহীত পণ্য ও পরিষেবা করে রাজ্যের অংশে শহরাঞ্চলীয় স্থানীয় সংস্থার অংশভাগ হিসাবে ২৫-৩০ শতাংশ রাখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

"GST সংবিধান সংশোধনী আইনের আওতায় যে পরিষদ গঠিত হয়েছে, তারাই কেন্দ্রীয় সংসদ ও রাজ্য বিধানসভাগুলির পরিবর্তে কর হার ধার্য করবে, যে কর হার সারা দেশে একযোগে কার্যকর হবে। GST পরিষদের অভ্যন্তরীণ ভোটাধিকার প্রয়োগের 'Weightage' বা সংখ্যাতাত্ত্বিক ভারের প্রশ্নে না গিয়েও এটাই স্পষ্ট হয় যে এই পরিষদই দেশের সর্বত্র প্রতিটি পণ্য ও পরিষেবার কর হার ধার্য করার বিষয়ে সর্বোচ্চ আইনি সংস্থা হয়ে উঠবে। এখানে সংসদ ও রাজ্য বিধানসভাগুলির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্যদের কোনও ভূমিকাই থাকবে না।"

একদিকে যেমন পারস্পরিক গ্রহণযোগ্য সূত্র অনুযায়ী কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে GST-অর্থ বিভাজিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে; অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে নতুন কর জমানায় স্থানীয় সংস্থার তরফে ধার্য কর, চুঙ্গি কর ও অন্যান্য প্রবেশ করের অবসান ঘটার ফলে শহরাঞ্চলীয় স্থানীয় সংস্থাগুলিকে বিপুল পরিমাণ আর্থিক ঘাটতির মোকাবিলা করতে হবে।

GST আইনে বাস্তবিকই সম্ভাব্য কর আদায়ের এক সুবিস্তৃত পরিসরে এক অনির্বাচিত (Unelected) সংস্থার ওপর কর বসানোর ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে। GST সংবিধান সংশোধনী আইনের আওতায় যে পরিষদ গঠিত হয়েছে, তারাই কেন্দ্রীয় সংসদ ও রাজ্য বিধানসভাগুলির পরিবর্তে কর হার ধার্য করবে, যে কর হার সারা দেশে একযোগে কার্যকর হবে। GST পরিষদের অভ্যন্তরীণ ভোটাধিকার প্রয়োগের 'Weightage' বা সংখ্যাতাত্ত্বিক ভারের প্রশ্নে না গিয়েও এটাই স্পষ্ট হয় যে এই পরিষদই দেশের সর্বত্র প্রতিটি পণ্য ও পরিষেবার কর হার ধার্য করার বিষয়ে সর্বোচ্চ আইনি সংস্থা হয়ে উঠবে। এখানে সংসদ ও রাজ্য বিধানসভাগুলির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্যদের কোনও ভূমিকাই থাকবে না। আসলে এই পরিষদ হবে ভোটদাতাদের দ্বারা নির্বাচিত একটি সুশিক্ষিত অত্যুত্তম সংস্থা (Super-body)।

শুধু তাই নয়, রাজ্যের তরফে যেসব বিভিন্ন ধরনের কর আরোপিত হয়ে থাকে সেগুলি তথা সংবিধানের সূচনায় আয় ও অবশিষ্ট বিষয়গুলির ওপর কর বসানোর যে ক্ষমতা কেন্দ্রকে দেওয়ার প্রবণতা ছিল সেসবই এখন GST-র অন্তর্ভুক্ত হবে। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে নিজেদের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়ে কর সংগ্রহ করার ব্যাপারে রাজ্যস্তরের প্রশাসন ও বিধানসভাগুলির বিশেষ কোনও ভূমিকা থাকবে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বন্ড ও বাজার থেকে ঋণের সাহায্যে একটি রাজ্য কী পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে তার সীমাবদ্ধতা রয়েছে Fiscal Responsibility and Budget Management Act বা আর্থিক দায়বদ্ধতা ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন মোতাবেক। এই আইন লাগুর প্রয়োজনীয়তা ছিল, কারণ

অঙ্গরাজ্যগুলিতে প্রায়ই যে ধরনের ঋণগ্রস্ততার ঝোঁক দেখা যাচ্ছিল তা হয়তো গ্রিসকেও পিছনে ফেলে দিত। তবে এটাও ঠিক যে এ রকম একটা আইন অতীতে থাকলে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, স্যার বিশ্বেসরাইয়া বা প্রতাপ সিং কাইরোঁ-র মতো সুযোগ্য ব্যক্তিত্ব ঋণের সুযোগ নিয়ে তাঁদের রাজ্যের অতি জরুরি উন্নয়ন তহবিলের সমস্যা মেটাতে ব্যর্থ হতেন না।

GST সংবিধান সংশোধনী এবং FRBM আইন, এই দুই আইন সম্মিলিতভাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভাকে রাজনৈতিক প্রশাসকে রূপান্তরিত করবে। তাদের দায়িত্ব হবে নিজ নিজ রাজ্যে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি রূপায়িত করা। তবে এসব প্রকল্পের রূপায়ণে অর্থ সংগ্রহ কীভাবে হবে সে ব্যাপারে বিচার-বিশ্লেষণের কোনও অধিকার রাজ্যগুলির থাকবে না এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরোক্ষ সম্মতি ব্যতিরেকে তাদের পক্ষে প্রকল্পগুলিকে সম্প্রসারিত করা সম্ভব হবে না।

কর বসানোর ক্ষমতাকে কেন্দ্র করেই যা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ইউরোপীয় শক্তিগুলির বিরুদ্ধে পরিচালিত আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে 'সার্বভৌমত্ব' নিয়ে বিতর্কের মূল বিষয়ও এখানে তাই। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি যিনি নিজেও একজন দক্ষ সংবিধান বিষয়ক আইনজীবী, অত্যন্ত কুশলতার পরিচয় দিয়ে তিনি বিরোধিতার জবাব দেন। তার বক্তব্য, "যারা মনে করছেন বিষয়টিতে সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা রয়েছে তাদের জানাই যে প্রকৃতপক্ষে প্রস্তাব কার্যকর হবার পর রাজ্যগুলির সম্মিলিত সার্বভৌমত্ব কেন্দ্রেই সুনিশ্চিত হবে।"

আর্থিক সমস্যার সুরাহায় বিশ্বের সব জায়গাতে এখনও অবধি পুরোপুরিভাবে GST-র প্রচলন ঘটেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনোই GST-র শরণাপন্ন হয়নি। সম্ভবত সে দেশের সংবিধানের 'Federal' চরিত্রের জন্যই তারা সে পথে হাঁটেনি। সে দেশের ফেডারেশন কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য ও পৌরসভাগুলির পক্ষ থেকে হরেক রকমের কর বসানো হয়েছে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নবাগতদের পক্ষে খুবই বিভ্রান্তিকর। প্রত্যক্ষ কর আরোপের ক্ষমতা ওই দেশে অঙ্গরাজ্যগুলির উপরই ন্যস্ত রয়েছে, যা ভারতের ঠিক বিপরীত ব্যবস্থাকে দর্শায়। আমাদের দেশে প্রত্যক্ষ কর বসানোর ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের এবং তা থেকে সংগৃহীত অর্থ নির্দিষ্ট সূত্রের ভিত্তিতে রাজ্যগুলির সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেওয়া হয়। রাজ্য আইনের আওতাতেই রাজ্য ও স্থানীয় করযোগ্য আয় স্থির করা হয়ে থাকে; যদিও তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুক্তরাষ্ট্রীয় করযোগ্য আয় হিসাবের সূত্রের উপর ভিত্তি করেই ধার্য করা হয়। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে পরিবর্ত করযোগ্য আয় অথবা বিকল্প আয়ের হিসাব নির্ধারণে রাজ্যগুলির ভূমিকা রয়েছে।

"GST সংবিধান সংশোধনী এবং FRBM আইন, এই দুই আইন সম্মিলিতভাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভাকে রাজনৈতিক প্রশাসকে রূপান্তরিত করবে। তাদের দায়িত্ব হবে নিজ নিজ রাজ্যে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি রূপায়িত করা। তবে এসব প্রকল্পের রূপায়ণে অর্থ সংগ্রহ কীভাবে হবে সে ব্যাপারে বিচার-বিশ্লেষণের কোনও অধিকার রাজ্যগুলির থাকবে না এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরোক্ষ সম্মতি ব্যতিরেকে তাদের পক্ষে প্রকল্পগুলিকে সম্প্রসারিত করা সম্ভব হবে না।

কানাডায় GST চালু হয় গত শতকে। সে দেশে প্রদেশগুলির প্রত্যক্ষ কর বসানোর ক্ষমতা রয়েছে এবং ফেডারেশন সরকারের ক্ষমতা পরোক্ষ কর বসানোর ক্ষেত্রেই। এই কারণেই GST জমানায় ঢোকার পরও কানাডায় প্রাদেশিক ক্ষমতার ওপর তার কোনও প্রভাব পড়েনি।

এখন দেখতে হবে পণ্য ও পরিষেবা কর বা GST রূপায়ণের ফলে ভারতীয় শাসনপ্রণালীতে তার কী প্রভাব পড়ে? হয়তো কর আদায়ের নতুন ব্যবস্থা ভালোভাবেই মান্যতা পাবে অথবা ক্ষোভেরও কারণ দেখা দিতে পারে; যা থেকে উঠতে পারে নতুন স্থিতাবস্থা পালটানোর দাবি।

যদি রাজ্যগুলি চূড়ান্তপর্বে অপেক্ষাকৃত নমনীয় আর্থিক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুসারী হয়; তবে অস্ট্রেলিয়া বা কানাডার মডেল বেছে নেওয়া যেতে পারে। অস্ট্রেলিয়ায় মস্ত ধরনের করের ৭৫ শতাংশই সংগৃহীত হয়ে থাকে ফেডারেল বা কমনওয়েলথ সরকারের মধ্যবর্তিতায়; যা পরে এক বিশেষ সুদক্ষ পদ্ধতি (ভারতের অর্থ কমিশনের সঙ্গে যার সাযুজ্য রয়েছে) অনুসরণ করে বিলিবণ্টন করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে কানাডার মডেল বেছে নিলে ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলি পরোক্ষ কর আদায়ের ক্ষমতা কেন্দ্রের ওপর ন্যস্ত করে তার বদলে প্রত্যক্ষ কর আদায়ের ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখতে পারবে। অথবা একটি আদ্যন্ত নতুন কর ব্যবস্থা চালু করার কথাও ভাবা যেতে পারে।

ভারতের কর সম্পর্কিত আইনের ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি কী হবে, তা এমন একটি বিষয় যা ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থাই তার বিশিষ্টতা বজায় রেখে নিষ্পত্তি করবে। এই মুহূর্তে অবশ্য এটাই বলার, যে মন্থন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে GST-র যাত্রা শুরু হল; আগামী বহু বছর ধরে সেটাই ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের সংজ্ঞা রচনা করবে। ❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক বর্তমানে The Telegraph-এর বাণিজ্য বিষয়ক প্রবীণ সম্পাদক। সাংবাদিকতায় আড়াই দশকেরও বেশি অভিজ্ঞতা। অর্থনৈতিক ও আর্থ-রাজনৈতিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কলমচি। তবে আগ্রহের গণ্ডি সুদূরপ্রসারিত—ইতিহাস থেকে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয় হোক বা কাহিনী। ২০১০ সালে যুক্তরাজ্যের ব্র্যাডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে Cheving Fellow in Development Economics ছিলেন। ইমেল : jrchowdhury@yahoo.com)

এক নজরে ভারতীয় কর ব্যবস্থা

দেশের সরকারকে বিবিধ দায়-দায়িত্ব পালন করতে হয়। এর মধ্যে রয়েছে আইনের শাসন সুনিশ্চিত করা, জনসাধারণকে পণ্য এবং পরিষেবা জোগানো; বিভিন্ন ধরনের ভৌত ও সামাজিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা; জনসংখ্যার শিক্ষা খাতে অর্থ বিনিয়োগ, দারিদ্র্য দূরীকরণ ইত্যাদি। সুতরাং স্পষ্টতই, সরকারকে এই বিপুল কর্মকাণ্ড চালানোর জন্য প্রচুর অর্থের সংস্থান করতে হয়। মূলত বিভিন্ন ধরনের কর ও শুল্ক আরোপ, মাশুল ধার্য তথা পরিষেবা ব্যয় আরোপ এবং ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে সরকার প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করে। গোটা বিশ্ব জুড়েই অধিকাংশ দেশে সরকারের রাজস্ব আদায়ের বেশ একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আসে কর রাজস্বের আকারে। এই করের প্রকার ভেদ; কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে করারোপ ক্ষমতার বণ্টন; কেন্দ্রীয় কর ব্যবস্থার মাধ্যমে সংগৃহীত রাজস্বের বিলিবণ্টন; দেশের কর-জিডিপি অনুপাত এবং ভারতীয় কর ব্যবস্থায় অগ্রগতি তথা কর কাঠামো ক্ষেত্রে বিবিধ সংস্কারমূলক কর্মসূচি নিয়ে বর্তমান নিবন্ধে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন—**মালিনী চক্রবর্তী**

আমরা সকলেই সরকারকে কর দিয়ে থাকি। এইসব প্রদেয় করের নানান প্রকার ভেদ আছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কারণে সরকারকে এইসব কর দিতে হয়। কিন্তু কর হিসাবে সংগৃহীত এই অর্থ দিয়ে সরকার করেটা কী? সরকার যেসমস্ত কর্মকাণ্ড চালায় তার জন্য দরকার হয় বিশাল পরিমাণ অর্থসংস্থানের। আমরা এই যে কর দিয়ে থাকি, তা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় সেই অর্থের জোগান দিতে। সরকারকে নানারকম দায়-দায়িত্ব পালন করতে হয়। এর মধ্যে রয়েছে আইনের শাসন সুনিশ্চিত করা, জনসাধারণকে পণ্য এবং পরিষেবা জোগানো; বিভিন্ন ধরনের ভৌত ও সামাজিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা; জনসংখ্যার শিক্ষা খাতে অর্থ বিনিয়োগ, দারিদ্র্য দূরীকরণ ইত্যাদি। সুতরাং স্পষ্টতই, সরকারকে তার বিবিধ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য বিপুল পরিমাণ আর্থিক সহায় সম্পদের জোগাড়যন্ত্র করতে হয়। মূলত বিভিন্ন ধরনের করারোপ, ব্যবহারের জন্য মাশুল ধার্য তথা পরিষেবা ব্যয় আরোপ এবং ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে সরকার উল্লেখিত কর্মকাণ্ড চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করে থাকে। যে ধরনের তহবিল জোগাড়ের ফলে কোনও দায়ভার সৃষ্টি হয় না অথবা পরিসম্পদ হ্রাস পায় না, তাকে বলে রাজস্ব আদান (Revenue receipt) বিপরীতে, ঋণ গ্রহণের মতো উৎস থেকে তহবিল জোগাড় করা হলে দায় সৃষ্টি হয়; বা বিলগ্নীকরণের মতো উৎসের মাধ্যমে অর্থের জোগাড় করলে পরিসম্পদ কমে যায়। এভাবে তহবিল সংগ্রহ করাকে বলে পুঁজি বা মূলধন আদান (Capital receipt)। অর্থাৎ কর, ব্যবহারকারীর জন্য ধার্য মাশুল (User fee) তথা পরিষেবা ব্যয় (Service charges) এগুলো হল সরকারের রাজস্ব আদানের কয়েকটি উদাহরণ বিশেষ। পক্ষান্তরে, ঋণ গ্রহণ হল সরকারের মূলধন আদান।

কর রাজস্ব এবং অ-কর রাজস্ব

সরকারের ঘরে যে রাজস্ব আদায় হয়, তাকে পুনরায় দু'ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হল কর রাজস্ব (Tax Revenue) এবং অন্যটি, অ-কর বা কর-ব্যতীত অন্যান্য সূত্র থেকে সংগৃহীত রাজস্ব (Non-Tax Revenue)।

আইন লাগু করে অর্থ প্রদানের (ব্যক্তি বিশেষ ও সংস্থার দ্বারা) মাধ্যমে সরকার যে টাকার জোগাড় করে তাকে বলা হয় কর। এভাবে করারোপের মাধ্যমে সংগৃহীত রাজস্বকেই বলা হয় কর রাজস্ব। অন্যদিকে, করারোপ না করে, আরও বিবিধ উপায়ে সরকারের ঘরে রাজস্ব আসে। যেমন, মাশুল/ব্যবহারকারীর ব্যয়, সরকারি ক্ষেত্র উদ্যোগ (Public Sector Enterprise)-গুলির লাভাংশ (Dividend) এবং মুনাফা (Profit), সুদ আদান, অর্থদণ্ড বা জরিমানা ইত্যাদি। এইসব পন্থায় সরকারের ভাণ্ডারে যে অর্থের জোগান ঘটে তাকে বলে অ-কর রাজস্ব বা কর ব্যতীত অন্যান্য উৎস থেকে সংগৃহীত রাজস্ব। গোটা বিশ্ব জুড়েই অধিকাংশ দেশে সরকারের রাজস্ব আদায়ের বেশ একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আসে কর রাজস্বের আকারে।

প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর

করকে মোটের ওপর দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রত্যক্ষ কর (Direct Tax) এবং পরোক্ষ কর (Indirect Tax)। এমন কিছু কর আছে, যা আরোপ করা হলে বাস্তবেই সেই কর-ভার কারও উপর সরাসরি চাপে। এগুলিকে বলা হয় প্রত্যক্ষ কর। অন্যভাবে বলা যায়, বাস্তবে সরাসরি এই ধরনের কর যে সরকারকে প্রদান করে, সে ওই নির্দিষ্ট করটির কর-ভার নিজেই বহন করে, তা আর কারও উপর চাপিয়ে দিতে পারে না। আয় বা উপার্জন, সম্পত্তি এবং সম্পদ—এগুলির ওপর প্রত্যক্ষ কর ধার্য করা হয়। পক্ষান্তরে, যে সমস্ত করের ক্ষেত্রে কর-ভার পরবর্তীকালে পণ্য/পরিষেবার ব্যবসায়িক আদান-প্রদানের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তিদের উপর চাপিয়ে দেওয়া বা চালান করে দেওয়া যায়, সেই সব কর

হল পরোক্ষ করের উদাহরণ। এগুলিকে পরোক্ষ কর একারণেই বলা হয় যে, যে বা যারা এই কর-ভার বহন করছে, আদতে কিন্তু তাদের উপর এই কর ধার্য করা হয় না। বহিঃশুল্ক (Customs Duties), অন্তঃশুল্ক বা আবগারি শুল্ক (Excise Duties), পরিষেবা কর এবং বিক্রয় কর/মূল্যযুক্ত কর (VAT)—এগুলি পরোক্ষ করের উদাহরণ। আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর চালু আছে। ভারতীয় অর্থনীতিতে বিভিন্ন ধরনের উপার্জন, উৎপাদন এবং পণ্য বিক্রয় ও পরিষেবার উপর এসব কর ধার্য করা হয়ে থাকে। এছাড়াও পণ্যের আন্তঃসীমান্ত চলাচলের উপর কিছু কর ধার্য করা হয়। ভারতে যে সমস্ত কর বর্তমান চালু আছে তার কয়েকটির উল্লেখ করা হল সারণি-১-এ।

কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে করারোপ ক্ষমতার বণ্টন

প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে করারোপের ক্ষমতার সীমা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে ভারতের সংবিধানে। বিভিন্ন কর এবং শুল্ক ধার্য করার ক্ষমতা তিন শ্রেণির সরকারের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান।

● কোম্পানি/কর্পোরেশন এবং ব্যক্তিগত আয় (ব্যতিক্রম কৃষিকাজের মাধ্যমে আয়, যা ধার্য করে রাজ্য সরকারগুলি)-এর উপর কর ধার্য করার ক্ষমতা মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত করা আছে।

● পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে, উৎপাদন তথা ম্যানুফ্যাকচারিং বা নির্মাণের উপর অন্তঃশুল্ক এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের উপর পরিষেবা কর আরোপ করার কর্তৃপক্ষ হল কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্র ধার্য করে এমন কয়েকটি পরোক্ষ কর হল বহিঃশুল্ক, কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক, বিক্রয় কর এবং পরিষেবা কর। অন্যদিকে, রাজ্যগুলির উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে পণ্য বিক্রয় এবং অন্যান্য কিছু কর ধার্য করার।

● কয়েকটি বিশেষ কর বা শুল্ক আরোপ করার ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে রাজ্য

সারণি-১
ভারতে চালু বিভিন্ন ধরনের কর

প্রত্যক্ষ কর	পরোক্ষ কর
● **বাণিজ্য মুনাফা কর (Corporation Tax)** : দেশে রেজিস্ট্রিকৃত যে কোনও কোম্পানি/ কর্পোরেশন (তা দেশীয়, বহুজাতিক বা বিদেশি—যা খুশি হতে পারে)-এর আয়ের উপর এই কর ধার্য করা হয়। ভারতে দেশি কোম্পানিগুলি এই কর প্রদান করে তাদের মোট আয়ের (aggregate income) উপর। তা তার উৎস এবং সূত্র যাই হোক না কেন। পক্ষান্তরে বিদেশি কোম্পানিগুলি ভারতে তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যে টাকা আয় হয়, তার উপর কর প্রদান করে সরকারকে। ● **ব্যক্তিগত আয়ের উপর কর (Taxes on Personal Income)** : কোম্পানি ছাড়া ব্যক্তিবিশেষ এবং সংস্থা ইত্যাদির আয়ের উপর আয়কর আইন, ১৯৬১-এর আওতায় এই কর প্রদান করতে হয়। ● **লগ্নীপত্রের আদান-প্রদানের উপর আরোপিত কর (Securities Transaction Tax)** : শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত লগ্নীপত্রের আদান-প্রদানের উপর এবং মিউচুওয়াল ফান্ডের ইউনিটের ক্ষেত্রে এই প্রত্যক্ষ কর ধার্য করা হয়। ● **মূলধনী লাভ কর (Capital Gains Tax)** : কোনও মূলধনী পরিসম্পদ (ভৌত এবং আর্থিক) বিক্রয়ের মাধ্যমে যে মুনাফা অর্জন করা হয়, তার উপর ধার্য হয় এই প্রত্যক্ষ কর। উল্লেখিত মূলধনী পরিসম্পদের উদাহরণ হিসাবে বলা যায় পেন্টিংস, গহনা, ব্যবসায়িক শেয়ার, মিউচ্যুয়াল ফান্ড ইত্যাদির মতো সম্পত্তি যখন কোনও করদাতার কাছে স্বল্পমেয়াদ বা দীর্ঘমেয়াদে থাকে, তা মূলধনী লাভের আওতায় করযোগ্য। মূলধনী লাভ বা মোট মুনাফা, এক্ষেত্রে করযোগ্য। এর পরিমাণ মোটের উপর সংশ্লিষ্ট পরিসম্পদের বিক্রয়মূল্য এবং তার ক্রয়মূল্যের ফারাকের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয় এবং যে বছর এই মূলধনী পরিসম্পদ বিক্রি করা হয় সেই বছরই এই কর প্রযোজ্য হয়। ● **সম্পদ কর (Wealth Tax)** : সম্পদ কর আইন, ১৯৫৭-এর আওতায় ব্যক্তিবিশেষ এবং কোম্পানি-সহ নির্দিষ্ট কিছু মানুষের বিনির্দিষ্ট পরিসম্পদের উপর এই কর ধার্য করা হয়। উৎপাদনশীল পরিসম্পদের উপর এই কর ধার্য করা হয় না। সে কারণেই, শেয়ার, ঋণপত্র, UTI মিউচ্যুয়াল ফান্ড ইত্যাদি সম্পদ করের আওতায় আসে না। যাইহোক, ২০১৫-১৬ সালে সম্পদ কর তুলে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে সমাজের বিপুল বিত্তশালীদের জন্য অতিরিক্ত অধিকর (Surcharge) আনা হয়েছে। ● **সম্পত্তি কর (Property Tax)** : ভারতীয় আয়কর আইন অনুযায়ী, কোনও সম্পত্তি থেকে আয় হলে, তাকে আয়করের একটি খাত হিসাবে গণ্য করা হয়। সেজন্যই সম্পত্তি থেকে আয়ের উপর এই কর ধার্য করা হয়। সাধারণত, বিল্ডিং, ফ্ল্যাট, দোকান, জমি ইত্যাদি এই সম্পত্তির মধ্যে পড়ে।	● **অন্তঃশুল্ক বা আবগারি শুল্ক (Excise Duties)** : দেশের মধ্যে ভোগের (Consumption) জন্য দেশেই উৎপাদিত/তৈরি হয় যে সমস্ত পণ্য তার উপর এই কর আরোপ করা হয়। ● **বিক্রয় কর (Sales Tax)** : সাধারণত কিছু নির্দিষ্ট সংখ্যক করযোগ্য পণ্য ক্রয় বা বিনিময়ের সময় এই কর ধার্য করা হয়। পণ্যের মোট মূল্যের উপর একটা শতাংশ হিসাবে এই কর নেওয়া হয়। ● **মূল্যযুক্ত কর (Value Added Tax—VAT)** : মূল্যযুক্ত কর হল বহু পর্যায়বিশিষ্ট কর, অর্থাৎ এই কর নেওয়া হয় ধাপে ধাপে, সরবরাহ শৃঙ্খলের প্রতিটি পর্যায়ে যখনই মূল্য যুক্ত হয় পণ্যের উপর একবার করে কর চাপানো হয়। মোট বিক্রয় মূল্যের উপর কর ধার্য করা হয় না। সরবরাহ শৃঙ্খলের আগের ধাপগুলিতে পরিযোজন (inputs)-এর উপর যে কর ইতোমধ্যেই প্রদান করা হয়ে গেছে তার উপর করদাতারা ক্রেডিট পেয়ে থাকেন। ● **পরিষেবা কর (Service Tax)** : কোনও বাস্তব পরিষেবা জোগানো হলে তার উপর এই কর ধার্য করা হয় এবং এই কর প্রদানের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট পরিষেবা প্রধানকারীর উপর বর্তায়। ● **বহিঃশুল্ক (Customs Duties)** : দেশে যেসব পণ্য আমদানি করা হয়; অথবা দেশ থেকে যেসব পণ্য বাইরে রপ্তানি করা, সেই দু'ধরনের পণ্যের উপরই এই কর ধার্য করা হয়।

সরকারগুলির উপর। এগুলি হল বিক্রয় কর, মুদ্রাঙ্ক-শুল্ক (Stamp duty)—অর্থাৎ, সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর আরোপিত শুল্ক, রাজ্য আবগারি শুল্ক (মদ উৎপাদনের উপর ধার্য শুল্ক), ভূমি রাজস্ব (কৃষিকাজ এবং কৃষি-ভিন্ন অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত ভূমির উপর ধার্য করা হয়), বিনোদনের ওপর ধার্য শুল্ক এবং পেশা কর (Tax on Professions)। রাজ্য সরকারগুলি দ্বারা বিক্রয় কর ধার্য করার ব্যবস্থায় ২০০৫ সালে ইতি টানা হয়। কারণ সে বছর থেকেই উল্লেখিত করের পরিবর্তে চালু হয় মূল্যযুক্ত কর বা VAT এবং দেশের সব রাজ্যই VAT ব্যবস্থায় প্রবেশ করে।

● স্থানীয় স্তরের প্রশাসনের উপরও কয়েকটি কর আরোপের সংস্থান রাখা হয়েছিল সংবিধানে। সম্পত্তির উপর ধার্য কর (বিল্ডিং ইত্যাদি), চুঙ্গি কর/পণ্যপ্রবেশ কর (Octroi duty)—অর্থাৎ, স্থানীয় প্রশাসনের আওতাভুক্ত অঞ্চলে ব্যবহার/ভোগের জন্য পণ্যের প্রবেশের উপর ধার্য কর), বাজারের উপর ধার্য কর, নিত্যপ্রয়োজনীয় পরিষেবার জোগান—যেমন, জল সরবরাহ, নিকাশি ইত্যাদির জন্য উপভোক্তাকে যে কর বা মাশুল দিতে হয়—এসবই আরোপ করার ক্ষমতা সংবিধানে ন্যস্ত করা হয় স্থানীয় স্তরের প্রশাসনের উপর। গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকটি স্থানীয় স্তরের প্রশাসন বা 'Local Bodies'-এর চুঙ্গি কর/পণ্যপ্রবেশ কর আরোপের ক্ষমতার বিলুপ্তি ঘটানো হয়েছে।

কেন্দ্রীয় কর ব্যবস্থায় সংগৃহীত রাজস্বের বিলিবণ্টন

করারোপ ক্ষমতা এবং (সংগৃহীত কর রাজস্বের) ব্যয় সংক্রান্ত দায়-দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা ঘটতে দেখা যায় বিবিধ কারণে। যথাক্রমে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলি—উভয় ক্ষেত্রেই এটা ঘটে থাকে। এ সমস্যার সমাধানে প্রত্যেক পাঁচ বছর অন্তর একটি করে অর্থ কমিশন (Finance Commission) গঠন করা হয়। এদের মূল কাজ হল, কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে আর্থিক সম্পদ কীভাবে বিলিবণ্টন করা হবে, সে বিষয়ে সুপারিশ করা। এই আর্থিক সম্পদের বেশ একটা উল্লেখযোগ্য অংশ হল কেন্দ্রীয় সরকারি কর ব্যবস্থার মাধ্যমে সংগৃহীত রাজস্ব। বর্তমানে, যাবতীয় কেন্দ্রীয় কর থেকে সংগৃহীত রাজস্বই কেন্দ্রীয় কর রাজস্বের বণ্টনযোগ্য/বিভাজনযোগ্য অর্থভাণ্ডার (Pool) হিসাবে ধরা হয় এবং সেই অঙ্কটা উপকর (Cess), অধিকর (Surcharge), কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে ধার্য কর তথা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা আরোপিত ও সংগৃহীত যাবতীয় করের মোট সমাহার। চোদ্দতম অর্থ কমিশনের সুপারিশ সরকারের কাছে পেশ করা হয় ২০১৫ সালের পয়লা এপ্রিল। এই কমিশন সুপারিশ করেছে যে কেন্দ্রীয় কর রাজস্বের বণ্টনযোগ্য অর্থভাণ্ডারের ৪২ শতাংশ প্রতি বছর রাজ্যগুলির মধ্যে বিলিবণ্টন করতে হবে এবং বাকি পরিমাণ অর্থ কেন্দ্রীয় বাজেটের জন্য রেখে দিতে হবে।

সারণি-২
ভারতের কর-জিডিপি অনুপাত (কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলি যৌথভাবে)
(শতাংশের হিসাবে)

বছর	মোট কর-জিডিপি অনুপাত	প্রত্যক্ষ কর-জিডিপি অনুপাত	পরোক্ষ কর-জিডিপি অনুপাত
২০০১-'০২	১৩.৩৯	৩.১১	১০.২৮
২০০২-'০৩	১৪.০৮	৩.৪৫	১০.৬৩
২০০৩-'০৪	১৪.৫৯	৩.৮৬	১০.৭৩
২০০৪-'০৫	১৫.২৫	৪.২৩	১১.০২
২০০৫-'০৬	১৫.৯১	৪.৫৪	১১.৩৭
২০০৬-'০৭	১৭.১৫	৫.৩৯	১১.৭৭
২০০৭-'০৮	১৭.৪৫	৬.৩৯	১১.০৬
২০০৮-'০৯	১৬.২৬	৫.৮৩	১০.৪৩
২০০৯-'১০	১৫.৫	৫.৮	৯.৬
২০১০-'১১	১৬.৩	৫.৮	১০.৫০
২০১১-'১২	১৬.৩	৫.৬	১০.৭
২০১২-'১৩	১৬.৯	৫.৬	১১.৩
২০১৩-'১৪ (RE)	১৭.১	৫.৭	১১.৪
২০১৪-'১৫ (BE)	১৭.৪	৫.৮	১১.৬

টীকা : RE-সংশোধিত প্রাক্কলন, BE-বাজেট প্রাক্কলন
সূত্র : ভারতীয় সরকারি অর্থ পরিসংখ্যান, ২০১৪-'১৫, বিত্ত মন্ত্রক, ভারত সরকার

কর-জিডিপি অনুপাত এবং ভারতীয় কর ব্যবস্থায় অগ্রগতি

যে কোনও দেশের কর-জিডিপি (মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন) অনুপাত অর্থনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ সূচক। মোটের উপর দেশের অর্থনীতির পরিমাণ/আকারের তুলনায় সরকার কত পরিমাণ কর রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারছে, তা বুঝতে সাহায্য করে এই কর-জিডিপি অনুপাত। এই অনুপাত যত বেশি হবে, সরকার ঋণ গ্রহণ না করেই তত হাত খুলে বাজেট বরাদ্দ বাড়িয়ে যেতে সুযোগ পাবে। যাই হোক, বিগত বেশ কয়েক বছর ধরেই দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার উঁচুতেই রয়েছে। অথচ, তুলনায় ভারতের কর-জিডিপি অনুপাত বেশ কমই রয়ে গেছে। এমনকী BRICS গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে (ভারত যার অন্যতম সদস্য) ভারতের কর-জিডিপি অনুপাতই সবচেয়ে কম। সুতরাং, বলা বাহুল্য যে এই অনুপাত বাড়ানো আশু প্রয়োজন।

ভারতীয় (কর) কাঠামোর আর একটা গুরুত্বপূর্ণ হীনবল দিক হল এর অগ্রগতির কোনও দিশা চোখে পড়ছে না। আমাদের বর্তমান কর কাঠামো এমন যে, ভোগ এবং আয়ের নিরিখে বিচার করলে, আরোপিত করসমূহ উচ্চ আয় গোষ্ঠীর মানুষজনের

তুলনায় নিম্ন উপার্জনের মানুষজনের উপর তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। একে পশ্চাদ্‌গামী কর (regressive taxes) বলে বর্ণনা করা যায়। সাধারণত পরোক্ষ করসমূহকে এই পশ্চাদ্‌গামী করের উদাহরণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। কারণ, একই পণ্যের উপভোক্তা হিসাবে গরিব ও বিত্তশালী সব ধরনের মানুষজনকেই একই হারে কর দিতে হচ্ছে। পক্ষান্তরে, প্রত্যক্ষ করসমূহকে অগ্রগামী কর (Progressive tax) হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে। কারণ, করদাতাদের কর প্রদানের সামর্থ্যের সঙ্গে তার যোগ রয়েছে তথা করদাতার করযোগ্য উপার্জন বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে মোট কর হার বাড়ে। ভারতে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যগুলি মিলিয়ে মোট যে পরিমাণ কর রাজস্ব সংগৃহীত হয়, তার ৬০ শতাংশেরও বেশি আসে পরোক্ষ কর খাত থেকে। সুতরাং, এ দেশের কর কাঠামো যে নিদারুণভাবে পশ্চাদ্‌গামী তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

কর ক্ষেত্রে সংস্কার

বছরের পর বছর ধরেই সরকার কর ব্যবস্থায় সংস্কার সাধনের, বিশেষত পরোক্ষ কর ব্যবস্থার ক্ষেত্রে, উদ্যোগ নিয়ে এসেছে। উদ্দেশ্য ভারতকে আরও বেশি করে কর-অনুকূল করে তোলা তথা কর ব্যবস্থাকে জটিলতা মুক্ত করে সহজ-সরল করে তোলা। সম্প্রতি এই বিষয়ে যে একটা জোরদার কার্যকরী সংস্কার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তা হল পণ্য ও পরিষেবা কর (GST)। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিক্রয় করের পরিবর্তে দেশের সব রাজ্যে ২০০৫ সালে VAT বা মূল্যযুক্ত কর চালু করা হয়। বর্তমানে VAT ছাড়াও অতিরিক্ত অন্যান্য বেশ কিছু সংখ্যক পরোক্ষ কর ধার্য করা হয়ে থাকে। এর ফলে কী হচ্ছে, একের পর এক কর সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে নাজেহাল হতে হচ্ছে। সোজা ভাষায় বললে, উৎপাদনের সময় থেকে শুরু করে চূড়ান্ত খুচরো বিক্রি পর্যন্ত বেশ কয়েকটি ধাপে কোনও বস্তুর উপর কর আরোপ করা হচ্ছে। ফলত, প্রতিটি ধাপে করযুক্ত হতে হতে চূড়ান্ত বিক্রির সময় স্বাভাবিকভাবেই করের কারণে পণ্যটির দাম অনেকখানি বেড়ে যাচ্ছে। তার উপর আবার বিভিন্ন রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার বিবিধ কর আরোপ করার ফলে কর প্রদান এড়ানোর বিভিন্ন ফাঁকফোকড় থেকেই যাচ্ছে।

"যে কোনও দেশের কর-জিডিপি (মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন) অনুপাত অর্থনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ সূচক। মোটের উপর দেশের অর্থনীতির পরিমাণ/আকারের তুলনায় সরকার কত পরিমাণ কর রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারছে, তা বুঝতে সাহায্য করে এই কর-জিডিপি অনুপাত। এই অনুপাত যত বেশি হবে, সরকার ঋণ গ্রহণ না করেই তত হাত খুলে বাজেট বরাদ্দ বাড়িয়ে যেতে সুযোগ পাবে। যাই হোক, বিগত বেশ কয়েক বছর ধরেই দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার উঁচুতেই রয়েছে। অথচ, তুলনায় ভারতের কর-জিডিপি অনুপাত বেশ কমই রয়ে গেছে।"

বর্তমানে বহুসংখ্যক পরোক্ষ করসমূহের যে জটিল জাল আমাদের কর কাঠামোয় ছড়িয়ে রয়েছে তার অবসান ঘটানোর জন্য আনা হয়েছে এই একটি মাত্র পরোক্ষ পণ্য ও পরিষেবা কর (GST)। এটি মোটের উপর মূল্যযুক্ত কর (VAT)-এর মতোই এবং আশা করা হচ্ছে করের কাঠামোজনিত বর্তমান সমস্যাগুলি তা হ্রাস করতে কার্যকরী হবে। এটি ধার্য করা হবে অধিকাংশ পণ্য এবং পরিষেবার উপর। তামাক, মদ-সহ বিপুল সংখ্যক পণ্য এর আওতায় চলে আসবে। পণ্য ও পরিষেবা কর একটিমাত্র কর হলেও, এর দু'টি ভাগ থাকছে। একটি হল কেন্দ্রীয় পণ্য ও পরিষেবা কর; অন্যটি রাজ্য পণ্য ও পরিষেবা কর। এ সুব্রহ্মনিয়ণ-এর নেতৃত্বাধীন সংশ্লিষ্ট কমিটি (Committee on Possible Tax rates under GST)-এর মতে GST-এর হার মাত্র কয়েকটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

(ক) অধিকাংশ পণ্য এবং পরিষেবার উপর একটি সুনির্দিষ্ট কর-হার ধার্য করা হবে।

(খ) মেধা পণ্য (merits goods) এবং অত্যবশ্যকীয় বস্তুসমূহের উপর একটি নির্দিষ্ট নিম্ন হারের কর ধার্য করা হবে।

(গ) বিলাস পণ্যের মতো কিছু বস্তুর ক্ষেত্রে একটি উচ্চ হারে করারোপ করা হবে।

GST চালু হওয়ার পর কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে করারোপ ক্ষমতার যে বৈষম্য বর্তমানে বজায় আছে, তা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে। কারণ, এর ফলে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলি উভয়েই উৎপাদন তথা পণ্য ও পরিষেবা বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করতে পারবে।

আশা করা যায়, GST চালু হওয়ার পর তা এ দেশের কর ব্যবস্থাকে আরও সহজ-সরল এবং যুক্তিসঙ্গত হতে তথা ঐকমত্য বাড়াতে সাহায্য করবে। একই সাথে, আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটবে। সরকার প্রত্যক্ষ কর রাজস্ব সংগ্রহের জন্য এর ফলে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে। ফলস্বরূপ, ভারতীয় কর কাঠামোকে অগ্রগতির দিকে বেশ খানিকটা এগিয়ে যেতে পারবে।❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক নয়াদিল্লি ভিত্তিক নীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'Centre for Budget and Governance Accountability' (CBGA)-এর সঙ্গে যুক্ত। ই-মেল : malini@cbgaindia.org)

WBCS-2015 এর গ্রুপ A এবং B এর চূড়ান্ত ফল প্রকাশিত হল ৫ই অক্টোবর, ২০১৬

এবারও সাফল্যে No.1

ডব্লুবিসিএস-২০১৫তে প্রথম স্থানাধিকারী সৌভিক ঘোষকে সম্বর্ধনা দিলেন প্রাক্তন আইএস অফিসার নুরুল হক মহাশয়।

MOUMITA SENGUPTA

RANK-1
CTO

WBCS-2015 : A এবং B গ্রুপে মোট সফল ৩০ জনেরও অধিক।

EXE (Rank-1)	EXE (Rank-9)	EXE	EXE	EXE	EXE	EXE	EXE	EXE
SOUVIK GHOSH	SUPRATEEM ACHARYA	BIJOY GIRI	SAUGATA CHOWDHURY	MIHIR KARMAKAR	ARGHYA GHOSH	BISWAJIT DAS	MD MOSARRAF HOSSAIN	HUMAYUN CHOWDHURY
EXE	EXE	EXE	EXE	DSP	CTO (Rank-8)	CTO	CTO	CTO
SM ERFAN HABIB	SARWAR ALI	RAMJIBAN HANSDA	RATHIN BISWAS	MD ALI RAZA	SOMESWAR PATRA	DHRUBA JYOTI MAJUMDER	JUNAID AMIR	BHANU KEORAH
CTO	EXCISE	CO-OPT. SERVICE	CO-OPT. SERVICE	CO-OPT. SERVICE	ADSR (Rank-2)	ADSR	ADSR	ADSR
ALOKE KUMAR BAR	HABIBUR RAHAMAN	ABHISHEK BASU	NIKHAT PARWEZ	BASUDEB SARKAR	MD JAWED	AYAN KUMAR SINHA	ARMAN ALAM	DEBABRATA MANDAL

ডব্লুবিসিএস পরীক্ষার সিলেবাসটি সমুদ্রের মত। এই পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কি পড়ব এবং কতটা পড়ব এই বিষয়টি জানা। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন এখানে নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রেখেছে। এখানকার স্যারদের পরামর্শে বিষয়টি হয়ে উঠেছে জলবৎ। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সাহায্য ছাড়া এই সাফল্য সম্ভব ছিল না।

সৌভিক ঘোষ, Executive (Rank-1), WBCS - 2015

How to start an effective preparation, this is the most common question which arises in the mind of every aspirants. This long journey was quite difficult without the help of Academic Association which is the pioneer Institution for many WBCS aspirants like me. Their valuable study materials, Mock Interview classes, guidance and hand of Co-operation helped me to overcome the hurdles & to achieve the ultimate goal.

Moumita Sengupta, CTO (Rank-1), WBCS - 2015

WBCS - 2017 : POSTAL COURSE

প্রিলি ও মেনসের জন্য পোস্টাল কোর্স চালু আছে। পোস্টাল কোর্সে রয়েছে—

- প্রিলি এবং মেনসের ১০০% কমনযোগ্য নোটস্।
- ১৫০টিরও বেশি ক্লাসটেস্ট এবং মকটেস্ট। • ডব্লুবিসিএস অফিসারদ্বারা ইন্টারভিউয়ের জন্য বিশেষ গ্রুমিং সেশন। • নির্বাচিত কিছু ক্লাস।
- প্রিলি এবং মেনস্-এর জন্য স্ট্র্যাটেজি এবং নেগেটিভ কন্ট্রোলের বিশেষ ক্লাস।

অ্যাকাডেমিক টেস্ট সিরিজ অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ইয়ারবুক

সামিম সরকারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে চলেছে ডব্লুবিসিএস প্রিলি পরীক্ষার একমাত্র কমন যোগ্য মকটেস্টের বই **অ্যাকাডেমিক টেস্ট সিরিজ অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ইয়ারবুক**। বইটি প্রকাশিত হতে চলেছে **২ রা ডিসেম্বর, ২০১৬**

ফোন : 7031842001

শিলিগুড়িতে ফ্রি সেমিনার

সামিম সরকারের ফ্রি সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে আগামী১৪ই নভেম্বর ২০১৬। নাম নথিভুক্ত করতে ফোন করুন **9474764635** অথবা **9832540900** নম্বরে।

Academic Association

The Self Culture Institute, 53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073

✆ 9038786000
✆ 9674478644

Website : www.academicassociation.in ■ Centre: Uluberia-9051392240 ✸Barasat-9800946498 ✸Berhampur-9474582569 ✸Birati-9674447451 ✸ Medinipur-9474736230 ✸Darjeeling-9832041123 ✸Siliguri-9474764635

কর সংস্কার : নতুন যুগের সূচনা

ভারতীয় অর্থনীতির হাল ফেরাতে তথা অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সাম্প্রতিক উঁচু হার বজায় রাখতে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার উঠে পড়ে লেগেছে। এই লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দু'টি বিষয়ে সরকার আর অপেক্ষা করতে রাজি নয়। একটি হল দেশের অর্থনীতিতে কালো টাকার দাপটের মোকাবিলা। দ্বিতীয়টি, পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক সংস্কারের পথে হেঁটে পণ্য ও পরিষেবা কর আগামী ২০১৭ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে লাগু করা। এই দুই লক্ষ্যকে পাখির চোখ হিসাবে নজরে রেখে সরকার কীভাবে ধাপে ধাপে অভীষ্ট অন্তিম লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সে বিষয়ে বর্তমান নিবন্ধে তথ্য সহযোগে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেছেন—**ডি. এস. মালিক**

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার কালো টাকার সমস্যার মোকাবিলা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। ২০১৪ সালের মে মাসে ক্ষমতায় আসার পর এই সরকারের সর্বপ্রথম সিদ্ধান্ত ছিল সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এম. বি. শাহ্-এর নেতৃত্বে একটি বিশেষ তদন্ত দল (Special Investigation Team—SIT) গঠন। সহ-সভাপতি মনোনীত হন আর এক প্রাক্তন বিচারপতি অরিজিৎ পায়াসাৎ। কর ফাঁকি দিয়ে বা অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ গোপন করতে বিদেশি ব্যাংক/সংস্থায় লুকিয়ে রাখা মোটা অঙ্কের আমানত বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ বাস্তবায়িত করতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকেই এই বিশেষ তদন্ত দল গঠন করতে সায় দেওয়া হয়।

কালো টাকা ও অঘোষিত সম্পদ খুঁজে বের করতে গৃহীত পদক্ষেপ সংক্রান্ত সুপারিশ/পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি বিশেষ তদন্ত দল ইতোমধ্যেই একাধিক রিপোর্ট পেশ করেছে। নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে 'Permanent Account Number' (PAN) বাধ্যতামূলক করা ইত্যাদির মতো SIT-এর একাধিক সুপারিশ ইতোমধ্যেই সরকার গ্রহণ করেছে।

অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে কালো টাকা উদ্ধার করার দিশায় বর্তমান সরকারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল আয় ঘোষণা প্রকল্প (Income Declaration Scheme—IDS), ২০১৬। এই উদ্যোগ বিপুল সাফল্য লাভ করেছে। দেশে কালো টাকার সমস্যার মোকাবিলা করতে ভারত সরকারের সাম্প্রতিকতম প্রচেষ্টা এই প্রকল্প। ২০১৬ সালের বাজেট বক্তৃতার সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি এই প্রকল্পটি সম্পর্কে ঘোষণা করেন। সেই অনুযায়ী, ২০১৬ সালের পয়লা জুন সরকার আয় ঘোষণা প্রকল্পের সূচনা করে এবং চার মাসের জন্য, অর্থাৎ ২০১৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তার মেয়াদ ধার্য করা হয়। যারা অতীতে সঠিক অঙ্কের কর জমা দেননি, তাদের জন্য এগিয়ে এসে নিজের লুকোনো আয় ও সম্পত্তি ঘোষণা করার সুযোগ এনে দেয় এই প্রকল্প। ২০১৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর মধ্যরাত পর্যন্ত অনলাইনে বা নির্ধারিত ছাপানো ফর্ম মারফৎ ঘোষণাপত্র জমা করার সুযোগ ছিল।

আয় ঘোষণা প্রকল্প, ২০১৬-এর আওতায় ৩০ সেপ্টেম্বর মধ্যরাত পর্যন্ত ৬৪২৭৫-টি ঘোষণাপত্র জমা পড়ে এবং নগদ ও অন্যান্য সম্পদ-সহ ৬৫,২৫০ কোটি টাকার অঘোষিত আয়ের হদিস পাওয়া যায়। সারা দেশে ছাপানো ফর্ম মারফৎ জমা করা ঘোষণাপত্রগুলি যাচাই করার কাজ শেষ হলে করের এই অঙ্ক আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

কর বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের প্রত্যাশা ছাপিয়ে প্রকল্পটি বিপুল সাড়া ফেলে। আয় ঘোষণা প্রকল্প, ২০১৬-এর আওতায় ঘোষণাকারীকে ১৫ শতাংশ জরিমানা-সহ ঘোষিত আয়ের ওপর ৪৫ শতাংশ হারে কর দিতে হয়।

এর আগে সরকার দেশের বাইরে লুকিয়ে রাখা কালো টাকা উদ্ধার করতে আরেকটি প্রকল্প, কালো টাকা (অঘোষিত বিদেশি আয় ও সম্পদ) এবং কর আরোপ আইন, ২০১৫ (Undisclosed Foreign Income and Assets and Imposition of Tax Act, 2015)-র সূচনা করে। এই আইন বিদেশে গচ্ছিত সম্পদ ঘোষণা করতে ও সেই ঘোষিত সম্পদের বাজারদর অনুযায়ী প্রদেয় কর ও জরিমানা জমা দেওয়ার জন্য একটি এককালীন সুযোগ এনে দেয়। ২০১৫ সালের পয়লা জুলাই কালো টাকা (অঘোষিত বিদেশি আয় ও সম্পদ) এবং কর আরোপ আইন, ২০১৫ বলবৎ হয়। এর আওতায় মোট ৬৪৪-টি ঘোষণাপত্র জমা পড়ে। এই ঘোষণাপত্রগুলি থেকে ৪,১৬৪ কোটি টাকার হদিস পাওয়া যায়। ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ঘোষণাকারীকে ঘোষিত সম্পদের মূল্যের ওপর ৩০ শতাংশ হারে কর ও সম পরিমাণে (৩০ শতাংশ হারে) জরিমানা জমা দিতে হয়। ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কর ও জরিমানা বাবদ ২,৪২৮.৪ কোটি টাকা জমা পড়ে সরকারের ঘরে। নির্দিষ্ট কিছু ব্যবস্থাপত্র, যেমন যার মাধ্যমে আগে থেকেই কর ফাঁকি সংক্রান্ত তথ্যাদি রাডারে চলে আসে; দ্বৈত কর এড়ানোর চুক্তি (Double Taxation Avoidance Agreements—DTTAAs) বা কর সংক্রান্ত তথ্য বিনিময়

চুক্তি (Tax Information Exchange Agreements —TIEAs) এবং ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বলবৎ অঘোষিত বিদেশি আয় ও সম্পদ এবং কর আরোপ আইন, ২০১৫-এর কারণে কর ফাঁকি দমনে সরকার উল্লেখযোগ্য সাফল্য পায়। ফলত, সে বছর ডিসেম্বরের পর থেকে কর ফাঁকি ও জরিমানা জমা পড়ায় কমতি চোখে পড়ে।

কালো টাকার মোকাবিলা করতে সরকার অন্যান্য আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন (Prevention of Money Laundering Act—PMLA)-এর আওতায় কর ফাঁকিকে 'সম্পৃক্ত অপরাধ' (predicate offence) হিসেবে সামিল করা; বিদেশি সম্পদের বিকল্প হিসাবে দেশে সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার সংস্থান রাখতে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা আইন (Foreign Exchange Management Act—FEMA) সংশোধন; কালো টাকা আইন বাস্তবায়ন; বেনামি আইন সংশোধন; ইত্যাদি।

উল্লিখিত পদক্ষেপের পাশাপাশি একাধিক আন্তর্জাতিক চুক্তি সংশোধন ও স্বাক্ষরিত হয়। যেমন, কর ফাঁকি ও অঘোষিত সম্পদ সংক্রান্ত তথ্য বিনিময়ের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) স্বাক্ষর; মরিশাসের সঙ্গে চুক্তির সংশোধন; সুইজারল্যান্ড-সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দেশের সঙ্গে Automatic Exchange of Information Treaty স্বাক্ষর। এছাড়াও উল্লেখ্য, BEPS (Based Erosion and Profit Sharing)-এর আওতায় দেশভিত্তিক বিবরণী পেশ, Place of Effective Management (PoEM)-এর মতো নানা প্রচেষ্টা।

HSBC সূত্রে ১৭৫-টি মামলা, যার সম্মিলিত পরিমাণ ৮,০০০ কোটি টাকা। তার মধ্যে ১৬৪-টির ক্ষেত্রে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ইতোমধ্যেই। ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) মামলা সূত্রে বিদেশের অ্যাকাউন্টে জমা অঘোষিত ৫,০০০ কোটি টাকার হদিস পাওয়া গেছে এবং ৫৫-টি মামলায় অভিযোগ রুজু করা হয়েছে। পানামা নথি সূত্রে বড়োসড়ো তদন্তের জেরে ২৫০-টি ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশ থেকে কর ফাঁকি ও গোপন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত তথ্য চাওয়া হয়েছে।

তথ্য-তল্লাসে ব্যাপক তৎপরতার ফলে গত আড়াই বছরে ১,৯৮৬ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করা ও ৫৬,৩৭৮ কোটি টাকা অঘোষিত আয়ের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রের ব্যবহার সূত্রে কর ফাঁকির হদিস পাওয়া যায় অনায়াসেই (non-intrusive methods)। এ ধরনের একটি ব্যবস্থা 'Non-filers of Monitoring System' (NMS), যার মাধ্যমে ১৬,০০০ কোটি টাকার কর আদায় করা সম্ভব হয়েছে। ৩,৬২৬-টি মামলা নিষ্পত্তি ও গত আড়াই বছরে 'compounding' বা সময়সাপেক্ষে বকেয়া টাকার অঙ্কে বৃদ্ধির জেরে কর আদায়ের পরিমাণ গত দু'বছরের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি।

প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে সরকার অন্যান্য যেসব বড়ো পদক্ষেপ নিয়েছে, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রচলিত কর আইনসমূহ পর্যালোচনা করে জটিলতা এড়াতে প্রয়োজন বিশেষে তা বাতিল করা; আয়কর দপ্তরে আপিল করার ক্ষেত্রে নিয়মকানুন আরও সহজ-সরল করা এবং কর সংক্রান্ত আইনসমূহ অস্পষ্টতা ও জটিলতা মুক্ত করা; যাতে করে আরও বেশি মানুষ স্বেচ্ছায় করের আওতায় আসতে সম্মত হন। যেসব মানুষের আয় করযোগ্য, তাদের করের আওতায় এনে করদাতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও সময়ের মধ্যে প্রদেয় কর জমা করানোর বিষয়ে সরকার সতত সচেষ্ট। এর ফলে সরকারের ভাড়ারে শুধু কর বাবদ আয়ই বাড়বে না, করের হার কমানোর ক্ষেত্রেও তা সহায়ক হবে। 'Minimum Government, Maximum Governance'-এর মূলমন্ত্র অবলম্বন করে সরকার বেশিরভাগ কর-ভিত্তিক পরিষেবা অনলাইনে প্রদান করার উপর জোর দিচ্ছে। এর ফলে কর ব্যবস্থা দুর্নীতিমুক্ত হওয়ার পাশাপাশি আরও স্বচ্ছ ও দক্ষ হয়ে উঠবে। এই সূত্র ধরেই, অযথা হয়রানি এড়াতে, আয়কর বিভাগও সর্বস্তরে করদাতাদের সঙ্গে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে যোগাযোগের উপর জোর দিচ্ছে। শুধু কর্পোরেট নয়, সাধারণ করদাতাদের জন্যও অনায়াস পরিবেশ সৃষ্টি করতে সরকার তৎপর। PRAGATI (Pro-Active Governance and Timely Implementation), 'আক্ষরিক অর্থে অতি-সক্রিয় প্রশাসন ও যথাসময়ে বাস্তবায়ন'-এর একাধিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও কর দপ্তরের কর্তাদের অভাব-অভিযোগ খতিয়ে দেখে দ্রুত বিবাদ নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ঠিক একইভাবে, কোম্পানিগুলির সঙ্গে কর নিয়ে যেসব বিবাদ চলছে, ২০১৬-'১৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে সেসব পুরোনো বিবাদ মীমাংসার জন্য এককালীন বন্দোবস্তের কথা ঘোষণা করা হয়। বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী 'Dispute Resolution Scheme' (DRS) বা বিবাদ মীমাংসা প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন ও মামলা-মোকদ্দমাকে কর-বান্ধব প্রশাসনের কাছে "scrouge" আখ্যা দিয়ে বলেন যে এর ফলে আস্থাহীনতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন, যে করদাতার আপিল বর্তমানে কমিশনার (আপিল)-এর কাছে বিচারাধীন, তিনি চাইলে মূল্যায়নের দিন পর্যন্ত প্রদেয় বিবাদিত কর সুদ সমেত মিটিয়ে দিতে বলে দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি করতে পারেন। এই প্রকল্পটি বর্তমানে চালু রয়েছে। এতে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়কর মামলায় কোনও জরিমানা লাগবে না। বিবাদিত করের অঙ্ক ১০ লক্ষ টাকার বেশি হলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় করের ক্ষেত্রেই ন্যূনতম প্রযোজ্য জরিমানার ২৫ শতাংশ পর্যন্ত জরিমানা হিসাবে আরোপ করা হবে। জরিমানা সংক্রান্ত কোনও নির্দেশের বিরুদ্ধে বিচারাধীন আপিলের ক্ষেত্রে ন্যূনতম প্রযোজ্য জরিমানার ২৫ শতাংশ জমা দিয়ে মামলার নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।

কর নীতি অস্পষ্টতা মুক্ত করা ও নীতিগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আলাপ-আলোচনার জন্য

এগিয়ে আসার মতো সরকারের প্রচেষ্টাগুলি দেশি ও বিদেশি লগ্নিকারীদেরও আরও আশ্বস্ত করেছে। এই প্রসঙ্গে মরিশাসের সঙ্গে কর সংক্রান্ত চুক্তিকে ত্রুটিমুক্ত করার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। চলতি বছর মে মাসে ভারত ও মরিশাস দ্বৈত কর এড়ানো সংক্রান্ত চুক্তি সংশোধন করে। এর ফলে ২০১৭ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে ভারত কোনও ভারতীয় কোম্পানির শেয়ার বিক্রয় থেকে মূলধনী লাভ বাবদ কর আদায় করতে পারবে। ঘোষণা হওয়ার পর শীঘ্রই অর্থমন্ত্রক সক্রিয় হয়ে বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের পাশাপাশি দেশি কোম্পানিগুলির সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাদের সব সংশয় দূর করতে তৎপর হয়।

সিঙ্গাপুরের মতো অন্যান্য দেশের সঙ্গে কর সংক্রান্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করার কথাও ঘোষণা করা হয়। আগামী বছরের এপ্রিল মাস পর্যন্ত 'grandfathering period' (অব্যাহতিকাল) চলাকালীন লগ্নিকারীরা অনায়াসে নতুন কর ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন।

কর সংস্কারের আরেকটি ক্ষেত্র হল কর্পোরেট বা কোম্পানি কর ব্যবস্থা। ২০১৭-'১৮ সালের বাজেটে অর্থমন্ত্রী কর্পোরেট করের হার হ্রাস করতে তার রূপরেখার উপর আলোকপাত করবেন বলে ভারতীয় কোম্পানিগুলি আশাবাদী।

২০১৫-'১৬ সালের বাজেটে অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি কর্পোরেট করের হার বর্তমানের ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে আগামী চার বছরে এশিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ২৫ শতাংশ করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এর পরিবর্তে কোম্পানিগুলিকে 'incentive' দেওয়া বন্ধ করা হবে।

পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক সংস্কারের পথে হেঁটে সরকার পণ্য ও পরিষেবা কর (Goods and Service Tax—GST) ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করছে। সরকার এই আইন ২০১৭ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে লাগু করার সিদ্ধান্ত নিয়ে এগোচ্ছে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৫-'১৬ সংস্কারের পদক্ষেপ হিসাবে পণ্য ও পরিষেবা কর-কে "আধুনিক আন্তর্জাতিক করের ইতিহাসে সম্ভবত অভূতপূর্ব" বলে আখ্যা দেয়। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলকে সঙ্গে নিয়ে এবং এ বছর আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে সংসদের উভয় কক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে ১২২তম সংবিধান সংশোধনী বিল পাস করানো সরকারের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। বিভিন্ন কারণে এই সংবিধান সংশোধনী বিলটি গত দশ বছর, অর্থাৎ ২০০৬ সাল থেকে সংসদে আটকে ছিল।

পণ্য ও পরিষেবা করকে পরোক্ষ করের ইতিহাসে চূড়ান্ত আশাবাদী ও সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কর সংস্কার বলে গণ্য করা হচ্ছে। কেন্দ্র আরোপিত কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক বা আবগারি শুল্ক, পরিষেবা কর প্রভৃতির পাশাপাশি রাজ্য স্তরে আরোপিত মূল্যযুক্ত কর, চুঙ্গি কর, প্রবেশ কর, ক্রয় কর, বিনোদন করের মতো অন্যান্য কয়েকটি কর এর অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রায় ১৩ বছরেরও বেশি সময় ধরে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির লাগাতার প্রচেষ্টার ফলেই আজ এই জায়গায় পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পণ্য ও পরিষেবা কর পর্ষদ (GST Council)-এর সভাপতি। রাজ্য সরকারের অর্থমন্ত্রীরা এই পর্ষদের সদস্য। আদর্শ আইন ও করের হার-সহ সমস্ত খুঁটিনাটি ২০১৬ সালের ২২ নভেম্বরের মধ্যে চূড়ান্ত করার লক্ষ্য স্থির করেছে পর্ষদ।

২০১৬ সালের ২২, ২৩ ও ৩০ সেপ্টেম্বরের সাম্প্রতিকতম বৈঠকে পণ্য ও পরিষেবা কর পর্ষদ ইতোমধ্যেই পণ্য ও পরিষেবা কর ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তির জন্য ব্যবসার শ্রেণি বিন্যাস, খসড়া ব্যবসা নীতি, এলাকাভিত্তিক ছাড়ের ভবিষ্যৎ ও ছোটো ব্যবসার উপর নিয়ন্ত্রণের মতো একাধিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে যেসব ব্যবসার মোট ব্যবসা মূল্য বার্ষিক ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, সেগুলিকে পণ্য ও পরিষেবা কর ব্যবস্থার আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে এই সীমা ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ধার্য করা হয়েছে। প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, উৎপাদন ক্ষেত্রে মোট ব্যবসা মূল্য বার্ষিক ১.৫ কোটি টাকা পর্যন্ত হলে তা শুধুমাত্র রাজ্য সরকারেরই এক্তিয়ারভুক্ত থাকবে। বার্ষিক মোট ব্যবসা মূল্য ১.৫ কোটি টাকার বেশি হলে, দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হবে এবং ঝুঁকির মূল্যায়নের ভিত্তিতে রাজ্য বা কেন্দ্র সেই ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করবে।

অবশ্য, কয়েকজন বিশ্লেষক আগামী বছরের এপ্রিল মাস থেকে পণ্য ও পরিষেবা কর চালু করার বিষয়ে কিছু আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। যেমন, পেট্রোল ও পেট্রো পণ্য, বিদ্যুতের মতো কয়েকটি নির্দিষ্ট পণ্য এই করের আওতাভুক্ত করা হবে; না কি এগুলির উপর রাজ্য ও কেন্দ্রীয় কর বজায় থাকবে তা নিয়ে দোলাচল চলছে।

তবে, যেভাবে একটি বাস্তববাদী অভিমুখে কাজ করে চলেছে সরকার, তা অবিলম্বে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিকে অনায়াসে বিবাদ মিটিয়ে যথাসময়ে পণ্য ও পরিষেবা কর চালু করতে সাহায্য করবে বলে আশা করা যেতেই পারে।

তাই বিভিন্ন মহলে এসব আশঙ্কা সত্ত্বেও ২০১৬ সালের নভেম্বরের মধ্যে কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও সমন্বিত পণ্য ও পরিষেবা করের আদর্শ বিলগুলি চূড়ান্ত করে, তথা ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাস শেষ হওয়ার আগেই শীতকালীন অধিবেশনে সংসদ ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য বিধানসভায় তা পাস করানো সম্ভব হবে বলে কেন্দ্র চূড়ান্ত আশাবাদী।

একই সঙ্গে, পণ্য ও পরিষেবা করের জন্য তথ্য-প্রযুক্তি পরিকাঠামো (GST Network —GSTN) তৈরির কাজ প্রায় শেষের মুখে। রাজ্য, কেন্দ্র ও করদাতাদের জন্য এটি একটি যৌথ ব্যবস্থা। আগামী বছর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি নাগাদ GSTN পরীক্ষা করে দেখা হবে।

দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণকারী সংস্থাগুলিও পণ্য ও পরিষেবা কর সংক্রান্ত আইনের জন্য অধীর আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছে। কারণ, তা 'ব্যবসা করার স্বাচ্ছন্দ্য' (Ease of Doing Business) প্রসারিত করবে এবং প্রত্যেক রাজ্য সরকার আরোপিত

নিজস্ব শুল্ক/করের প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে সাহায্য করবে।

সরকার আশাবাদী যে এর ফলে 'ব্যবসা করার স্বাচ্ছন্দ্য' প্রতিবেদনে ভারতের স্থান ১৮৯-টি দেশের মধ্যে বর্তমানে ১৩০ থেকে আরও অনেক ধাপ এগিয়ে যাবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আশা করছেন যে এর ফলে ভারত শীর্ষ ৫০-টি দেশের মধ্যে স্থান করে নেবে।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (IMF) তার সাম্প্রতিক 'World Economic Outlook' শীর্ষক প্রতিবেদনে লিখেছে যে, পণ্য ও পরিষেবা করের সূচনা মাঝারি মেয়াদে ভারতের বিকাশ সম্ভাবনাকে আরও জোরদার করবে। বাণিজ্য ও বিনিয়োগের জন্য একে ইতিবাচক হিসাবে চিহ্নিত করে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের প্রতিবেদনে বলা হয়, "রাজস্বের উৎস প্রসারিত করতে এবং পরিকাঠামো, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য এই কর সংস্কার তথা ভরতুকি বাতিল করা প্রয়োজন।"

২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি তার সাম্প্রতিক ওয়াশিংটন সফর চলাকালীন বলেন যে পণ্য ও পরিষেবা করের মতো কাঠামোগত সংস্কার ভারতের প্রত্যাশিত বৃদ্ধিকে আরও বাড়িয়ে দেবে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাংকের অনুমান বলছে যে, আগামী দু' বছরে ভারতের বিকাশ হার ৭.৬ শতাংশ থাকবে।

ত্রুটি-বিচ্যুতি শুধরে ও কর ফাঁকি রুখে পণ্য ও পরিষেবা কর রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বাড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই কর ব্যবস্থার সূচনার ফলে দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ২ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

সেই জন্যই, সব মিলিয়ে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর উভয় ক্ষেত্রে এই বড়োসড়ো সংস্কার ভারতকে কর-বান্ধব কাঠামো-যুক্ত বিশ্বের দ্রুততম বিকাশশীল উদীয়মান অর্থনীতির অন্যতম বানানোর পথে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে।❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক অতিরিক্ত মহানির্দেশক (গণমাধ্যম ও বার্তা), পত্র সূচনা কার্যালয় (PIB), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক, ভারত সরকার এবং অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকগুলির গণমাধ্যম ও প্রচারের দায়িত্বে আছেন। ইমেল : dprfinance@gmail.com)

প্রজ্ঞা
FOR W.B.C.S.
যোগাযোগ
Admission Help Line: - 9002490487 / 9593601807/ 8967065857
স্থান :- তারামনি মেমোরিয়াল (Main Office), হিজলপুকুরিয়া, হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগণা (পৌরসভার পাশে)

যুদ্ধ শুরু, যুদ্ধের ময়দান তৈরী, সম্ভাব্য তারিখ ২৯শে জানুয়ারী, তবে এটি কোন রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ নয়। নিজের সঙ্গে নিজের যুদ্ধ অর্থাৎ WBCS -পাওয়ার যুদ্ধ, কিন্তু তুমি কি প্রস্তুত???

আর পরিকল্পনা নয়, এবার সময় কিছু করে দেখানোর। ঠিক করতে হবে ২০১৭ সালে WBCS Crack করার Strategy । কিন্তু হাতে আর মাত্র কয়েকটা মাস। অযথা হতাশ না হয়ে নিজেকে নতুন রূপে Explore কর। মেধা নয় চাই Systematic পড়াশুনো, আর নিবিড় অধ্যাবসায় ও উপযুক্ত বই নির্বাচন। আর "প্রজ্ঞাই" হল একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে অভিজ্ঞ ও দক্ষ WBCS OFFICER -দের Guidance তোমাকে পৌঁছে দেবে তোমার কাঙ্খিত লক্ষ্যে।

২০১৭ সালের নতুন ব্যাচে ভর্ত্তি চলছে।

প্রতি বছর Question -এ কিছু না কিছু Twist থাকে। আর এই Twist বুঝতে পারাই WBCS পরীক্ষার মূল কাজ। যারা পারে তারাই সফল। প্রজ্ঞাই দিতে পারে সেই Twist -এর উপযুক্ত ব্যাখ্যা।

কিন্তু অসংখ্য Competitive Exam Institute -এর মধ্যে কেন 'প্রজ্ঞা'-ই একমাত্র সঠিক প্রতিষ্ঠান? কারণ -

১) এখানে Prelims ও Mains এর Preparation এক সঙ্গে করানো হয়। ২) আমরা নোটস দিই না, ছাত্র-ছাত্রীদের Concept গড়ে তোলায় বিশ্বাসী। ৩) Audio Visual Aids (Projector, Map Study) - এর মাধ্যমে ক্লাস করানো হয়। ৪) ছোট ছোট ব্যাচ, Individual Care এর ব্যবস্থা। ৫) P.S.C-এর আদলে মাসে একাধিক Mock Test ও তার সঠিক বিশ্লেষন, যাতে Silly Mistake, OMR Sheet Fill up - ভুল না হয়। ৬) আর সেই সব Valuable Resource -এর সন্ধান যা তোমাকে নতুন Pattern এ সাবলীল করে তুলবে।

❀ অতএব যুদ্ধের প্রস্তুতি আজ থেকে, কাল নয়। ❀

ভারতে পণ্য ও পরিষেবা কর এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা

*এযাবৎ বিশ্বের প্রায় একশো ষাটটি দেশে VAT তথা GST-র বাস্তবায়ন হয়েছে। ইউরোপে এই সংখ্যাটি সবচেয়ে বেশি। একদম প্রথমদিকে যে দেশগুলি GST লাগু করে, যেমন—ফ্রান্স, জার্মানি, যুক্তরাজ্য; সেগুলিও সব ইউরোপেরই দেশ। সাধারণত অধিকাংশ দেশেই GST একটি একক কর ব্যবস্থা। তবে ভারতে যে GST চালু হতে চলেছে তা হল এক রকম দ্বৈত কর ব্যবস্থা; ব্রাজিল, কানাডা ইত্যাদি দেশে যে ধরনের ব্যবস্থা চালু আছে। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে, GST চালু করার পর বিভিন্ন দেশ সময়ের সাথে সাথে তার পরিমার্জনা করে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, রাজস্ব আদায় এবং মূল্যমানের স্থিতির দিক থেকে সুফল পেয়েছে। ভারতের ক্ষেত্রেও কি আমরা তেমনটা আশা করতে পারি? বিভিন্ন দেশের GST সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার আলোকে ভারতে GST চালুর সমস্যা ও তার সম্ভাব্য সমাধান বিষয়ে বর্তমান নিবন্ধে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেছেন—***প্রভাকর সাহু** *এবং* **অশ্বিনী বিশনয়**

গত ৩ আগস্ট, ২০১৬ তারিখে ভারতীয় সংসদ সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সংস্কার পাস করেছে। এই সংবিধান সংশোধনী একটি সরলীকৃত এবং সুসংহত কর ব্যবস্থা প্রণয়ন করবে। দীর্ঘ এগারো বছরের রাজনৈতিক টালবাহানা, তর্ক-বিতর্ক এবং আলোচনার পরে স্বাধীন ভারতের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কর সংস্কার এবং ১৯৯১ সালের পরের সব থকে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সংস্কারটি সংসদের দুই কক্ষেই পাস হয়ে গেছে।

এই পণ্য ও পরিষেবা কর (Goods and Services Tax বা GST), পণ্য ও পরিষেবার ওপরে বর্তমানে ধার্য কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরের পনেরোটি করকে অন্তর্ভুক্ত করবে। ফলত গোটা দেশের বাজারকে এক সুসংহত রূপ দেবে। পয়লা এপ্রিল, ২০১৭ সালের পরে অপ্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে রাজ্যভিত্তিক সীমানা অবলুপ্ত হয়ে যাবে। এই একমেবাদ্বিতীয়ম্ উদ্যোগটি ভবিষ্যতে ভারতীয় অর্থনীতিতে গভীর পরিবর্তন আনবে এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে এটি মোদী সরকারের উজ্জ্বলতম মাইলফলক হিসেবে থেকে যাবে। তবে এখনও দু'টি কাজ বাকি আছে—GST-র করের হারগুলি নির্ধারণ এবং প্রায়োগিক সমস্যা (Operational issues)-গুলির সমাধান।

বর্তমানে প্রচলিত কর ব্যবস্থায় কেন্দ্র স্তরের মূল্যযুক্ত কর (CENVAT) এবং রাজ্য স্তরের VAT-এ 'ক্যাসকেডিং' হয় (অর্থাৎ করের ওপর কর বসে)। যেহেতু এই দু'টি ব্যবস্থা সুসংহত নয়। এর ফলে উপভোক্তার ওপর করভার বেশি চাপে। কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরের করের ক্ষেত্রে 'ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট'-এ এবং রাজ্যভিত্তিক VAT-এর হারে বিভিন্নতা দেখা দেয়। আমাদের দেশে শিল্পে বিনিয়োগকারীদের সামনে অন্যতম প্রধান সমস্যা হল জটিল কর ব্যবস্থা এবং কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরে করের হারের সংখ্যাধিক্য। এই জটিল কর ব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলতে প্রচুর সময় ও অর্থের অপচয় হয় এবং এই জন্যেই গত কয়েক দশক ধরে শিল্পমহলের একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাবি ছিল কর ব্যবস্থার সরলীকরণ। অপ্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থাকে সুসংহত করা হলে একই সঙ্গে সময় ও অর্থের অপব্যবহার অনেকটাই কমবে এবং সম্পূর্ণভাবে 'ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট'-ও উপলব্ধ হবে।

কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরে বর্তমানে প্রচলিত VAT ব্যবস্থার কয়েকটি ত্রুটি আছে। কেন্দ্রীয় স্তরে কাঁচামালের ওপর দেওয়া করের জন্য 'ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট' পাওয়া যায়। কিন্তু উৎপাদন পরবর্তী পর্যায়ে দেওয়া কোনও করের ওপর তা পাওয়া যায় না। সীমিত সংখ্যক কিছু পণ্যের ওপর পরিষেবা কর বসানো হয়। ফলত, উৎপাদন পদ্ধতিতে দেয় পরিষেবা করের জন্য 'ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট' দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। সুসংহত GST পণ্য ও পরিষেবা উভয়ের ওপরেই কর বসাবে এবং 'ক্যাসকেডিং' এড়াতে গেলে এটা অপরিহার্য।

বর্তমানে প্রচলিত রাজ্য স্তরের VAT-ভিত্তিক কর ব্যবস্থার অনেকগুলি সীমাবদ্ধতা আছে। কেন্দ্রকে ইতোমধ্যে প্রদান করা অন্তঃশুল্কের (excise duty) ওপর VAT বসানো। বিলাসিতা কর এবং বিনোদন করের মতো অন্যান্য অপ্রত্যক্ষ কর বসানো। কেন্দ্রীয় বিক্রয় করের (Central Sales Tax) জন্য 'ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট'-এর ব্যবস্থা না থাকা। সুতরাং, CGST এবং SGST-র ট্যাক্স ক্রেডিট দাবি করা এবং ব্যবহার করার জন্য একটি ব্যাপকতর GST ব্যবস্থা অপরিহার্য। মোটের ওপর বলা যায় যে, সরলীকৃত কর ব্যবস্থা, 'ক্যাসকেডিং' প্রভাব পরিহার, দেশজোড়া একটি সাধারণ বাজারের উৎপত্তি, করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং কর ব্যবস্থার প্রতিপালন (Compliance) খরচের হ্রাস হওয়ায় একদিকে সরকারি কোষাগারের জন্য সুফল দেবে, অন্যদিকে করদাতাদেরও সুবিধা করে দেবে।

প্রস্তাবিত দ্বৈত GST (একটি কেন্দ্রীয় এবং একটি রাজ্য GST) এই ব্যবস্থাকে হটিয়ে তার জায়গা নেবে। IGST (Integrated Goods and Services Tax) কেন্দ্রীয় বিক্রয় করের জায়গা নেবে। এই কর বসানো হবে পণ্য ও পরিষেবার আন্তঃরাজ্য জোগানের ওপরে এবং তা আদায় করবে কেন্দ্র সরকার। আমদানিকৃত পণ্য ও পরিষেবার ওপরে এবং পণ্য ও পরিষেবার আন্তঃরাজ্য স্টক ট্রান্সফারের ওপরেও IGST বসানো হবে। প্রস্তাবিত GST একটি গন্তব্যভিত্তিক কর, ফলত করের বোঝা উৎস (বা উৎপাদক) রাজ্যগুলি থেকে গন্তব্য (বা উপভোক্তা) রাজ্যগুলির দিকে সরে যাবে এবং উন্নত ও উৎপাদক রাজ্যগুলির কর আদায় কমে যাবে। যদিও রাজ্যগুলিকে প্রথম পাঁচ বছরের জন্য তাদের রাজস্ব হ্রাসের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। উন্নত রাজ্যগুলি, যারা বিনিয়োগকারীদের টানার জন্য পরিকাঠামো ও অন্যান্য খাতে বিনিয়োগ করেছে, তাদের কাছে এটা মোটেই সুখবর নয়। সুতরাং উপভোক্তা বা গন্তব্য রাজ্যগুলি (যথা—ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং কেরালা) সুবিধা পাবে এবং উৎস বা উৎপাদক রাজ্যগুলি (যথা—তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট) অসুবিধার সম্মুখীন হবে। সারা দেশ জুড়ে একটাই অপ্রত্যক্ষ করের হার একটি জাতীয় সাধারণ বাজারকে উন্মুক্ত করবে এবং অন্তিম উপভোক্তার ওপর কার্যকর (Effective) কর কমাবে।

কতকগুলি লাভজনক পণ্যের (যথা—মদ, বিদ্যুৎ, আবাসন এবং পেট্রোলিয়াম পণ্যাদি) ওপর GST বসানো হবে না; রাজ্যগুলি তাদের নিজস্ব হারে এগুলির ওপর কর বসাবে। অবশ্য পেট্রোলিয়াম পণ্যসমূহ, যার দাম অন্যান্য পণ্যের মূল্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, GST-পরিষদের বিজ্ঞপ্তির পরে GST-র আওতায় আসবে।

জাতীয় স্তরে সমন্বয়িত GST-র ফলে 'ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট'-এর নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহার, ক্যাসকেডিং প্রভাবের পরিহার এবং বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে পণ্য ও পরিষেবার অবাধ চলাচল সম্ভব হবে। ফলত, উৎপাদক সংস্থাগুলি জোগান শৃঙ্খলের সমস্ত স্তরেই

চিত্র-১
GST লাগু দেশ কানাডার অর্থনৈতিক চালচিত্র

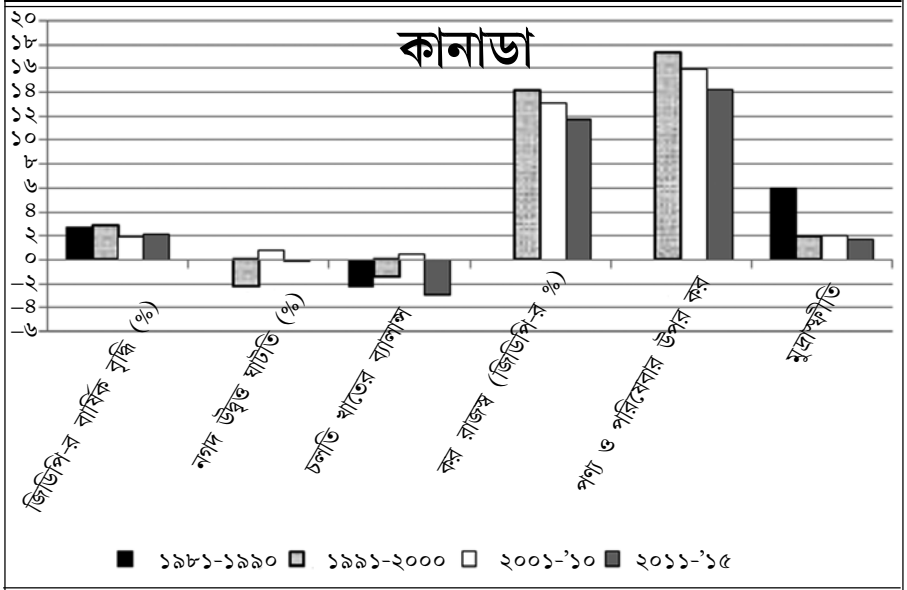

সূত্র : বিশ্ব উন্নয়ন সূচক, বিশ্বব্যাংক

উৎপাদন খরচ কমাতে পারবে; তারা যেহেতু কাঁচামালের ওপর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পাবে এবং পণ্য ও পরিষেবা বিক্রয়ের সময় করের ওপর কর দিতে হবে না। পরিণামে লেনদেন খরচ কমবে এবং অন্তিম উপভোক্তারা লাভবান হবেন।

বর্তমানে প্রচলিত রাজ্য বিশেষে পার্থক্যমূলক কর ব্যবস্থা বিভিন্ন অর্থনৈতিক সত্তাগুলির সামনে বিকৃত প্রোৎসাহনের (Distorted incentives) জন্ম দিয়েছে। উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য উৎপাদক সংস্থাগুলি সেই জায়গাটিই বেছে নেয়, যেখানে করের হার এবং প্রশাসনিক জটিলতা সব থেকে কম। GST-র ফলে এই করছাড় দ্বারা প্রভাবিত ভারসাম্যহীন উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন হবে। যা কিনা Make in India-র পক্ষে ভালোই হবে। সুতরাং GST-র দ্বারা সরলীকৃত কর ব্যবস্থা অতি সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনবে; যদিও জমি অধিগ্রহণ, শ্রম আইন নমনীয় করার মতো গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারগুলি এখনও বাকি আছে।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, GST-র সাফল্য নির্ভর করে কোন মডেল অনুসরণ করা হচ্ছে তার ওপর তথা তার কার্যকর বাস্তবায়নের ওপর। বিভিন্ন দেশ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে GST-কে পরিমার্জনা করে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, রাজস্ব আদায় এবং মূল্যমানের স্থিতির দিক থেকে সুফল ঘরে তুলেছে। এখনও অবধি অস্ট্রেলিয়া, কানাডা এবং নিউজিল্যান্ডের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে, স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে রাজকোষের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে এবং মূল্যমানের স্থিতিশীলতা বজায় রয়েছে। অবশ্যই, GST হার যদি খুব বেশি হয়, তাহলে GST-পরবর্তী সময়ে দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধি হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়।

বর্তমানে অনেক পরিষেবার ওপরেই কর ধার্য নেই বা যৎসামান্য পরিমাণে আছে (শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, ব্যবসায়িক পরিষেবা)। যেহেতু GST-র প্রস্তাবিত হার ১৮-২২ শতাংশ, GST বাস্তবায়নের পরে স্বল্পমেয়াদে মূল্য বৃদ্ধি হতে পারে। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, GST-র ফলে নতুন পণ্য ও পরিষেবা করের আওতায় আসায় (যেগুলি আগে করের আওতায় ছিল না) স্বল্পমেয়াদে মূল্যবৃদ্ধির হার বেড়ে যায়। GST কাঠামোতে উৎপাদন থেকে খুচরো বিক্রি পর্যন্ত জোগান-শৃঙ্খলের প্রতিটি পর্যায় যথেষ্ট স্বচ্ছতার সঙ্গে তথ্য-প্রযুক্তির সাহায্যে নথিভুক্ত হয়। কাজেই GST প্রদান

না করে ব্যবসা চালানো খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং, GST-র ফলে একদিকে যেমন 'ক্যাসকেডিং' প্রভাব পরিহার করে উপভোক্তার করের বোঝা লাঘব হয় ও করদাতার সংখ্যা বাড়ার ফলে সরকারি রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পায়; অন্যদিকে আবার মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা থেকে যায়।

বিশ্বে এযাবৎ প্রায় একশো ষাটটি দেশে VAT বা GST-র বাস্তবায়ন হয়েছে। এর মধ্যে আছে ASEAN-গোষ্ঠীর সাতটি দেশ, এশিয়ার উনিশটি, ইউরোপের তিপ্পান্নটি, ওশেনিয়ার সাতটি, আফ্রিকার চুয়াল্লিশটি, দক্ষিণ আমেরিকার এগারোটি এবং ক্যারিবিয়ান, মধ্য ও উত্তর আমেরিকার উনিশটি দেশ। অর্থাৎ, সব থেকে বেশি দেশে VAT/GST প্রচলিত রয়েছে ইউরোপে। প্রথমদিকের দেশগুলির মধ্যে ফ্রান্স ১৯৫৪ সালে, জার্মানি ১৯৬৮ সালে এবং যুক্তরাজ্য ১৯৭৩ সালে VAT/GST বাস্তবায়িত করে।[১] সাধারণত অধিকাংশ দেশেই GST একটি অ-দ্বৈত করমূলক ব্যবস্থা; কিন্তু ব্রাজিল ও কানাডাতে এবং ভারতে প্রস্তাবিত ক্ষেত্রেও দ্বৈত GST ব্যবস্থা। অধিকাংশ দেশেই VAT/GST-র করের হার ১৬-২০ শতাংশ, ভারতে প্রস্তাবিত GST হার (১৮-২২ শতাংশ) এর অনুরূপ।

যদি আমরা বিশ্বের প্রধান দেশগুলি, যথা—অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, জাপান, কোরিয়া এবং যুক্তরাজ্যের দিকে তাকাই, তাহলে দেখা যাচ্ছে (সারণি-১ দ্রষ্টব্য) যে, এই দেশগুলি অধিকাংশ জাতীয় অর্থনৈতিক সূচকের ক্ষেত্রেই ভালো করেছে। এক দেশ থেকে অন্য দেশে GST-র কাঠামোতে ফারাক আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, অস্ট্রেলিয়া সব থেকে কম নিরপেক্ষ, নিউজিল্যান্ড সব থেকে বেশি নিরপেক্ষ এবং কানাডার GST মাঝামাঝি ধরনের নিরপেক্ষ কাঠামো নিয়েছে। GST বাস্তবায়নের অব্যবহিত পরে এই দেশগুলির (সারণি-১ দ্রষ্টব্য) অধিকাংশেই মুদ্রাস্ফীতির হারে অস্থায়ী বৃদ্ধি দেখা গেছে। অবশ্য কিছু দিন পরে মুদ্রাস্ফীতির মান স্থিতিশীল হয় এবং মধ্যমেয়াদে কয়েক বছর পরে মুদ্রাস্ফীতির হার কমেও যায়। VAT/GST বাস্তবায়নের পরে অধিকাংশ দেশেই

চিত্র-২
GST লাগু দেশ অস্ট্রেলিয়ার অর্থনৈতিক চালচিত্র

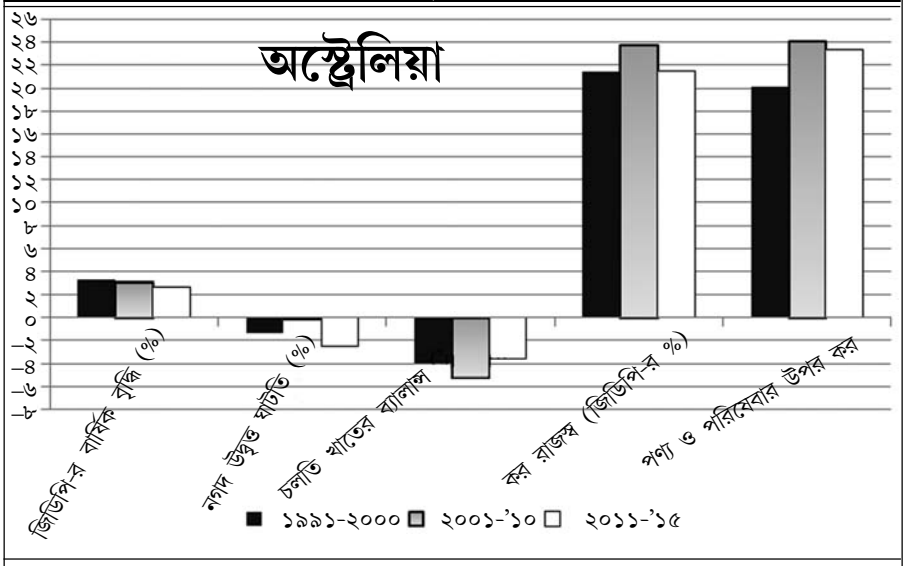

সূত্র : বিশ্ব উন্নয়ন সূচক, বিশ্বব্যাংক

মুদ্রাস্ফীতির হার পূর্ববর্তী হারের নিচেই স্থিতিশীল হয়। অন্যান্য অর্থনৈতিক সূচক, যথা—জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি, রাজকোষের ভারসাম্য, বিদেশি মুদ্রায় চালু খাতায় ভারসাম্য (Current Account Balance), রাজস্ব-জাতীয় আয়ের অনুপাত ইত্যাদি অনুসারে অধিকাংশ দেশই সাফল্য অর্জন করেছে। বিশেষ করে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কোরিয়া, সিঙ্গাপুর এবং যুক্তরাজ্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সরল এবং সুসংহত GST এই দেশগুলিকে আরও প্রতিযোগিতামুখী করে তুলেছে, রপ্তানি বাড়াতে সাহায্য করেছে, কোষাগারের জন্য কর আদায় বাড়িয়েছে এবং মুদ্রাস্ফীতিতে স্থিতিশীলতা এনেছে। অবশ্য সারণি-১-এ উল্লেখ করা দেশগুলির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক সূচকের ভিত্তিতে মাপা অগ্রগতির হারে ব্যাপক পার্থক্য আছে। প্রধানত দু'টি কারণে : দেশগুলির উন্নয়নের ফারাক এবং সার্বিক GST মডেলের কার্যকর বাস্তবায়নের ফারাক। অধিকন্তু, অর্থনৈতিক উন্নয়ন কেবলমাত্র কর ব্যবস্থা ও তার বিন্যাসের ওপর নির্ভর করে না; নির্ভর করে অন্যান্য অর্থনৈতিক গঠনগত, নীতিগত এবং উপাদানগত বিষয়ের ওপরেও।

অন্যান্য দেশের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ইদানীংকালে মালয়েশিয়া GST বাস্তবায়িত করেছে এবং একটা সুসংহত কর ব্যবস্থার জন্য কাজ করছে। পয়লা এপ্রিল, ২০১৫-এ মালয়েশিয়া ৬ শতাংশ হারে GST চালু করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ দেশে (যথা—বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান এবং নেপাল) ১৯৯০-এর দশকেই বা ২০০০-এর দশকের গোড়ার দিকেই VAT চালু হয়েছিল। কয়েকটি ব্যতিক্রম (যথা—বুরুণ্ডি, কঙ্গো, গাম্বিয়া, মোজাম্বিক এবং সিসিলি) বাদ দিলে, গত সাত-আট বছরে আফ্রিকার অধিকাংশ দেশই VAT চালু করেছে ভারতের আগে।

ভারতের মতো কেবল কানাডাতেই দ্বৈত করমূলক GST ব্যবস্থা প্রচলিত। শক্তিশালী রাজনৈতিক বিরোধিতা সত্ত্বেও কানাডা GST বাস্তবায়িত করে। কানাডার সরকার বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অগ্রসর হয়ে GST প্রচলনের পর GST-র হার কমিয়েও দেয়। এই দেশে ১৯১১ সালে Manufacturer's Sales Tax-কে সরিয়ে তার জায়গা নেয় GST। এই উৎপাদনমূলক করটি অনেক ক্ষেত্রেই ধার্য হতো না; যথা—মুদিখানার দ্রব্য, বাড়ি ভাড়া, স্বাস্থ্য পরিষেবা, আর্থিক পরিষেবা এবং অন্যান্য বেশ কিছু পরিষেবা। বাস্তবায়ন পরবর্তী পর্যায়ে কানাডার অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, কোষাগারের ভারসাম্য, কর আদায় তথা মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে (চিত্র-১

সারণি-১
GST চালু আছে এমন দেশগুলির অর্থনৈতিক হালহকিকৎ

দেশ	লাগু হওয়ার বছর	GDP বৃদ্ধি (শতাংশ হারে)						রাজস্ব ব্যালান্স (GDP-র শতাংশ হিসাবে)					
		১৯৬১-১৯৭০	১৯৭১-১৯৮০	১৯৮১-১৯৯০	১৯৯১-২০০০	২০০১-২০১০	২০১১-২০১৫	১৯৬১-১৯৭০	১৯৭১-১৯৮০	১৯৮১-১৯৯০	১৯৯১-২০০০	২০০১-২০১০	২০১১-২০১৪
অস্ট্রেলিয়া	২০০০	৫.০৯	৩.০২	৩.৪২	৩.৩২	৩.০৫	২.৬৪	—	০.১১	০.০৪	–১.৩৬	–০.১৪	–২.৫০
ব্রাজিল	১৯৬৪	৬.১৯	৮.৫১	১.৭৭	২.৬০	৩.৭৩	১.০২	—	—	–৩.৩৯	–২.২৬	–২.৩৭	–২.১৩
কানাডা	১৯৯১	৫.২১	৪.০৬	২.৬৭	২.৮৭	১.৮৭	২.১৩	—	—	—	–২.১৭	০.৭৭	–০.১৬
ফ্রান্স	১৯৫৪	৫.৫৭	৩.৬৪	২.৪৯	২.১০	১.২২	০.৮৫	—	১.১৬	–১.০৫	–৪.৫০	–৪.৯৪	–৪.২১
জাপান	১৯৮৯	৯.৩০	৪.৫০	৪.৬৪	১.১৪	০.৮০	০.৬২	—	–৩.৩২	–৩.৩১	—	–৪.০১	–৭.৭২
উত্তর কোরিয়া	১৯৭৭	৮.৭১	৯.০৫	৯.৭৪	৬.৬৩	৪.৪৪	২.৯৬	—	—	১.৫৩	১.৯০	১.৪৯	১.৬৯
মেক্সিকো	১৯৮০	৬.৮১	৬.৭১	১.৮৮	৩.৬৪	১.৮২	২.৮৪	—	—	–২.৫৫	–০.৪৫	—	—
নিউজিল্যান্ড	১৯৮৬	—	১.২৬	১.৯১	৩.০৬	২.৫৫	২.৭১	—	০.৪৯	–২.৪৭	—	১.৪১	–২.১৬
সিঙ্গাপুর	১৯৯৪	৯.৩৫	৯.০৯	৭.৭৯	৭.১৯	৫.৯১	৩.৯৬	—	—	১০.৫১	১৪.৯৫	৫.৭৫	৮.৯২
যুক্তরাজ্য	১৯৭৩	৩.০৬	২.১৪	২.৯৫	২.৪৪	১.৬২	২.১০	—	–১.২৪	–০.৭০	–৩.৬২	–৪.৯০	–৬.৪৪
দেশ	লাগু হওয়ার বছর	চলতি খাত ব্যালান্স (GDP-র শতাংশ হিসাবে)						কর-GDP হার (শতাংশ)					
		১৯৬১-১৯৭০	১৯৭১-১৯৮০	১৯৮১-১৯৯০	১৯৯১-২০০০	২০০১-২০১০	২০১১-২০১৫	১৯৬১-১৯৭০	১৯৭১-১৯৮০	১৯৮১-১৯৯০	১৯৯১-২০০০	২০০১-২০১০	২০১১-২০১৪
অস্ট্রেলিয়া	২০০০	—	—	–৫.৫৬	–৩.৯৫	–৫.৩২	–৩.৬৪	—	১৯.৪০	২২.২৭	২১.৪৩	২৩.৭৫	২১.৫৩
ব্রাজিল	১৯৬৪	—	–৪.৪০	–১.৫৫	–১.৯৩	–০.৬৮	–৩.৩২	—	—	১২.০১	১১.৩১	১৫.৩৯	১৪.৫০
কানাডা	১৯৯১	–১.৯১	–২.৮৭	–২.২৮	–১.৪৩	০.৪৯	–৩.০০	—	—	—	১৪.১৬	১৩.০৭	১১.৭৫
ফ্রান্স	১৯৫৪	—	০.২৩	–০.৫৮	১.২৬	০.১১	–০.৮৪	—	১৮.৪৫	১৯.৩২	২০.৪৫	২২.১২	২২.৭৪
জাপান	১৯৮৯	—	—	—	২.৩৯	৩.৪৪	১.৬৪	—	১০.২৭	১১.৮৪	১২.২৭	৯.৮৪	১০.২৪
উত্তর কোরিয়া	১৯৭৭	—	–৩.৮০	–০.৭৪	০.৬০	১.৬৪	৫.১২	—	—	১৩.৩৫	১৩.০৮	১৪.২৩	১৪.৪৪
মেক্সিকো	১৯৮০	—	–৪.৬৯	–০.৭৯	–৩.২৮	–১.৩০	–১.৯৩	—	—	১১.৭৮	৯.৫৩	—	—
নিউজিল্যান্ড	১৯৮৬	—	—	—	–৩.৩০	–৪.৩২	–৩.১৭	—	২৭.৮৬	৩০.৪২	—	২৯.৭৪	২৭.৩৪
সিঙ্গাপুর	১৯৯৪	-	–১১.৪১	০.৩৪	১৩.৯৯	১৯.৭১	১৯.২১	—	—	১৪.৫৪	১৫.৪৫	১২.৮০	১৩.৫৮
যুক্তরাজ্য	১৯৭৩	১.৫১	–০.৩০	–০.৭৭	–১.৩৩	–২.৩২	–৩.৯৯	—	২৩.০২	২৪.২৬	২৫.৩৩	২৬.৩৩	২৫.৫২
দেশ	লাগু হওয়ার বছর	পণ্য ও পরিষেবার উপর কর (রাজস্বের শতাংশ হিসাবে)						মুদ্রাস্ফীতি (গ্রাহক মূল্য সূচক বৃদ্ধিতে)					
		১৯৬১-১৯৭০	১৯৭১-১৯৮০	১৯৮১-১৯৯০	১৯৯১-২০০০	২০০১-২০১০	২০১১-২০১৫	১৯৬১-১৯৭০	১৯৭১-১৯৮০	১৯৮১-১৯৯০	১৯৯১-২০০০	২০০১-২০১০	২০১১-২০১৪
অস্ট্রেলিয়া	২০০০	—	২১.১০	২৩.১২	২০.০৪	২৪.০৩	২৩.৩৭	২.৪৭	১০.৪৫	৮.১৩	২.২২	৩.০১	২.৩০
ব্রাজিল	১৯৬৪	—	—	২৪.১৭	২৫.০৯	৩১.০২	২৫.৯৯	—	—	—	—	৬.৬৯	৬.৭২
কানাডা	১৯৯১	—	—	—	১৭.৩৮	১৫.৯৭	১৪.২১	২.৯৪	৮.০৬	৫.৯৭	২.০০	২.০২	১.৬৮
ফ্রান্স	১৯৫৪	—	৩৪.৪৭	২৯.৬৭	২৬.৩৭	২৩.৫৯	২১.৫৭	৪.২২	৯.৬৭	৬.৩৭	১.৭২	১.৭১	১.১০
জাপান	১৯৮৯	—	২২.২২	১৯.৩৮	১৩.৮৭	৩১.৭৮	৩৭.০৪	৫.৮০	৯.১০	২.০৬	০.৮৪	–০.২৬	০.৭২
উত্তর কোরিয়া	১৯৭৭	—	—	৩৪.৭২	৩২.৩৩	২৮.০১	২৪.৮৮	—	১৬.৪৮	৬.৩৯	৫.১০	৩.১৯	১.৯০
মেক্সিকো	১৯৮০	—	—	৫৬.০৫	৫৫.০৩	—	—	২.৮৭	১৬.৮০	৬৯.০৮	১৮.৬৯	৪.৬৮	৩.৬১
নিউজিল্যান্ড	১৯৮৬	—	১৮.৯৪	২১.০৬	—	২৬.২৭	২৬.২৯	৪.০২	১২.৫২	১০.৭৬	১.৮৩	২.৫৭	১.৫৭
সিঙ্গাপুর	১৯৯৪	—	—	১৬.০০	১৭.০৭	২২.৮৩	২৪.৪৯	১.১৯	৬.৭২	২.২৮	১.৭৩	১.৬২	২.৫৩
যুক্তরাজ্য	১৯৭৩	—	২৬.২৩	২৯.৯৯	৩২.৮০	৩১.৩২	৩২.৯৮	—	—	—	২.৬৯	২.১০	২.২৭

সূত্র : বিশ্ব বিকাশ সূচক, বিশ্বব্যাংক

দ্রষ্টব্য)। অনুরূপভাবে, অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রেও, যে দেশটি ২০০০ সালে GST লাগু করে, বিশেষ করে রাজস্ব আদায় এবং বিদেশি মুদ্রার চালু খাতার ভারসাম্যে বেশ উন্নতি হয়েছে (চিত্র-২ দ্রষ্টব্য)। নিউজিল্যান্ড হল আর একটি দেশ, যারা সেই ১৯৮৬ সালেই GST প্রচলন করে সাফল্য পেয়েছে। এই দেশে GST-র আওতার বাইরে মাত্র কতিপয় পণ্য আছে। যথা—সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের ওপরেই একটিই কর, যা কিনা অন্যান্য অধিকাংশ দেশেই দেখা যায় না। ইউরোপীয়ান ইউনিয়নে GST পরিচিত Value Added Tax নামে, যার দু'টি অংশ : Output VAT (উৎপাদিত জোগানের ওপর কর) এবং Input VAT (যা এক উৎপাদক অন্য উৎপাদকের দ্বারা জোগান দেওয়া পণ্য বা পরিষেবার ওপর প্রদান করে)। ব্যবসায়ীরা সাধারণত প্রদেয় কর পুনরুদ্ধার করে হয় Output VAT-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অথবা সরকারের থেকে প্রত্যার্পণ দাবি করে।

অন্যদিকে, আবার অনেক দেশকেই GST চালুর পর GST-র করের হার বাড়াতে হয়েছে। এই বিষয়টি ভারতের ক্ষেত্রে অতীব প্রাসঙ্গিক (এবং গুরুত্বপূর্ণ); যেখানে একদা ২৭ শতাংশের একটি রাজস্ব নিরপেক্ষ হারের প্রস্তাবনা করা হয়েছিল এবং বর্তমানে আরও বাস্তবোচিত ১৬-১৮ শতাংশ হারের আলোচনা চলছে। ভারতে GST-র সাফল্যের জন্য করের একটি ন্যায্য হার গ্রহণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা

GST-র পথে হাঁটা দেশগুলির একটা প্রধান সমস্যা হল, GST প্রচলনের পর মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, বিশেষ করে যখন GST-র কার্যকরী করের হার আগের থেকে বেশি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯৯৪ সালে সিঙ্গাপুরে মুদ্রাস্ফীতির হার বেড়ে গিয়েছিল GST প্রচলনের পরে। এই জন্য GST প্রচলনের পরে পণ্য ও পরিষেবার মূল্যে কী পরিবর্তন হয় তা সরকারকে খরদৃষ্টিতে নজরে রাখতে হবে। মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে এই ঝুঁকিটা অনেকটাই কমানো গিয়েছিল, যেহেতু GST-সম্পর্কিত মূল্য নিয়ন্ত্রণের কাজটি করেছিল সে দেশের Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs।

মালয়েশিয়ার থেকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা, ব্যবসায়ীদের দিক থেকে বাস্তবায়ন যতটা আগে শুরু করা যায় ততই ভালো। GST সম্পর্কিত প্রস্তুতির জন্য দেড় বছর সময় দেওয়া সত্ত্বেও সে দেশের সরকারকে প্রভূত অভিযোগের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। আমাদের দেশে যে জটিল GST ব্যবস্থা আনা হচ্ছে এবং এর ফলে ব্যবসায়িক সংস্থাগুলিতে যে পরিমাণ পরিবর্তন আনার দরকার হবে, তার তুলনায় মাত্র নয় মাস সময় (পয়লা এপ্রিল, ২০১৭) দেওয়ার ফলে বেশ কিছু সমস্যার উদ্ভব হতে পারে।

এছাড়াও, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘকাল ধরে GST-কে মূলত একটা কেন্দ্রীয় স্তরের কর হিসেবেই দেখা হয়েছে। দুই স্তরের সরকার দ্বারা এই ধরনের কর বসানোর বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম কারণ ভাবা হয়েছিল। রাজস্ব আদায়ের খরচ, compliance-এর খরচ, করের হারের বিরোধের জন্য সম্ভাব্য বিকৃতি এবং কেন্দ্রীয় সরকারি স্তরে ন্যায়সঙ্গত বিতরণ ক্ষমতায় ও নীতির সীমাবদ্ধতা (Bird and Gendron, 2007)[২]। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের নিচের স্তরে (অর্থাৎ রাজ্য স্তরে) GST বসানোর বিরুদ্ধে প্রযুক্তিগত আপত্তিও তোলা হয়েছে। সুতরাং, অধিকাংশ দেশেই GST কেবল কেন্দ্রীয় স্তরে বসানো হয়, যদিও কিছু কিছু দেশে সরকারের দ্বিতীয় স্তরের সঙ্গে রাজস্ব ভাগাভাগি করে নেওয়া হয়। ব্রাজিলেই সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় স্তরের নিচে VAT ব্যবস্থা প্রচলিত হয়, যেটা ছিল উৎসভিত্তিক। ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের VAT গন্তব্যভিত্তিক, কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিষয়টি এখনও আলোচনার মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছে (Keen 2009; Cnossen 2010)[৩]। কানাডার দ্বৈত VAT ব্যবস্থায় করের ভিত্তিতে এবং হারে সাদৃশ্য এসে সাফল্য অর্জন করায় দেখা যাচ্ছে যে, এই দ্বৈত ব্যবস্থাটি (যা ভারতবর্ষ নিতে চলেছে) যথেষ্টই উপযোগী।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, কর-ছাড় বা আওতায় ছাড়কে সর্বনিম্ন স্তরে বেঁধে রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর চাপের মুখে তা বজায় রাখাটা কঠিন। সমস্ত রাজ্যগুলি এক সঙ্গে বসে ছাড়ের তালিকাকে কেটে-ছেঁটে ছোটো করতে পারে। ছাড়ের তালিকা লম্বা হলেই রাজ্যের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আসে না, তার উপর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পাওয়া ও ব্যবহার করা মুশকিল হয়ে যায়।

বিভিন্ন দেশের মধ্যে নিউজিল্যান্ডে ছাড়ের তালিকা সব থেকে ক্ষুদ্র এবং GST-র আওতা সব থেকে ব্যাপক। ভারতের মতো দেশের ক্ষেত্রে এতটা হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু একই সঙ্গে এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর দাবি অনুসারে ছাড়ের তালিকা বাড়ানোর (কোনও না কোনও কারণ দেখিয়ে) দাবি প্রত্যাহত করা দরকার।

একথা অনস্বীকার্য যে জনসাধারণ এবং ব্যবসায়ীদের দ্বারা GST গ্রহণ করাটা খুব একটা সহজ কাজ হবে না। আগাম পরিকল্পনা, ব্যবসায়ীদের উপযুক্ত পরিমাণ সময় দেওয়া, কর প্রশাসক এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন আলাপ-আলোচনা, ন্যায্য করের ভিত্তি এবং হার, নিয়মাবলীর সময়োপযোগী প্রকাশ ইত্যাদি বিষয়গুলি বিভিন্ন দেশে GST-র মসৃণ বাস্তবায়নে অনেকটাই সাহায্য করেছে।

প্রায়োগিক বিষয়সমূহ

সংবিধান সংশোধনের মতো বৃহৎ পদক্ষেপ নিয়ে ফেলার পরে প্রায়োগিক বিষয়গুলির ওপরে এখন নজর পড়েছে। যেহেতু GST লাগুর তারিখ ধরা হয়েছে, পয়লা এপ্রিল, ২০১৭ এবং অনেকগুলি সমস্যার সমাধান প্রয়োজন। ভারতের জটিল কর বিন্যাস ব্যবস্থাকে GST দিয়ে প্রতিস্থাপিত করতে গেলে প্রভূত সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। এর মধ্যে দু'টি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল রাজস্ব-নিরপেক্ষ করের হার এবং GST-র আওতায় আসার (বা না আসার জন্য) বিক্রয়ের সীমা। প্রথমটির ফলে মোট রাজস্ব আদায়ে খুব একটা পরিবর্তন হবে না এবং দ্বিতীয়টির ফলে একদম ছোটো ব্যবসাগুলির ওপর করের বোঝা চাপবে না।

পয়লা এপ্রিল, ২০১৭-এ GST চালু করার ক্ষেত্রে আরও কয়েকটি সমস্যা আছে।

এর মধ্যে একটি হল তথ্য-প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো (হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার)-এর কাজ শেষ করা; যেটা CGST, IGST এবং SGST-র প্রশাসনিক দিক সমন্বিত করতে পারে। জাতীয় স্তরে কর সম্পর্কিত মামলা সম্বন্ধে নীতি এবং পদ্ধতিগুলিকে চূড়ান্ত করা দরকার GST লাগুর আগেই। উপযুক্ত তথ্য-প্রযুক্তি পরিকাঠামো GST-র সামনে আর একটা সমস্যা। সরকার ইতোমধ্যেই GST Network (GSTN) চালু করে দিয়েছে। GSTN-কে একটি GST পোর্টাল তৈরি করতে হবে, যার মাধ্যমে পঞ্জীকরণ বা নথিভুক্তি, রিটার্ন ফাইলিং, কর প্রদান এবং IGST-এর সমন্বয়সাধন করা যায়। এর জন্য একটি শক্তসমর্থ তথ্য-প্রযুক্তি পরিকাঠামোর প্রয়োজন। ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিকাশ, কর প্রশাসনের আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ, GST-র চূড়ান্ত হার নির্ধারণ, অপেক্ষাকৃত অনুন্নত রাজ্যগুলির স্বার্থরক্ষা এবং কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েরই বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ রাজস্বের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা হল GST-র আরও কয়েকটি দিক।

GST-র সফল বাস্তবায়নের জন্য জরুরি হল যথোপযুক্ত করের হার নির্ধারণ (যা কিনা রাজস্ব-নিরপেক্ষ), তথ্য-প্রযুক্তি পরিকাঠামো এবং কর প্রশাসনের আধিকারিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি। অতীতে রাজস্ব নিরপেক্ষ করের হার হিসেবে ১১-১২ শতাংশ সুপারিশ করা হয়েছিল। কিন্তু সরকারের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, ড. অরবিন্দ সুব্রহ্মনিয়ান-এর নেতৃত্বে গঠন করা Committee on RNR and Structure of Rates for General Sales Tax (2015) রাজস্ব নিরপেক্ষ হার ১৫ এবং ১৫.৫ শতাংশের সুপারিশ করেছেন এবং স্ট্যান্ডার্ড GST হার হিসেবে ১৭-১৮ শতাংশের কথা বলেছে।

দ্বিতীয়ত, সরকারকে 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'-র পথে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে হবে, কারণ GST-র জন্য প্রয়োজন দেশ জোড়া তথ্য-প্রযুক্তির অত্যাধুনিক পরিকাঠামো। এত অল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন রকম ভৌগোলিক অসমতাবিশিষ্ট রাজ্যগুলির কোণে কোণে দ্রুত গতির তথ্য আদান-প্রদানের সংযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এক বড়ো সমস্যা। উপরন্তু, কর ব্যবস্থায় নিয়োজিত গোটা প্রশাসনেরই দক্ষতা বৃদ্ধি প্রয়োজন GST বাস্তবায়নের জন্য।

রাজ্যগুলিকে একটি পরিসরের মধ্যে করের (State GST) হার নির্ধারণ করতে দেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়ার সুপারিশ মেনে নিলে এক সুসংহত GST-র মূল উদ্দেশ্যই বানচাল হয়ে যাবে। সুতরাং, এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান GST পরিষদের উচিত সব রাজ্যের জন্য একই হারের সিদ্ধান্তে অটল থাকা। এছাড়াও, সর্বক্ষমতাসম্পন্ন GST পরিষদে কেন্দ্রের এক-তৃতীয়াংশ ভোটাধিকার থাকার ফলে ক্ষমতার ভারসাম্য কেন্দ্রের দিকেই ঝুঁকে থাকছে।

প্রথমবারের জন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি এগিয়ে এসে সংসদে GST বিল পাস করেছে। এটি রাজনৈতিক পরিণতিরও নিদর্শন, আবার সরকারেরও কৃতিত্ব। আমাদের দেশে GST-র প্রচলনের বিষয়ে অনায়াসে বলা যায় যে, এটি হল পৃথিবীর জটিলতম কর সংস্কার—যার আওতায় GST পোর্টালে ৭৫ লক্ষ ব্যবসায়ী সংস্থা নথিভুক্তি করতে পারে। কর প্রদান করতে পারে এবং রিটার্ন ফাইল করতে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্যও সত্যিই সুখবর; কারণ বর্তমানে তাদের বিভিন্ন স্তরের কর ব্যবস্থার এবং ছাড়ের সঙ্গে মানিয়ে চলতে কমপ্ল্যায়ান্স কস্ট (Compliance cost) খুবই বেশি পড়ে যায়। এক কথায় বলতে গেলে, GST অর্থনৈতিক এবং কর সংস্কারের একটি অতি প্রয়োজনীয় মাইলফলক।

কিন্তু, GST-র প্রয়োজনীয়তা সন্দেহাতীত হলেও, আপাতদৃষ্টিতে ছোটো ছোটো সমস্যাগুলিই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই কেবল সময়ই বলবে GST আদৌ সফল কি না?❑

উল্লেখপঞ্জি :

১। http://gst.customs.gov.my/en/gst/Pages/gst_ci.aspx

২। Bird, Richard and Pierre-Pascal Gendron (2007) : Value Added Taxes in Developing and Transitional Countries (Cambridge and New York : Cambridge University Press)

৩। Cnossen, Sujbren (2010) : "VAT Coordination in Common Markets and Federations : Lessons from the European Experience", Tax Law Review, Vol 63, pp 584-622. Keen, Michael (2009) : "What Do (and Don't) We Know about the Value Added Tax?", Journal of Economic Literature, Vol 47, No 1, pp 159-70

(**লেখক পরিচিতি :** সাহু দিল্লির Institute of Economic Growth-এ সহযোগী অধ্যাপক।। ইমেল : pravakarfirst@gmail.com. বিশনয় কুরুক্ষেত্রের National Institute of Technology-র Hamanities and Social Sciences বিভাগে সহকারী অধ্যাপক। ইমেল : ashwani.mbe@gmail.com)

আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী

বিকাশের জন্য বিজ্ঞান

এছাড়াও থাকছে বিশেষ নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

কালো টাকার দাপট : মোকাবিলায় তৎপর সরকার

গত ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখটি ছিল আয় ঘোষণা প্রকল্পের শেষ দিন। এই প্রকল্পে সাড়া দিয়েছে ৬৪ হাজারের বেশি মানুষ। মোট ঘোষিত আয় ৬৫ হাজার কোটি টাকার উপর। দেশে ১২০ কোটির বেশি মানুষের মধ্যে কর দেয় ৫ শতাংশের কম লোক। সংখ্যাটি হল মাত্র ৫ কোটি ৪৩ লক্ষ। কালো টাকা খুঁজে বার করার কাজকে এক মিশন হিসেবে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে এই নিবন্ধে আলোচনা করেছেন—**দিলাশা শেঠ**

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০১৬। মাঝরাত হতে বাকি মাত্র ঘণ্টাদুয়েক। অত রাতেও দেশজুড়ে বিভিন্ন কর দপ্তরে মানুষের ঢল। হিসাব-বহির্ভূত টাকাকড়ি, সম্পদ ও সম্পত্তির পরিমাণ কর কর্তৃপক্ষের কাছে ঘোষণা করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। বাড়ি বা অফিসে কমপিউটারের পর্দায় চোখ সেঁটে একই কাজ করতেও দেখা গেছে বহু মানুষকে। কালো টাকা ঘোষণা করার জন্য সরকারের এই 'একবার সুযোগ'-এর প্রস্তাবে সাড়া দেওয়া ৬৪,২৭৫ জন মানুষের দলে পড়েন এরা। চার মাসের মধ্যে এই সুযোগ নেওয়ার শুরু গত পয়লা জুন। কালো টাকার দাপট কমাতে কিছুদিন যাবৎ সরকার অতি তৎপর হয়েছে। স্বেচ্ছায় হিসাব বহির্ভূত সম্পদ ঘোষণা করে ভবিষ্যতে আর ভয়ে ভয়ে দিন না কাটানোর জন্য মানুষ তাই শেষ দিনটিতে মাঝরাতেও ব্যস্ত সমস্ত হয়ে পড়েছিল। সরকারের প্রস্তাবে সাড়াদাতারা আয়কর আইন, সম্পদ আইন ও বেনামি আইনে অভিযুক্ত হওয়ার হাত থেকে রেহাই পাবেন। আয় ঘোষণা প্রকল্প (Income Declaration Scheme—IDS) থেকে আগামী বছর সেপ্টেম্বরের মধ্যে সরকারি কোষাগারে কর হিসেবে জমা পড়বে ৩০ হাজার কোটি টাকার মতো। যা কিনা, মোট ঘোষিত ৬৫,২৫০ কোটি টাকার ৪৫ শতাংশ। মোটা অঙ্কের এই ঘোষিত হিসাব-বহির্ভূত আয়ও হয়তো হিমশৈলের চূড়া মাত্র। এর পরিমাণ বহু বহু গুণ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কালো টাকা উদ্ধারের কাজকে এক মিশন হিসেবে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কর ফাঁকিবাজদের বিরুদ্ধে ৩০ সেপ্টেম্বরের পর কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে গতমাসে তার বিবৃতি পেশের মধ্যেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দেশে ১২০ কোটির বেশি মানুষের মধ্যে কর দেয় ৫ শতাংশের কম বা মাত্র ৫ কোটি ৪৩ লক্ষ জন। বহু লোক আয় লুকিয়ে রাখায় সৎ করদাতাদের ঘাড়ে চাপে করের অত্যধিক বোঝা। কালো টাকার সঠিক পরিমাণ হিসাব করা শক্ত। বিভিন্ন পরিসংখ্যান ও প্রতিবেদন মোতাবেক অঙ্কটা দাঁড়াবে ভারতের ২ লক্ষ কোটি ডলার অর্থনীতির ২০ থেকে ৭০ শতাংশের মধ্যে। সুইজারল্যান্ড সরকারের হিসেব মতো, সে দেশের ব্যাংকগুলিতে ২০১০-এর শেষ পর্যন্ত, ভারতীয় নাগরিকদের গচ্ছিত আমানতের পরিমাণ ৯,৫০০ কোটি টাকা। ফেরা যাক ভারতের প্রত্যক্ষ কর প্রসঙ্গে। প্রায় ৮ লক্ষ কোটি টাকা প্রত্যক্ষ কর রাজস্বের ৬০ শতাংশ আসে কোম্পানি কর বাবদ। বাদবাকি ৪০ শতাংশ মেলে ব্যক্তিগত আয়কর থেকে। এ থেকে বোঝা যায় কর ভিত্তি প্রসারের সম্ভাবনা কতখানি। ২৫ কোটি প্যান কার্ডধারীর মধ্যে কর দেয় সাকুল্যে ৫ কোটি ৪৩ লক্ষ মাত্র। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মাফিক, কালো টাকার বিরুদ্ধে সরকারের কড়া মনোভাবের ফলে দেশে করফাঁকি ও বিদেশে হিসাব-বহির্ভূত আয় গচ্ছিত রাখা বেশ মুশকিল হয়ে দাঁড়াতে যাচ্ছে।

কালো টাকার রমরমা সামাল দিতে সরকার এক বহুমুখী রণকৌশল নিয়ে কাজে নেমে পড়েছে। আয় ঘোষণা প্রকল্প ছাড়াও আছে এক গুচ্ছ অন্যান্য ব্যবস্থা। এর মধ্যে পড়ে বিদেশে থাকা সম্পত্তি ঘোষণা, কালো টাকা খুঁজতে বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) গঠন, দ্বিপাক্ষিক কর চুক্তির ফাঁকফোকর বন্ধ করা, ২ লক্ষ টাকার বেশি লেনদেনে প্যান কার্ড ব্যবহার আবশ্যিক, এবং বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তথ্য বিনিময় চুক্তি সই। অন্যতম বড়ো মাপের কর সংস্কার—পণ্য ও পরিষেবা কর (Goods and Services Tax—GST) আগামী অর্থ বছর থেকে চালু হয়ে গেলে পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে কারচুপি কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। কর আইন মেনে চলার ক্ষেত্রে উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পরিষেবা কর, অন্তঃশুল্ক, চুঙ্গি কর, মূল্যযুক্ত করের মতো রাজ্য ও কেন্দ্রের তরফে ধার্য হরেক কিসিমের পরোক্ষ কর পণ্য ও পরিষেবা করের অন্তর্গত হবে। ব্যবস্থা থাকবে ফেরতযোগ্য পরিযোজন (input) কর ক্রেডিট-এর।

কর ফাঁকির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ

অর্থ মন্ত্রক জানিয়েছে, তৃতীয় পক্ষ মারফত পাওয়া তথ্য এবং প্যান এর উল্লেখ-এর মতো বিবিধ সূত্রকে কাজে লাগিয়ে ১৬ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করা গেছে।

এখন, কর দপ্তরের রাজস্ব আয়ের প্রায় ৯২ শতাংশ আসে উৎসে কর কাটা, আগাম

কর এবং স্বনির্ধারিত কর থেকে। বাদবাকি আট শতাংশ কর ধার্য হয় হিসেব খুঁটিয়ে দেখার পর। এই অবস্থা বদলানোর মুখে।

কর ফাঁকি ধরতে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে। এল অ্যান্ড টি ইনফোটেক সংস্থার সাহায্যে সরকার 'Project Insight' নামের এক বড়োসড়ো কর্মসূচি নিয়েছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া আয়কর দপ্তরের তথ্য এই কর্মসূচির মাধ্যমে সরকার খতিয়ে দেখবে। প্যান উল্লেখ বাধ্যতামূলক হওয়ায় জমি-বাড়ির মতো স্থাবর সম্পত্তি, গাড়ি, গয়নাগাটি-সহ যাবতীয় আর্থিক লেনদেনের তথ্য কর দপ্তরে পাওয়া যাবে। কর ফাঁকিবাজদের সনাক্ত করা যাবে খুব সহজে। এই কর্মসূচিতে নিজেদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে কাজ করে চলেছে কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর পর্ষদ, 'Intelligence Bureau'-এর মতো গোয়েন্দা কার্যালয় সরকারি দপ্তর ইত্যাদি।

সরকারের নির্দেশ মোতাবেক ২০১৬-র পয়লা জানুয়ারি থেকে ২ লক্ষ টাকার ওপর সব আর্থিক লেনদেনে প্যান-এর উল্লেখ বাধ্যতামূলক। আগে ৫ লক্ষ টাকার বেশি সোনার গয়না কেনাকাটায় প্যান উল্লেখ করতে হতো। এখন থেকে এক্ষেত্রেও ২ লক্ষ টাকার উপর হলেই প্যান লাগবে। ডাকঘর, সমবায় ব্যাংক, নিধি, ব্যাংক ব্যতীত অন্যান্য আর্থিক সংস্থায় সব স্থায়ী আমানতেও চাই প্যান।

বর্তমানে, সাতটি তৃতীয় পক্ষকে বাধ্যতামূলকভাবে লেনদেনের রিপোর্ট এবং বার্ষিক তথ্য রিটার্ন জমা দিতে হয়। এসবের অন্যতম—ব্যাংকে কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে এক বছরে ১০ লক্ষ বা তার বেশি টাকার আমানত; কোনও ব্যাংক বা কোম্পানির ইস্যুকৃত ক্রেডিট কার্ডে বছরে ২ লক্ষ টাকার বেশি বিল মেটানো; কোনও ব্যক্তিকে মিউচ্যুয়াল ফাণ্ডের ২ লক্ষ বা তার বেশি টাকার ইউনিট বিক্রি; শেয়ার, বণ্ড/ডিবেঞ্চার বিক্রির মাধ্যমে কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে কোম্পানির ৫ লক্ষ বা তার বেশি টাকা সংগ্রহ; ৩০ লক্ষ টাকার বেশি স্থাবর সম্পত্তি কেনাবেচায় রেজিস্ট্রার বা সাব-রেজিস্ট্রার; রিজার্ভ ব্যাংকের ৫ লক্ষ টাকার বেশি বণ্ড ইস্যু।

আয়করের আরও কড়া নজরদারি

গত আড়াই বছরে খানাতল্লাশি ঢের বেশি চলায় আটক করা হয়েছে ১,৯৮৬ কোটি টাকা। সেইসঙ্গে খোঁজ মিলেছে ৫৬,৩৭৮ কোটি টাকা আয় লুকিয়ে রাখার নথিপত্র। আয়কর দপ্তরের এই ধরপাকড় বেশি হয় চিকিৎসা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে।

তৃতীয় পক্ষের সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহারে দপ্তরের তৎপরতার প্রমাণ মেলে এই পরিসংখ্যান থেকে যে, আয় ঘোষণা প্রকল্পে সাড়া দিয়ে দায়মুক্ত হওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর পর্ষদ চিঠি পাঠিয়েছে ৭ লক্ষ মানুষকে। প্যান ছাড়া ৯০ লক্ষ লেনদেনের তথ্যের ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে।

সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১০ লক্ষ টাকার বেশি আমানত, ৩০ লক্ষ ও তার বেশি টাকার স্থাবর সম্পত্তি কেনাবেচা—এসব মোটা অঙ্কের লেনদেনের ক্ষেত্রে বার্ষিক তথ্য রিটার্ন খতিয়ে দেখেছে আয়কর দপ্তর।

প্রধানমন্ত্রী মোদী মাস কয়েক আগে কর অধিকারিকদের উদ্দেশে এক ভাষণে বলেন যে, কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর পর্ষদের ৪২ হাজার অফিসারকে প্রত্যক্ষ কর রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করার কাজে লাগালে করের আওতায় আনা যাবে আরও অনেক বেশি জনকে।

খনি সংস্থার কর রিটার্ন ও উৎপাদনের বিশদ বিবরণ খুঁটিয়ে দেখা ও গরমিল লক্ষ্য করলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর পর্ষদ তার আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছে।

এসব ব্যবস্থা ৫০ হাজার কোটি টাকা পরোক্ষ কর ফাঁকি ধরতে সাহায্য করেছে। আর খোঁজ মিলেছে ২১ হাজার কোটি টাকা লুকোন আয়ের।

SIT চায় নগদ কারবারের ঊর্ধ্বসীমা নির্দিষ্ট করতে

কালো টাকা সংক্রান্ত বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) গড়া হয় ২০১৪-তে। এর নেতৃত্বে আছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এম বি শাহ্। SIT এক সাম্প্রতিক রিপোর্টে কালো টাকার দাপট কমাতে ৩ লক্ষ টাকার বেশি নগদ লেনদেন ও ১৫ লক্ষ টাকার বেশি নগদ হাতে রাখা নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে সুপারিশ করেছে। বিভিন্ন দেশে এ সংক্রান্ত বিধিনিয়ম খতিয়ে দেখার পর, সরকার এই পরামর্শ মেনে নিলে, সর্বোচ্চ সীমার বেশি নগদ কারবার ও নগদ টাকা কাছে রাখা বেআইনি ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে। এই সুপারিশ এখন অর্থ মন্ত্রকের বিবেচনাধীন।

SIT-এর বক্তব্য, হাতে নগদ টাকার পরিমাণ বেঁধে দিলে, তবেই নগদ কারবারের ঊর্ধ্বসীমা নির্দিষ্ট করার লক্ষ্য সফল হতে পারে। কোনও শিল্প সংস্থার বেশি নগদের দরকার থাকলে তারা স্থানীয় আয়কর কমিশনারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি নেবে।

SIT, দেশ থেকে বেআইনি টাকা পাচার রুখতে, রাজস্ব দপ্তরের সঙ্গে পরামর্শক্রমে, রিজার্ভ ব্যাংককে এক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বলেছে। আমদানি-রপ্তানি এবং বিদেশি মুদ্রা সংক্রান্ত তথ্যাদি বিভিন্ন তদন্ত এজেন্সির মধ্যে আদানপ্রদান করা হবে এর লক্ষ্য।

শুল্ক প্রত্যর্পণ বা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে, অথচ রপ্তানি বাবদ আয় ভারতে আনেনি এমন সব সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেও SIT রাজস্ব গোয়েন্দা বিভাগ (Directorate of Revenue Inteligence—DRI)-কে বলেছে। এক্ষেত্রে দেশের ক্ষতি হচ্ছে দু'ভাবে—প্রথমত, রপ্তানির আয় থেকে দেশ বঞ্চিত এবং তাছাড়া শুল্ক ফেরতের অন্যায্য দাবি।

বিদেশে হিসাব-বহির্ভূত গচ্ছিত টাকা

বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তথ্য বিনিময় চুক্তির ফলে বাইরের ব্যাংকে কালো টাকা জমানো আরও শক্ত হয়ে দাঁড়াবে। গত বছর থেকে বলবৎ ভারত-মার্কিন বিদেশি অ্যাকাউন্ট কর মান্যতা আইনের লক্ষ্য হচ্ছে বিদেশে পাঠানো সম্পদ থেকে অর্জিত আয়ের উপর কর আদায় নিশ্চিত করা। এই আইন মাফিক

ভারত ইতোমধ্যে তথ্য পেতে শুরু করেছে। আগামী বছর থেকে আরও কিছু দেশ এসব খবরাখবর দেবে।

চুক্তি কার্যকর হওয়ার পরের সময়কার তথ্য মিলবে। তবে সেই সূত্র ধরে কারও অতীতের লেনদেনের হদিশ পেতে তা কর দপ্তরকে সাহায্য করতে পারে।

বিদেশে হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন (HSBC)-এর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৮ হাজার কোটি টাকা জমা নিয়ে ১৭৫-টি কেসের মধ্যে ১৬৪-টির ক্ষেত্রে সরকার মামলা রুজু করেছে। ইন্টারন্যাশনাল কনসর্টিয়াম অফ ইনভেসটিগেটিভ জার্নালিস্টস (ICIJ)-এর তদন্তের ভিত্তিতে, সরকার বিদেশের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৫ হাজার কোটি টাকা লুকোনো আমানতের সন্ধান পেয়েছে। এব্যাপারে দায়ের করা হয়েছে ৫৫-টি মোকদ্দমা।

তেমনি, পানামা নথির তদন্তে উদঘাটিত তথ্যের সুবাদে ভারত ২৫০-টি ঘটনায় কর ফাঁকি, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ইত্যাদি ব্যাপারে বিশদ বিবরণ জানানোর আর্জি জানিয়েছে বিভিন্ন দেশকে।

২০১৫-তে বিদেশে জমানো গোপন আয় ঘোষণা প্রকল্পে ৪১৪৭ কোটি টাকা উদ্ধার হয়। এ থেকে ৬০ শতাংশ কর বাবদ সরকারের ভাঁড়ারে ঢোকে ২৪২৮ কোটি টাকা।

পানামা নথি ফাঁসের ঘটনায় ১ কোটি ১০ লক্ষের বেশি নথিপত্র থেকে নিদেনপক্ষে ৫০০ জন ভারতীয়েরও নাম পাওয়া গেছে। এরা বিধিনিয়ম ভেঙ্গেছেন। অমিতাভ বচ্চন, ঐশ্বর্য্য রাই, নীরা রাডিয়া এদের অন্যতম। এসব নথিপত্রে বিদেশের ২ লক্ষ ১৪ হাজার ব্যক্তি ও সংস্থার নাম জড়িত। এসব কাগজপত্রের আদত মালিক পানামা-ভিত্তিক আইন সংস্থা 'Mossack Fonseca'। সংস্থার অফিস আছে ৩৫-টির বেশি দেশে।

পানামা নথি ফাঁসের পটভূমিকায় SIT কালো টাকা (অঘোষিত বিদেশি আয় ও সম্পত্তি) এবং কর আরোপ আইন, ২০১৫ সংশোধনের সুপারিশ করেছে। এই আইন অনুযায়ী বিদেশে টাকা জমানো বা সম্পত্তি কেনার আগে করদাতা তার স্থানীয় আয়কর কমিশনারকে তা জানাতে বাধ্য। ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকের অনুমতি অবশ্য না থাকলেও চলে।

দ্বৈত কর লোপ চুক্তি সংশোধন

মরিশাস, সিঙ্গাপুর ও সাইপ্রাসের মতো খুব কম বা শূন্য করের দেশের সঙ্গে বর্তমান চুক্তিতে খামতির সুযোগকে হামেশাই কাজে লাগায় কর ফাঁকিবাজরা। কর ফাঁকি দেওয়া হিসাব-বহির্ভূত এই অর্থ ভারতে বিদেশি পুঁজি হিসেবে লগ্নি হয়। দ্বৈত কর লোপ চুক্তির লক্ষ্য করদাতাকে যেন কর দিতে হয় শুধুমাত্র একটি দেশে। অসাধু করদাতারা এই সুযোগের অপব্যবহার করে দু'দেশেই কর ফাঁকি দেয়। এসব দেশের সঙ্গে দ্বৈত কর লোপ চুক্তি সংশোধন এবং মূলধনী লাভের উপর কর বসানোর অধিকার পেতে সরকার কিছুদিন যাবৎ জোরদার তৎপরতা চালাচ্ছে। মূলধনী লাভে কর ধার্যের অধিকার এখন ভোগ করছে শুধুমাত্র ওইসব দেশই। ইতোমধ্যে, মরিশাস ও সাইপ্রাসের সঙ্গে চুক্তি সংশোধনের পালা চুকেছে। সিঙ্গাপুরের সঙ্গে চুক্তি সংশোধনও চূড়ান্ত পর্যায়ে।

ভারতে প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নিতে মরিশাস এক নম্বর। দ্বিতীয় সিঙ্গাপুর। এ দেশে মোট লগ্নির প্রায় অর্ধেক ওই দু'দেশের। গত দেড় দশকে মরিশাস থেকে লগ্নির পরিমাণ ৯৫০০.৯ কোটি ডলার। সিঙ্গাপুরের ৪৫০০.৮ কোটি ডলার। ৮০০.৫ কোটি ডলার লগ্নি করে সাইপ্রাস আছে অষ্টম স্থানে।

মরিশাসের সঙ্গে চুক্তি সংশোধিত হয়েছে গত এপ্রিলে। সেখান থেকে আসা লগ্নির উপর মূলধনী লাভে কর বসানোর অধিকার পেয়েছে ভারত। আগামী অর্থ বছর থেকে মরিশাস মারফত ভারতে লগ্নির মূলধনী লাভ কর ধার্য হবে চলতি হারের ৫০ শতাংশ। মরিশাসের লগ্নি দু'বছর এ সুবিধে ভোগ করবে। বর্তমানে মূলধনী লাভ করের হার ১৫ শতাংশ। পুরো হারে কর চাপবে ২০১৯ থেকে। সিঙ্গাপুরের সঙ্গে চুক্তি কার্যকর হবে ২০১৭-র এপ্রিল থেকে।

৮২-টি দেশের সঙ্গে ভারতের দ্বৈত কর রহিতের চুক্তি আছে। এর মধ্যে পড়ে কর ফাঁকিবাজদের পক্ষে নিরাপদ দেশ কয়টিও। এসব দেশের মধ্যে ৩০-টির সঙ্গে চুক্তির পরিধি বেড়েছে। এর ফলে ভারত এবং ওই ৩০-টি দেশ একে অন্যের হয়ে কর সংগ্রহ করবে।

কালো তালিকা থেকে রেয়াৎ পাওয়ার বিনিময়ে ভারতকে শেয়ারে প্রাপ্য লাভের উপর কর ধার্যের অধিকার দিতে রাজি হয়েছে সাইপ্রাসও। ইউরোপীয় ও মার্কিন কিছু কোম্পানি ভারতে কর প্রদান এড়াতে সাইপ্রাস ভিত্তিক সংস্থার মাধ্যমে এদেশে লগ্নি করতো। ভারত কালো তালিকা থেকে সাইপ্রাসকে অব্যাহতি দিতে সম্মত হয়েছে। ভারতীয় অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের ব্যাপারে তথ্য না দেওয়ার জন্য ভারত ২০১৩ সালে সাইপ্রাসকে করের ক্ষেত্রে এক অসহযোগী এলাকা বলে ঘোষণা করে। এই প্রথম ভারত কোনও কর এলাকাকে ওই আখ্যা দেয়। শেয়ারের লভ্যাংশ বাবদ সাইপ্রাসে টাকা পাঠানোর ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ কর কেটে রাখা হোত। সে দেশ থেকে লগ্নি প্রাপক ভারতীয় সংস্থাগুলিকে টাকার উৎস-সহ বাড়তি কিছু তথ্য জানাতে বলা হয়। এ ধরনের ভারতীয় সংস্থাগুলি ব্যয় এবং ভাতা বাবদ ছাড় পেত না।

বেনামি লেনদেন আইন

কর এড়ানোর জন্য ভুয়ো বা অন্যের নামে সম্পত্তি রাখলে শাস্তি ও জরিমানা বাড়ানোর জন্য গত আগস্টে বেনামি লেনদেন (নিবারণ) সংশোধন বিল সংসদে অনুমোদিত হয়েছে। বেনামি লেনদেন বন্ধ করা এবং তার ফলে অসাধু উপায়ে আইনের ফাঁককে কাজে লাগানো রোখাটাই এই বিলের লক্ষ্য। ভুয়ো নামে লেনদেনকে অন্তর্ভুক্ত করতে বেআইনি লেনদেনের সংজ্ঞা আরও বিস্তৃত হয়েছে।

হিসাব-বহির্ভূত টাকাকড়ি সাধারণত সম্পত্তি বা রিয়্যাল এস্টেটে খাটানো হয়।

রিয়্যাল এস্টেটে লেনদেনের এক বড়ো অংশ গোপন করা বা কম করে দেখানটাই যেন দস্তুর।

এই বিলে অর্থদণ্ড ও শাস্তির আরও কঠোর সংস্থান আছে। সংশোধিত আইনে ১ থেকে ৭ বছর অবধি সশ্রম কারাদণ্ড হবে। বেনামি সম্পত্তির বাজার দামের ২৫ শতাংশ পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। বর্তমান আইনে বেনামি সম্পত্তি রাখার দায়ে সর্বোচ্চ ৩ বছর জেল বা জরিমানা বা দুটোই হয়।

মিথ্যে তথ্য দেওয়ার অপরাধে ৬ মাস থেকে ৫ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাবাস হবে এবং বেনামি সম্পত্তির বাজার দামের ১০ শতাংশ পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

কালো টাকা দমনে অগ্রগতি

কালো টাকার মূলোৎপাটনে বিশ্বে বড়োসড়ো অর্থনীতির দেশ একজোট হচ্ছে। এব্যাপারে বিভিন্ন চুক্তি থেকে তা সুস্পষ্ট। ফলে কর ফাঁকি দেওয়া খুব শক্ত হয়ে দাঁড়াবে। দেশগুলির মধ্যে অবাধ তথ্য আদানপ্রদানের দরুন কর আধিকারিকদের পক্ষে ফাঁকিবাজদের পাকড়াও করার বেশি মওকা মিলবে। কালো টাকা খুঁজতে ভারত সরকার তৎপরতা বেশ জোরদার করেছে। প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে 'Project Insight'-এর মতো কর্মসূচি এক্ষেত্রে আরও গতি আনতে চলেছে। প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রচেষ্টা সঠিক। তবে ফোকাস অবশ্যই থাকবে অর্থনীতিতে নগদ লেনদেন নিরস্ত করে কার্ডের চলন বাড়াতে উৎসাহ দেওয়ায়। কালো টাকার দাপট রুখতে এটাই হবে চাবিকাঠি।❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক অর্থনীতি বিষয়ক সাংবাদিক। বর্তমানে 'বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড'-এর সঙ্গে যুক্ত। আগে কাজ করেছেন 'দ্য ইকনোমিক টাইমস্'-এ। ইমেল : dilashaseth@gmail.com)

সিভিল সার্ভিস অ্যাকাডেমি / হৃদয়পুর, উঃ ২৪ পরগণা হৃদয়পুর স্টেশনের অনতিদূরে 'মিলনচক্র' ক্লাবের সন্নিকটে

যোগাযোগ ঃ- **8335833497 / 9874950816**

WBCS '17 আসন্ন Prelim ও Main পরীক্ষার স্বল্প সময়ে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির জন্য অ্যাকাডেমি নভেম্বর 2016 থেকে একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ দানের [(WBCS (Exe.) দ্বারা] ব্যবস্থা করেছে। প্রতিশ্রুতিবান পরীক্ষার্থীরা বিশেষ করে একাধিকবার WBCS পরীক্ষা দিয়েও Prelim ও Main এ যোগ্যতা অর্জনে অসমর্থ ছাত্র-ছাত্রীরা সাফল্য নিশ্চিত করতে সত্বর যোগাযোগ করুন।

WBCS 2017

-ঃ প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য ঃ-

SSC 2017

১) ইংরাজি, অঙ্ক ও **GI** বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রশিক্ষণ।
২) বাংলা ও ইতিহাস - ঐচ্ছিক বিষয় দুটি 100 শতাংশ **Study materials** সহ মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয়।
৩) পরীক্ষার্থীদের মনোবল বৃদ্ধি করতে শতাধিক **Mock Test** গ্রহণ।
৪) Prelim এর সমস্ত বিষয়ে এবং Main এর আবশ্যিক ঐচ্ছিকসহ সমস্ত বিষয়ে **Study Materials** প্রদান করা।
৫) দূরাগত বা কর্মে নিযুক্ত পরীক্ষার্থীদের **Study Materials** প্রদানের ব্যবস্থা আছে।

বিঃ দ্রঃ ঃ- **2017** তে অনুষ্ঠিত বা আসন্ন **SSC** পরীক্ষার জন্য বাংলা ও ইতিহাস বিষয় দুটি অল্প সময়ে সাফল্য নিশ্চিত করতে বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। সত্তর যোগাযোগ করুন।

উভয় ক্ষেত্রেই আসন সীমিত

প্রধান উপদেষ্টা ঃ- এস. আর. চট্টরাজ প্রাক্তন **W. B. C. S. (Exc.)**
এম. এ. (ডবল), বি. এড. কাব্যতীর্থ।
- এম চট্টরাজ - ডাইরেক্টর।

অ | ন্যা | ন্য | নি | ব | ন্ধ

স্বাধীনতার আগে বাংলায় কারবারের ইতিহাস

এক খণ্ডচিত্র

কথায় বলে 'বাণিজ্যে বসত লক্ষ্মী'। কিন্তু ব্যবসাবাণিজ্যে নেমে লক্ষ্মীলাভের চেষ্টায় বাঙালির উৎসাহ আজকের দিনে আদৌ চোখে পড়ে না। অথচ স্বাধীনতার আগে আঠারো-উনিশ শতকে এবং স্বদেশিযুগে বাঙালি ব্যবসাবাণিজ্যের জগতে দেশের মধ্যে বেশ আলোড়ন ফেলে। মূলত কলকাতাকে ঘিরেই গড়ে ওঠে সেসব কারবার। ব্যবসায় বাঙালির সুদিনের সেই গল্পই বর্তমান নিবন্ধে শুনিয়েছেন—**অনিন্দ্য সেনগুপ্ত**

ওয়েল্‌সের বাসিন্দা টমাস পেরি ১৭৮৮ সালের জুলাই মাসে এক সামরিক জাহাজে নাবিকের কাজ জুটিয়ে মাদ্রাজ এসে পৌঁছান। পরের বছর, কিছু পারিবারিক যোগাযোগের সূত্রে করিৎকর্মা পেরি এদেশে ব্যবসা করার জন্য লাইসেন্সও জোগাড় করে ফেলেন। শুরু করেন নিজের ব্যবসা। গোড়াতে ফোর্ট সেন্ট জর্জ-এর মধ্যেই খোলেন তার দপ্তর। পরে অবশ্য সে জায়গা ছাড়তে হয় পেরিকে। এবার নতুন করে যেখানে ব্যবসা শুরু করেন, সেই জায়গাটিকে এখনও মানুষ 'পেরির কর্নার' নামেই চেনে। এর পর দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে টমাস পেরি ভারতে এক বিশাল বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। বিভিন্ন সময়ে অংশীদারের সঙ্গে যৌথভাবে ব্যাংকিং, বিমা, সরকারি বরাত, চামড়া (ট্যানারি), কফি বাগিচা, চিনি ইত্যাদি বহুবিধ ব্যবসার জগতে পা রেখেছেন। লক্ষ্মীর অকৃপণ আশীর্বাদও বর্তেছে তার উপর। কলকাতা, বম্বে ও মাদ্রাজে সে সময় এমন অনেক সংস্থা ছিল, যারা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে লন্ডন-ভিত্তিক বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের এদেশীয় এজেন্ট হিসেবে কাজ করত। এই সব মধ্যস্থতাকারী সংস্থাকে বলা হ'ত 'এজেন্সি হাউস'। ১৭৬৭ সাল নাগাদ জন ফোর্বস বম্বেতে প্রথম এ ধরনের সংস্থা, Forbes & Co. প্রতিষ্ঠা করেন। এর পরপরই, কলকাতার স্ট্র্যান্ড রোডে ব্যাঙের ছাতার মতো বহু এজেন্সি হাউস গজিয়ে ওঠে। ১৮০৩ সাল নাগাদ নয় নয় করে এমন ২৯-টি সংস্থা ছিল কলকাতায়। ব্যাংকার হিসেবে কাজ করলেও, এদের মূল ব্যবসা ছিল কিন্তু রপ্তানি বাণিজ্য। এর মধ্যে কিছু সংস্থা কালক্রমে নতুন নতুন অপ্রথাগত ক্ষেত্রে বিনিয়োগের দিকে ঝোঁকে; যেমন, রানিগঞ্জ এলাকায় কয়লা খনির ব্যবসা। উল্লেখ্য, ১৮২০ সালে Alexander & Co. প্রথম সে অঞ্চলে কয়লা খননের কাজ শুরু করে। পেরির নানা উদ্ভাবনী বাণিজ্যিক উদ্যোগের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। পাশাপাশি, কলকাতার প্রথম সারির আর এক এজেন্সি হাউস, Fergusson & Co. সুতো উৎপাদনে লগ্নি করে।

১৮১৩ সালের সনদ আইন (Charter Act) ভারত ও ইউরোপের মধ্যে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের দরজা খুলে দেয়। স্থানীয় যেসব এজেন্সি হাউস মারফৎ ইউরোপের বেসরকারি পুঁজি দেশের বাজারে ঢুকছিল, রাতারাতি তাদের কর্মকাণ্ডের পরিধি ব্যাপক বেড়ে যায়। ১৮১২ সাল নাগাদ কলকাতার বৃহত্তম এজেন্সি হাউস ছিল Fairlie Fergusson & Company। ৯-টি জাহাজের মালিক এই কোম্পানি বিমা তথা আফিম ও নীল রপ্তানির ক্ষেত্রেও ছিল প্রথম সারিতে। আদতে সেই সময় কলকাতার বেশিরভাগ এজেন্সি হাউস-ই নীল চাষ এবং তার রপ্তানি বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল। পরের দিকে Fairlie Fergusson-কে সরিয়ে শীর্ষে উঠে আসে Palmer & Co. নামক এজেন্সি হাউস। এরা পরিচিতই ছিল "Indigo King", অর্থাৎ নীলের ব্যবসার একচ্ছত্র রাজা নামে। ১৮২০-র দশকের শেষের দিকে, নীল সাম্রাজ্যের পতন সঙ্কট ডেকে আনে। ছিল অন্যান্য কিছু অর্থনৈতিক সমস্যাও। এর জেরেই সে সময় কলকাতার বেশ কিছু এজেন্সি হাউস ঝাঁপ ফেলে দিতে বাধ্য হয়। ১৮২৯ সালে বন্ধ হয়ে যায় Palmer & Co.।

এ দেশের ব্যবসাপত্তরের আটঘাট ভালোভাবে জানা ছিল না। তার উপরে রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি ও কাঁচামালের চাহিদা মেটাতে এজেন্সি হাউসগুলিকে তাদের ভারতীয় সহযোগীদের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল না হয়ে উপায় ছিল না। এখানকার বাণিজ্য মহলে এই ভারতীয়রা পরিচিত ছিল 'বানিয়ান' (Banians) নামে। কলকাতায় Palmer & Co.-র সঙ্গে যুক্ত বাঙালি বানিয়ান রঘুরাম গোঁসাইয়ের মতো অনেকেরই নিজস্ব বড়োমাপের আলাদা ব্যবসা ছিল। সে যুগে কলকাতার প্রথম সারির দুই ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন রামদুলাল দে এবং মতিলাল শীল। বাঙালিদের মধ্যে নিতান্তই ব্যতিক্রম, এই দুই জাহাজের কারবারি অনেকগুলি করে কোম্পানির সঙ্গে বানিয়ান (broker) হিসাবে কাজ করতেন। এক আনুমানিক হিসাব বলে ১৭৯৭ থেকে ১৮২১ সালের মধ্যে রামদুলাল দে-র কোম্পানি ১৫৫-টি জাহাজে প্রায় ৪.১ কোটি টাকা অর্থমূল্যের মালপত্র জোগান দেয়। কলকাতার মার্কিন বণিকমহলের সঙ্গে স্থানীয় অংশীদার হিসাবে কাজ করতেন রামদুলাল; প্রয়োজনে এমনকী ঋণও দিতেন তাদের। এই মার্কিন ব্যবসায়ীদের কাছে রামদুলাল ছিলেন বেশ কেউকেটা। এমনকি বস্টন যেতেও তারা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন রামদুলালকে। সে যুগে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের পক্ষে কালাপানি পার, অর্থাৎ সাগর পাড়ি নিষিদ্ধ ছিল। পাপ বলে মনে করা হ'ত। কাজেই সে অনুরোধ রাখতে পারেননি রামদুলাল। গুণমুগ্ধ এই মার্কিন বণিকরা জর্জ ওয়াশিংটনের একটি পোট্রেট তাকে উপহার দিয়েছিলেন। নামী শিল্পীকে দিয়ে রামদুলালের পোট্রেট আঁকানোরও ব্যবস্থা করেন। এমনকি একটি জাহাজের নামকরণও করেন তার

নামানুসারে। রামদুলাল ছিলেন বাংলার প্রথম 'মিলিওনিয়ার' ব্যবসায়ী। একইসাথে দানধ্যানেও প্রভূত নামডাক ছিল তার। ১৮১৭ সালে কলকাতায় গড়ে ওঠে দেশের প্রথম মহাবিদ্যালয়, হিন্দু কলেজ (পরে নাম বদলে প্রেসিডেন্সি কলেজ, অধুনা প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়)। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে অনেকেই আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। তাদের মধ্যে সবার চেয়ে উদার হস্ত ছিলেন রামদুলাল। সে যুগের আরেক শীর্ষস্থানীয় ধনী ব্যবসায়ী, মতিলাল শীলেরও দানী হিসেবে বেজায় নামডাক ছিল। যে কোনও জনকল্যাণমূলক কাজেই উপুড় হস্তে দানধ্যান করতেন। কলকাতা মেডিকেল কলেজ তার দান করা জমিতেই গড়ে তোলা হয়। এছাড়াও নিজের নামে 'Motilal Seal's Free College'-ও তৈরি করেন। উনিশ শতকের গোড়ার দিকের দশকগুলিতে কলকাতায় অন্যান্য প্রভাবশালী বণিকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শেখ গুলাম হুসেন, উদিত নারায়ণ পাল ও কমললোচন বসাক।

কলকাতার প্রথম যুগের এজেন্সি হাউসগুলি তাদের শুরুর দিকের সাফল্য ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল বটে, কিন্তু সীমিত বা বিনা পুঁজিতেই আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে যেভাবে তারা ব্যবসা করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তৎকালীন ভারতীয় বণিকদের মধ্যে তা ব্যাপক সাড়া জাগায়। ১৮৩০-এর দশকে নতুন নতুন অংশীদাররা গাঁটছড়া বাঁধতে থাকে। এই সব উদ্যোগের পুরোভাগে ছিলেন ভারতীয়রাই। ব্রিটিশ অংশীদাররা থাকলেও পুঁজির জোগান আসত মূলত ভারতীয় বণিকদের থেকেই। জাহাজের কারবারি মতিলাল শীলের Oswald, Seal & Co.-র মালিকানাধীন বেশ কিছু স্টিমার উপকূল বাণিজ্যে যুক্ত ছিল। তবে শীলের ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভ ছিল আফিম, শোরা ও নীল রপ্তানি। রুস্তমজি কোয়াসজির Rustomji, Turner & Co. জাহাজের কারবার, রপ্তানি ও ব্যাংকিং ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিল। বেশ কিছু জাহাজের মালিক এই কোম্পানিই খিদিরপুর ডক গড়ে তোলে।

এদেশে ভারতীয় ও ব্রিটিশ সমান অংশীদারিত্বের প্রথম আধুনিক শিল্পোদ্যোগ হল Carr, Tagore & Company। ১৮৩৪ সালে গাঁটছড়া বাঁধে এই ঐতিহাসিক কোম্পানি। অন্যতম মালিক, দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন কলকাতায় তার প্রজন্মের সব থেকে প্রভাবশালী ভারতীয়। জন্মেছিলেন এক ব্রাহ্মণ জমিদার পরিবারে। ইংরাজি এবং আইন বিষয়ে জ্ঞান ছিল অগাধ। সে যুগের কোম্পানি 'অফিসিয়াল'-দের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রথম সারির। মহাজনী কারবারের সঙ্গেও অংশত জড়িত ছিলেন। তবে, দ্বারকানাথ ব্যবসা-বাণিজ্যের দুনিয়ায় পা রাখার পরই পরিস্থিতি আমূল বদলে যায়। ১৮৩০ এবং ১৮৪০-এর দশকে কলকাতার সবচেয়ে সম্পদশালী ব্যক্তির নাম ছিল দ্বারকানাথ ঠাকুর। সেসময় হেন কোনও ব্যবসায়িক উদ্যোগ ছিল না যার সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে রবি ঠাকুরের প্রপিতামহ দ্বারকানাথের যোগসূত্র ছিল না। Carr, Tagore & Co.-এর মূল ব্যবসা ছিল অবশ্য নীল, চিনি, রেশম, শোরা ইত্যাদি রপ্তানি। এর মধ্যে প্রথম তিনটি পণ্যের জোগান আসত দ্বারকানাথের নিজস্ব জমিদারি মহাল থেকে। ১৮৩৬ থেকে ১৮৪৬ সালের মধ্যে দ্বারকানাথের কোম্পানি এজেন্সি ব্যবসার জগতে সুযোগের সদ্ব্যবহারের দৌলতে ফুঁলেফেপে ওঠে। বহু নতুন নতুন ব্যবসায়িক উদ্যোগ স্থাপন করে কোম্পানি। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রানিগঞ্জ কোলিয়ারি এবং আসামে প্রথম চা বাগিচা। তবে ব্রিটিশ বণিকরা চা এবং রেলওয়ে ব্যবসায় পা রাখার পরপরই দ্বারকানাথের কোম্পানি এই দুই ক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়ায়। এর পেছনে দু'টি কারণ থাকতে পারে। এক হয়তো তিনি প্রতিযোগিতার স্বরূপটা দ্রুত বুঝতে পেরেছিলেন। অথবা ব্রিটিশদের দিক থেকে উত্তরোত্তর চাপের মুখে সড়ে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবে জয়েন্ট স্টক কোম্পানি হিসাবে গড়ে তোলা দ্বারকানাথের অন্য ছয়টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবসাপত্তর চালিয়ে যেতে থাকে। যদিও ভারতে সে সময় পর্যন্ত এ ধরনের কোম্পানিগুলির কোনও আইনি বৈধতা ছিল না। এর মধ্যে কয়লা এবং বাস্পচালিত বড়ো বজরা ('Steam tug') ছাড়া বাকি ব্যবসা দ্রুত লাটে ওঠে। বহু দিক থেকেই দ্বারকানাথ ছিলেন এক স্বপ্নদ্রষ্টা। তবে তার প্রজন্ম আগের যুগের এজেন্সি হাউসগুলির ভুলত্রুটি থেকে শিক্ষা নিতে ব্যর্থ হয়। একই সাথে ব্যবসা পরিচালনায় তাদের নিজস্ব ব্যর্থতা যুক্ত হয়ে ভারতের প্রথম আধুনিক শিল্পোদ্যোগের উপর খুব দ্রুতই যবনিকা ফেলে দেয়। প্রবাদের কফিনে শেষ পেরেক ঠোকার কাজটি সম্পন্ন হয় ইউনিয়ন ব্যাংক-এ তালা পড়ে যাওয়ায়।

বাঙালি এবং ব্রিটিশ নির্বিশেষে সে যুগে কলকাতার যাবতীয় পয়সাওয়ালা মানুষের কাছে ব্যাংকিং পরিষেবার জন্য পছন্দসই সংস্থা হিসাবে সামনের সারিতে উঠে এসেছিল ইউনিয়ন ব্যাংক। ১৮২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাংকে দ্বারকানাথ এবং তার ইউরোপীয় বন্ধুরা বেশ মোটা টাকা ঢেলেছিলেন। কিন্তু ক্রমে দেখা যায়, আদত ব্যাংকিং কাজ কারবারের বিধি উপেক্ষা করে ইউনিয়ন ব্যাংক বড়ো বেশি জড়িয়ে পড়ে নীলের কারবারে। হিসাবপত্তরে (accounts) এদিক-ওদিক করে ব্যাংকের পরিচালকরা, যাদের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং দ্বারকানাথও, বেশ কিছু দিনের জন্য ব্যাংকের এই 'ভাঁড়ে মা ভবানী' পরিস্থিতি গোপন রাখতে সমর্থ হন। কিন্তু ১৮৪৭ সালে গ্রেট ব্রিটেন বেশ বড়োমাপের ব্যবসায়িক মন্দার কবলে পড়ে। সেই সূত্রেই কলকাতার বহু এজেন্সি হাউসে লাল বাতি জ্বলে। বলা বাহুল্য এরা অনেকেই ছিল ইউনিয়ন ব্যাংকের অধমর্ণ। ফলে, বিপুল পরিমাণ পুঁজি/আমানত হারিয়ে ইউনিয়ন ব্যাংক ১৮৪৮ সালের জানুয়ারি নাগাদ ঝাঁপ ফেলতে বাধ্য হয়। এই ট্রাজেডির প্রায় দু' বছর আগেই অবশ্য ইংল্যান্ড সফরে গিয়ে মারা যান দ্বারকানাথ। উল্লেখ্য, ইউনিয়ন ব্যাংক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বেশ খানিকটা আগেই দ্বারকানাথ ব্যাংকে ঢালা তার সমস্ত পুঁজি তুলে নেন, বিনিয়োগ করেন জমিজায়গাকে। পরবর্তীতে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির যে বোলবোলাও আমরা দেখেছি, তার মূলে ছিল এই ভূসম্পত্তি সূত্রে আয়। ইউনিয়ন ব্যাংকের গণেশ উলটানোর সূত্রে, বিপুল পরিমাণ সঞ্চয় বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়। যা আদতে বাঙালির শিল্পোদ্যোগেই ইতি টেনে দেয়। এরপরও কিছুকাল যাবৎ অবশ্য কলকাতার বাঙালি মালিকানার গুরুত্বপূর্ণ এজেন্সি হাউসগুলি কারবার চালিয়ে গেছে। কিন্তু ঝুঁকির ব্যাপারটা ওতোপ্রোতভাবে থেকেই গিয়েছিল।

দেশের সফলতম অন্য দুই ব্যবসাদার গোষ্ঠী পার্সি এবং মাড়োয়ারিদের সঙ্গে বাঙালি

ব্যবসাদারদের একটা মূলগত পার্থক্য ছিল। পার্সিরা তাদের কারবার বাড়াতে ব্রিটিশ প্রশাসনের ঘনিষ্ঠ বৃত্তে ঢুকে রপ্তানি বাণিজ্যের খানিকটা দখল করে। আর প্রায় অর্ধ শতক পরে ব্যবসার জগতে পা রেখেও দেশের সমস্ত অঞ্চলেই কারবারের জাল ছড়িয়ে ফেলেছিল মাড়োয়ারিরা। এর কোনও পথেই হাঁটেনি বাঙালি ব্যবসাদাররা। যাই হোক, ইউনিয়ন ব্যাংক কাণ্ডের পর যতটুকু যা সৌভাগ্য অবশিষ্ট ছিল তা জমি-জায়দাদের কারবারে বিনিয়োগের সূত্রে। দ্বারকানাথের পুত্র ও উত্তরাধিকারী দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন সম্পূর্ণ অন্য জগৎ ও মানসিকতার মানুষ। জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত দ্বারকানাথকে লোকে বলত 'প্রিন্স দ্বারকানাথ'। আর সরল অনাড়ম্বর মানুষ দেবেন্দ্রনাথ পরিচিত ছিলেন 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ' নামে। নামের এই প্রকরণের মধ্যে দিয়েই ঠাকুর বাড়ির এই দুই প্রজন্মের জীবনশৈলীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে আকাশ-পাতাল তফাৎটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কারবার নয়, মহর্ষির জীবন আবর্তিত হ'ত ব্রাহ্মসমাজকে ঘিরে। ধ্যানজ্ঞান ছিল সমাজের মঙ্গল, ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের হোতা। পরিবারের পরবর্তী প্রজন্ম সূত্রে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির নাম দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশেও লোকের মুখে ফিরতে থাকে। কলা ও কৃষ্টির দুনিয়ার উজ্জ্বল নক্ষত্রবিশেষ ছিলেন মহর্ষির সন্তান-সন্ততিরা। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সরলাদেবী চৌধুরানী...। এমনকী সিভিল সার্ভিসেও যোগ দেন এ বাড়ির ছেলে। মনে করা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন সিভিল সার্ভিসে যোগদানকারী প্রথম ভারতীয়। তবে ব্যবসা! নৈব নৈব চঃ। যাই হোক গোটা উত্তর কলকাতা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা প্রাসাদতুল্য সব বাড়িঘর সে যুগের বাঙালি কারবারিদের ঐশ্বর্য্য ও সৌভাগ্যের গাঁথা এখনও বয়ান করে চলেছে। সফলতম বাঙালি ব্যবসাদারদের মধ্যে রামদুলাল দে-এর কথা আগেই বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। রামদুলালের পরবর্তী প্রজন্ম, তাই দুই পুত্র ছাতুবাবু এবং লাটুবাবু বঙ্গজীবনে এক নতুন সংস্কৃতি আমদানি করে। বাঙালি তো কথায় কথায় ছড়া কাটে। সেই ছড়াতেই অমর হয়ে আছে এই দুই কীর্তিমানের কাহিনী। উত্তর কলকাতাতে 'বাবু কালচার'-এর চলন শুরু হয় তাদের হাত ধরেই। কালীপ্রসন্ন সিংগির তীব্র ব্যঙ্গপূর্ণ সরস রচনা 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'-য় সে ছবি ধরা আছে।

* * * * *

ভারতের প্রথম আধুনিক শিল্প তালুক (Industrial Complex) হল ফোর্ট গ্লস্টার। ১৮১৭ সালে, কলকাতা থেকে ১৫ মাইল উত্তরে গঙ্গার তীরে গড়ে ওঠে এই তালুক। একটি সুতো কল, ঢালাই লোহা কারখানা, তেল কল, চোলাইখানা (Distillery) এবং একটি কাগজ কল। রানিগঞ্জ কোলিয়ারির যাত্রা শুরু ১৮২০-তে। আর দেশের প্রথম চা কোম্পানি, আসাম কোম্পানি লন্ডনে নিগমবদ্ধ হয় ১৮৩৯ সালে। ১৮৪৮-'৪৯-এর ধাক্কার পর (ইউনিয়ন ব্যাংক কাণ্ড) বাঙালি আর কারবারের ঝুঁকি নিতে ভরসা পায়নি। অথচ পাট উৎপাদন তথা চটকলের মতো লাভজনক ব্যবসার জন্য কলকাতা তখন ছিল আদর্শ স্থান। অবস্থানগত কারণেই। বাঙালি ফিরে না তাকালেও খুব দ্রুত স্কটিশ ব্যবসায়ীদের নজর পড়ে এদিকে। দেশের প্রথম চটকল গড়ে ওঠে তাদের দৌলতেই। ১৮৫৫ সালে কলকাতার কাছে, স্কটিশ ব্যবসায়ী জর্জ অকল্যান্ড চটকল স্থাপন করেন। শতক বদলের মুখে কলকাতার চটকল কোম্পানির সংখ্যা ৩১ ছুঁয়ে ফেলে। সে সময় কলকাতা অন্তত ৫০-টি কোলিয়ারি ব্যবসা সংস্থার সদর দপ্তর হিসাবেও পরিচিত ছিল। এসব কোলিয়ারির কারবার চলত রানিগঞ্জ-ধানবাদ খনি এলাকায়। তবে এখানেই শেষ নয়। আসামের সিংহভাগ চা বাগিচার পরিচালনার সঙ্গেও জড়িত ছিল একই এজেন্সি হাউসগুলি।

ভারত, বিশেষত তার তিন প্রধান বন্দর শহর; কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ ঊনিশ শতকের শেষ দশক জুড়ে ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক বিপুল জোয়ার প্রত্যক্ষ করে। সব মিলিয়ে ১৩৬৬ ব্যবসায়িক সংস্থা। আধুনিক শিল্পোদ্যোগ ও পরিষেবা ক্ষেত্রে পুঁজির সম্মিলিত পরিমাণ ৩৭ কোটি ছাড়িয়ে যায়। এই অধ্যায়ের রাশ সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয় এজেন্সি হাউসের হাতে ছিল। তবে এ পথে দৈবাৎ পা রাখে তারা। মন্দার কারণে স্বাভাবিকভাবেই নতুন ব্যবসা উদ্যোগের দিকে ঝুঁকেছিল তারা। টাকা-পয়সার জোরটা থাকায় তথা নিজেদের দেশের বাজারের সঙ্গে যোগসূত্রের কারণে নতুন এই ব্যবসার দুনিয়ায় তাদের বোলবোলাও দ্রুত বাড়ে। কলকাতায় যেসব ইউরোপীয় এজেন্সি হাউস মূলত পাট, চা ও কয়লা ব্যবসায় জড়িত ছিল তার মধ্যে প্রথম সারির নামগুলি হল Schoene Kilburn, George Henderson, Jardine Skinner, Williamson Magor, Bird ইত্যাদি। এ শহর থেকে পাট, চা ও কয়লার যত কারবার চলত ১৯১৪ সাল নাগাদ মোট পুঁজির বিচারে তার অর্ধেকেরও বেশির রাশ ছিল ৬-টি এজেন্সির হাতে। Andrew Yule, Bird, Heilgers (পরে Bird-এর সঙ্গে মিলে যায়, নাম হয় Bird and Heilgers), Shaw Wallace, Begg Dunlop এবং Jardine Skinner।

কলকাতার বিখ্যাত আর এক এজেন্সি হাউস 'Mackinnan Mackenzie & Co.-তে ১৮৭৪ সালে সামান্য এক সহকারী হিসাবে যোগ দেন James Lyle Mackay। তবে কঠোর পরিশ্রম তথা ভাগ্যের সহায়তায় পরবর্তী ২৫ বছরের মধ্যে Mackay সংস্থার কাছ থেকে সিংহভাগ অংশীদারিত্ব দখলের সুবাদে নিজেই Mackinnon Mackenzie-র মালিক হয়ে বসেন। সংস্থার জাহাজের কারবারের অভিজ্ঞতার সূত্রে Mackay (পরে Lord Inchape উপাধিতে ভূষিত হন) গড়ে তোলেন 'British India Steam, Navigation' কোম্পানি। বহু দশক ধরে ভারতীয় জলপথে কারবারের উপর সম্পূর্ণ একচেটিয়া দখল বজায় রাখে BISN। উনিশ শতকের শেষের দিক থেকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও বুদ্ধিমত্ত ইংরেজ যুবা প্রজন্ম স্বদেশ ছেড়ে কলকাতায় পাড়ি জমাতে শুরু করে। উদ্দেশ্য এখানকার এজেন্সি হাউসগুলিতে ঠাঁই নিয়ে বড়োলোক হওয়া। এদের বলা হতো 'বাক্সওয়ালা'। এ দেশের ফেরিওয়ালারা যেমন নিজেদের গোটা ব্যবসা একটা বাক্সের মধ্যে গুটিয়ে পথে নামে, তার সঙ্গে তুলনা টেনেই এই অদ্ভুত নামকরণ। সে ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। সৌভাগ্যশালী কিছু ভারতীয় যুবার জন্য এই ব্যবসার বন্ধ দরজা খুলে যায়। একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা তথ্যের উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। ১৯৬২ সাল নাগাদ এক লম্বা করিৎকর্মা তরুণ এলাহাবাদ থেকে কলকাতায় আসেন।

৫০০ টাকা মাস মাইনেতে যোগ দেয় Bird Company-তে। থাকতেন রাসেল স্ট্রিটের এক ডেরায় আরও ছ'জনের সাথে ঘর ভাগাভাগি করে। কাজ করতেন স্ট্র্যান্ড রোডে কোম্পানির সদর দপ্তরে। ভাগ্যের সন্ধানে পাততাড়ি গুটিয়ে শেষমেষ বোম্বাই পাড়ি জমানোর আগে পর্যন্ত সাত বছর ধরে কলকাতাবাসী এই তরুণ আর কেউ নন, স্বয়ং অমিতাভ বচ্চন।

* * * * *

ব্রিটিশ বণিকমহল এবং প্রশাসকরা উভয়েই এসেছিলেন একই ঘরানা থেকে। এছাড়াও প্রায়শই প্রশাসনের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিতেও দরাজ হস্তে এগিয়ে আসত এই বণিকমহল। এই সখ্যতার ছাপ অবশ্যম্ভাবীভাবে পড়েছিল প্রশাসনের বাণিজ্য নীতির উপর। নীতি প্রণয়নের সময় ইউরোপীয় বণিকমহলের স্বার্থের কথাটা সবচেয়ে আগে মাথায় রাখা হ'ত। প্রেসিডেন্সি শহরগুলিতে বণিকসভা (Chamber of Commerce) এক বিধিবৎ পন্থায় ঔপনিবেশিক পুঁজির স্বার্থরক্ষায় এগিয়ে আসে। বাংলার বণিকসভা (Bengal Chamber of Commerce)-এর তিন শক্তিশালী সহযোগী সংস্থা ছিল—'Indian Jute Mill Association', 'Indian Tea Association' এবং 'Indian Mining Association'। মূলত এই চার প্রতিষ্ঠান মিলেই মূল্য নির্ধারণ এবং উৎপাদন সম্পর্কিত যাবতীয় নীতিগত বিষয়ে ছিল শেষ কথা। এরা সব সময়ই ঔপনিবেশিক সরকারের থেকে সিংহভাগ সুযোগ-সুবিধা আদায় করে ছাড়ত। Presidency এবং Exchange Bank-সমূহ, দুই বা ততোধিক জাহাজ কোম্পানির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিসমূহ (Liners' Conferences), ব্যবস্থাপক এজেন্সিগুলি এবং অবশ্যই বণিকসভা প্রত্যেক সংস্থাই জাতি-বিদ্বেষ মনোভাবাপন্ন ব্রিটিশ সরকারের দরাজ পৃষ্ঠপোষকতা পেত। এভাবেই ভারতীয় অর্থনীতিতে ক্রমে জাতিগত বিভাজন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, সেসময় দেশে তিনটি Presidency ব্যাংক চালু ছিল। Bank of Bengal, Bank of Madras এবং Bank of Bombay। ফিরে আসা যাক আগের প্রসঙ্গে। ব্রিটিশ পৃষ্ঠপোষকতা তো ছিলই না, উপরন্তু তাদের তরফে অসহযোগিতার দরুনই কালক্রমে ব্যবসা জগৎ থেকে পুরোপুরি হারিয়ে যায় বাঙালিরা। আর তাদের ছেড়ে যাওয়া জুতোতে রাতারাতি চমৎকারভাবে পা গলিয়ে ফেলে মাড়োয়ারি বণিকমহল। ১৮৫০-এর দশকে কলকাতায় কারবার চালিয়ে যেতে থাকা ইউরোপীয়ান কোম্পানিগুলিতে বাঙালি বানিয়ানদের (Brokers) খুঁজে পাওয়া দুষ্কর ছিল। কারণ, রেল যোগাযোগ এবং টেলিগ্রাম নেটওয়ার্কের সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তাদের জায়গা ততদিনে পুরোপুরি দখল করে ফেলেছে জাত বেনিয়া মাড়োয়ারিরা।

উল্লেখ করা যেতে পারে, দেশে প্রথম রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয় ১৮৫৩ সালে। বম্বে এবং থানের মধ্যে চলেছিল প্রথম ট্রেনটি। আর ১৮৮০-র দশকেই গোটা দেশে এক সুবিশাল, ১৪,৫০০ কিলোমিটারের রেল পথ তৈরি হয়ে যায়। এই রেল যোগাযোগের সুবাদে কলকাতা, বম্বে এবং মাদ্রাজ—ব্রিটিশ আমলে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের প্রধান তিন কেন্দ্রের সঙ্গে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনায়াস যোগসূত্র গড়ে ওঠে। এ দেশের অর্থনীতিতে বিপ্লব এনেছিল অন্য যে পরিষেবাটি, তা হল টেলিগ্রাফ বা তার। দেশে প্রথম তার-বার্তা প্রেরিত হয় কলকাতা এবং ডায়মন্ড হারবারের মধ্যে। সেটা ছিল ১৮৫০ সাল।

মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রথমেই চলে আসে বিড়লা গোষ্ঠীর নাম, যারা আজও অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে কারবার চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমান কর্ণধার কুমারমঙ্গলম বিড়লার বাণিজ্য সাম্রাজ্য পরিচালিত হয় মুম্বাই (তৎকালীন বম্বে) থেকে। বিড়লাদের আদত যাত্রারম্ভ কিন্তু কলকাতা থেকে। এজন্য আমাদের ফিরে যেতে হবে দেড়শো বছরেরও আগে। কুমারমঙ্গলম বিড়লার পিতৃপুরুষ শিব নারায়ণ শুষ্ক রাজস্থানের পৈত্রিক শহর পিলানি ছেড়ে পাড়ি জমান কলকাতার উদ্দেশে। তার সম্প্রদায় (অর্থাৎ, মাড়োয়ারি গোষ্ঠী) তারও প্রায় দু' দশক আগে সৌভাগ্যের খোঁজে যে পথে পাড়ি জমাতে শুরু করেছিল, শিব নারায়ণও সেই সুপ্রচলিত পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। মুঘলদের রমরমার সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তথা রাজস্থানের রাজপুরুষদের সঙ্গে উত্তরোত্তর সারা দেশেই তাদের দহরম-মহরমের সূত্রে মাড়োয়ারি মহাজনরা দেশের পূর্বাঞ্চলের দিকে পাড়ি জমাতে শুরু করেন। এদেরই অন্যতম জগৎ শেঠ-এর পরিবার। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি বাংলার নবাবদের ব্যাংকার হিসাবে কাজ করে সার্থকনামা জগৎ শেঠ দুনিয়ার ধনীতম ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। তবে, উনিশ শতকের মাঝামাঝি, শিব নারায়ণের প্রজন্মের মাড়োয়ারি ভাগ্যান্বেষীদের কাছে আগ্রা বা মুর্শিদাবাদ নয়, নতুন এল ডোরাডো ছিল কলকাতা।

ইতোমধ্যেই বড়োমাপের মাড়োয়ারি বণিক, ব্যবসায়ী, ব্যাংকাররা তাদের কারবারের জাল ছড়িয়ে ফেলেছিল গোটা ভারত জুড়ে। সে সময় এরকম সবচেয়ে বড়ো ব্যবসায়ী সংস্থা ছিল সম্ভবত তারাচাঁদ ঘনশ্যামদাস। সদর দপ্তর কলকাতাতে হলেও তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিধি অমৃতসর থেকে হায়দরাবাদ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। অন্যান্য বহু ব্যবসার সঙ্গে তাদের মূল কারবার ছিল পাট, তুলো এবং আফিমের বাণিজ্য। নিজের কারবার খুলে যথেষ্ট ধনী হয়ে ওঠার আগে শিব নারায়ণ তারাচাঁদ ঘনশ্যামদাসের হায়দরাবাদ শাখায় একজন করণিক হিসাবে কাজ করতেন। প্রায় সমসাময়িক সময়ে, পরবর্তীকালের ভারতীয় বিজনেস টাইকুন আর. পি. গোয়েঙ্কার প্রপিতামহ রামদত্ত গোয়েঙ্কা কলকাতায় সেবারাম রামরিখদাস-এর প্রধান করণিক হিসাবে কাজ করতেন। রামরিখদাস-এর তৎকালীন কানপুর শাখা থেকেই উত্তরাধিকারীরূপে বর্তমানে আত্মপ্রকাশ করেছে আরেক বড়োমাপের ব্যবসায়ী গোষ্ঠী সিংঘানিয়া পরিবার। দু' প্রজন্ম পরে, ইস্পাত টাইকুন লক্ষ্মানারায়ণ মিত্তালের পিতামহও তারাচাঁদ ঘনশ্যামদাসের জন্য কাজ করেছেন।

শিব নারায়ণের দত্তক পুত্র বলদেও দাসও ব্যবসাবাণিজ্যের জগতে যথেষ্ট সাফল্য পান।তবে তার ছেলে ঘনশ্যামদাস, জি. ডি. বিড়লা নামে যিনি বেশি পরিচিত, প্রথম ব্যবসাবাণিজ্যের জগৎ থেকে পরিচালন সমিতির সভাকক্ষে (Board room) ঢোকার ছাড়পত্র আদায় করেন। সেটা ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক সময়। চট/পাট শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার দূরদৃষ্টি ও এই সূত্রে সাফল্যই এই কারবারে মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের ঢুকে পড়তে অনুপ্রাণিত করে।

পূর্বাঞ্চলে এর আগে এই কারবারে ইউরোপীয়দের একচেটিয়া আধিপত্য বজায় ছিল। ১৯১৭ সালে জি. ডি. প্রথম ভারতীয় হিসাবে পাট/ চট বাণিজ্যে জড়িত তার সংস্থার জন্য লন্ডনে ব্রিটিশ দপ্তর খোলেন।

* * * * *

পশ্চিমী ধাঁচে গড়ে ওঠা, ইউরোপীয়দের রপ্তানি ভিত্তিক বাণিজ্যিক কাজকারবারের পাশাপাশি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের আরও এক বিস্তৃত দুনিয়া ছিল এদেশে। ভারতীয় বণিকদের বাজার অর্থনীতি আদপেই অসংগঠিত ছিল না। প্রায়শই তা যথেষ্ট লাভের মুখ দেখতো। এই বাজারের কুশীলবদের অন্যতম ছিলেন দেশীয় ব্যাংকার, মহাজন, বণিক, কৃষক এবং কারিগররা। এরা সকলে হুন্ডি (বিনিময়পত্র), মান্ডি (পাইকারী বাজার) এবং আরহাট (দস্তুরি দালাল)-এর মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। অন্তত মুঘলদের সময় থেকেই এই বাজার অর্থনীতির সূত্রে গোটা উত্তর-ভারত জুড়ে সরবরাহ এবং ঋণের এক ব্যাপক প্রসারিত পারিবারিক/জাতপাতভিত্তিক নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে। ব্রিটিশ রাজ প্রতিষ্ঠা এবং তার সাথে রেলপথ ও টেলিগ্রাফ নেটওয়ার্ক-এর সুবাদে এই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ডানা আরও প্রসারিত হয়। এই বাজার অর্থনীতির ঋণ আদান-প্রদানের নেটওয়ার্ক এতটাই নিটোল নিখুঁত ছিল যে, অনেক সময় দেখা যেত কলকাতা বা বম্বের আধুনিক ব্যাংকগুলির থেকেও কম সুদে টাকা ধার দিত এরা। ১৮৬৬-এর দশকের মাঝামাঝি নাগাদ হুন্ডির এক দেশজোড়া কারবার গড়ে ওঠে। এর দু'টি মূল ঘাঁটি ছিল বোম্বাই এবং কলকাতা। ছিল ১২-টি মুদ্রা বিনিময় কেন্দ্র এবং ১৭১৮-টি মান্ডি বা পাইকারী বাজার—টেলিগ্রাফ নেটওয়ার্কের সাহায্যে পরিপাটিভাবে কাজকারবার চলতো এসবের।

ইন্দোরের এক গণমান্য মাড়োয়ারি বণিক পরিবারের থেকে উঠে আসেন শেঠ স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদ। পারিবারিক ব্যাংকিং ব্যবসা থেকে ভাগ বুঝে নিয়ে নিজের কারবারে নামেন। আফিম এবং তুলোর ব্যবসার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দূরদৃষ্টি থাকায় এই মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী প্রচুর পরিমাণে টাকা কামান। তবে সেখানেই থেকে না থেকে নেমে পড়েন শিল্প পণ্যের উৎপাদন ক্ষেত্রে। ১৯১৭ সালে কলকাতার প্রথম ভারতীয় মালিকানাধীন চটকল খোলেন—হুকুমচাঁদ জুট মিল। ১৯৩৯ সালে হুকুমচাঁদ বিড়লাদের কাছে তার মালিকানাধীন চটকলগুলি বিক্রি করে চলে যান। সে সময় পাটের কারবারে জি. ডি. বিড়লার নিকটতম মাড়োয়ারি তথা ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন হুকুমচাঁদই। চটকল এবং কাগজকলের কারবারে নামার আগে বাজোরিয়া পরিবার ছিল এ দেশের আর এক বড়োমাপের পাট ব্যবসায়ী। ডালমিয়া গোষ্ঠী পরবর্তীকালে এ দেশে চিনি, কাগজ ও সিমেন্ট ব্যবসার ক্ষেত্রে সুপরিচিতি নাম হয়ে ওঠে। এই ডালমিয়া পরিবারও কিন্তু কলকাতাতেই প্রথম কারবার ফেঁদে ফুলেফেঁপে ওঠে। প্রথম প্রজন্মের মাড়োয়ারি টাইকুনদের মধ্যে এছাড়াও বিশেষ উল্লেখযোগ্য দু'টি নাম হল করমচাঁদ থাপার এবং শেঠ সুখলাল কারনানি। প্রথম জন কলকাতায় কয়লার কারবারে প্রথম সারির ছিলেন; পরে কয়লাখনি, কাগজকল এবং চিনিকলের মালিক হয়ে এক বড়ো ব্যবসা সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। দ্বিতীয় জন, অর্থাৎ শেঠ সুখলাল কারনানি, যার নামে কলকাতার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ সরকারি হাসপাতাল (SSKM বা PG)-এর নামকরণ করা হয়েছে, ইউরোপীয় সংস্থা H.V. Low & Company-র কাছ থেকে বেশ কিছু কয়লাখনি কিনে নেন। তবে চা বাগিচার কারবারের ক্ষেত্রে একটা ব্যতিক্রম দেখা যায়। এই ব্যবসায় জড়িত প্রায় সমস্ত সংস্থাই লন্ডনে রেজিস্ট্রিকৃত ছিল এবং প্রথম প্রজন্মের মাড়োয়ারি টাইকুনরা তা অধিগ্রহনের সুযোগ পাননি।

ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য এ দেশে যাত্রীবাহী গাড়ি তৈরির সূচনাও হয় মাড়োয়ারিদের হাতেই। এই বাংলায় হিন্দমোটরে 'অ্যাম্বাসেডর' গাড়ি তৈরির জন্য জি. ডি. বিড়লা গড়ে তোলেন 'হিন্দুস্থান মোটরস'। বস্ত্রশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মেশিনপত্র উৎপাদনের জন্য বিড়লা টেক্সম্যাকো তৈরি হয় ১৯৪৬ সালে।

স্বাধীনতার ঠিক আগে আগে, ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে ইউরোপীয় মালিকানাধীন বহু চটকল এবং কোলিয়ারি অধিগ্রহণ করেন মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীরা। বাজোরিয়া, বাঙ্গুর, গোয়েঙ্কা, কারনানি, জয়পুরিয়া এবং অন্যান্য বহু নতুন উদ্যোগী। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকের ভারত ছেড়ে যাওয়াটা তখন ছিল কেবল সময়ের অপেক্ষা। কাজেই এই ব্যবসায় ইউরোপীয় পুঁজির পরিমাণ স্বাভাবিকভাবেই কমতির দিকে থাকলেও তখনও পর্যন্ত সিংহভাগ তাদেরই দখলে ছিল। এমনকী ১৯৪৭-এও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় কলকাতায় টাকার অংকের মোট পুঁজির ৭২ শতাংশই ছিল ইউরোপীয়দের নিয়ন্ত্রণে। আর লন্ডনে রেজিস্ট্রিকৃত, বিদেশি মুদ্রা পুঁজি (Sterling Capital)-র পুরোটাই ছিল মাড়োয়ারি মালিকদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

* * * * *

স্বাধীনতার আগে বাঙালিদের আরেক ধরনের শিল্পোদ্যোগের কথা এখানে উল্লেখ করাটা জরুরি। যার সূচনা হয় অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার ধারণা তথা 'স্বদেশি' আন্দোলনের সূত্রে। ঊনিশ শতকের শেষ বছরটিতে এই উদ্যোগ পায়ের নিচে মাটি খুঁজে পেতে থাকে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ক্রমে বিদেশি পণ্য বর্জন তথা স্বদেশি আন্দোলনের রূপ ধারণ করে এক কার্যকর রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে ওঠে। কিন্তু তার আগেও দেশে স্বদেশি চেতনায় উজ্জীবিত বহু উদ্যোগ গড়ে ওঠে। বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান ভারতীয় বয়নশিল্প ক্ষেত্রকে তার উৎপাদন ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। সে সময় বাঙালি ছিল এমন এক জাত, যারা ১৮৪০-এর দশকের পর থেকে কোনও ব্যবসা উদ্যোগের পথ মাড়ায়নি। একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্যতিক্রম, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং খনি শিল্প জগতের টাইকুন স্যার রাজেন মুখার্জি ও তার Martin Burn Company। কিন্তু স্বদেশি যুগে বাঙালি 'ভদ্রসন্তান'-রা দীর্ঘ এক শতকেরও বেশি সময়ের আড়ষ্টতা কাটিয়ে নতুন উৎসাহে বিভিন্ন আধুনিক শিল্পোদ্যোগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে দেন। বয়নশিল্প ক্ষেত্রে বিশেষ সুনাম অর্জনকারী বড়ো উদ্যোগ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে বঙ্গ লক্ষ্মী মিল এবং মোহিনী মিল। রাসায়নিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে সামনের সারির দু'টি নাম 'বেঙ্গল কেমিক্যালস' এবং 'ক্যালকাটা কেমিক্যালস'। প্রথম সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেন 'ভারতে আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানের জনক' নামে স্বীকৃত বাঙালি বিজ্ঞানী ড. প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য

সুগন্ধী ও প্রসাধন সামগ্রী উৎপাদক পি. এম. বাগচি এবং এইচ. বোসের নাম; বেঙ্গল ল্যাম্প, ক্যালকাটা পটারি, ওরিয়েন্টাল এবং বন্দেমাতরম্ দেশলাই কারখানা এবং বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র গোষ্ঠী। যেমন— আনন্দবাজার ও যুগান্তর গোষ্ঠী। এদের সবারই সূচনা স্বদেশি চেতনার সূত্রে। এর মধ্যে সংবাদপত্র গোষ্ঠীগুলি এবং বেঙ্গল কেমিক্যালস্ ছাড়া কেউই তেমনভাবে ব্যবসায়িক সাফল্যের মুখ দেখেনি। তবে তাদের অগ্রণী ভূমিকাকে কোনও মতেই অস্বীকার করা সম্ভব নয়।❑

তথ্য সূত্র :

- Dwijendra Tripathi, *The Oxford History of Indian Business*, OUP, New Delhi, 2004.
- Harish Damodaran, *India's New Capitalists*, Permanent Black, 2008.
- *Entrepreneurship and Industry in India* 1800-1947 edited by Rajat K Ray, OUP, New Delhi, 1992.
- N K Sinha's article in *Entrepreneurship and Industry in India.*
- *The Marwaris : From Traders to Industrialists* by Thomas Timberg, Vikas, Delhi, 1978.
- *Routledge Handbook of the South Asian Diaspora*, edited by Joya Chatterjee and David Washbrook, Routledge, 2913 and *The Global World of Indian Merchants 1750-1947* by Claude Merkovitz, Cambridge University Press, 200.

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক ডিডি (নিউজ), নয়াদিল্লির অধিকর্তা।)

জানেন কি ?

"সক্ষম" প্রকল্প

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনীতি বিষয়ক কমিটি কেন্দ্রীয় আবগারি ও বহিঃশুল্ক পর্ষদ (Central Board of Excise and Customs—CBEC)-এর নতুন সমন্বিত পরোক্ষ কর নেটওয়ার্ক Project SAKSHAM বা "সক্ষম" প্রকল্পের জন্য অনুমোদন দেয়। আশা করা হচ্ছে এই প্রকল্প পণ্য ও পরিষেবা কর (Goods and Services Tax—GST) বাস্তবায়ন, ভারতে বাণিজ্য করা সহজ বানানোর জন্য এক-জানলা আবগারি ব্যবস্থা Indian Customs Single Window Interface for Facilitating Trade (SWIFT)-এর প্রসার, CBEC-র 'ব্যবসা করার স্বাচ্ছন্দ্য' (Ease of Doing Business) ও Digital India-র আওতায় করদাতা-বান্ধব উদ্যোগ সফল করতে সাহায্য করবে।

২০১৭ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে পণ্য ও পরিষেবা কর লাগু করা হবে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য, তার আগেই CBEC-র তথ্য-প্রযুক্তি (IT) পরিকাঠামো ব্যবস্থার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা। বর্তমানে পরোক্ষ কর আইন ব্যবস্থায় প্রায় ৩৬ লক্ষ করদাতা/আমদানিকারক/রপ্তানিকারক/ব্যবসায়ী CBEC-র আওতাধীন। পণ্য ও পরিষেবা কর লাগু হলে এই সংখ্যা বেড়ে ৬৫ লক্ষেরও বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। এই পরিস্থিতিতে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী বানানো ও কর-পরিষেবা ব্যবস্থাকে ত্রুটিমুক্ত রাখা এক মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ, এর ফলে ২০০৮ সালে স্থাপিত CBEC-র তথ্য-প্রযুক্তি পরিকাঠামোর উপর স্পষ্টত আরও বেশি চাপ সৃষ্টি হবে। সে জন্য আগামী পণ্য ও পরিষেবা কর জমানার বাড়তি চাপ সামাল দিতে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবস্থাটিকে অবিলম্বে আরও আধুনিক ও উন্নত করতে হবে।

নিবন্ধীকরণ (registration), পরিশোধ (payment) ও ফেরৎ (returns) সংক্রান্ত তথ্যের প্রক্রিয়াকরণের জন্য CBEC-র তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবস্থার সঙ্গে পণ্য ও পরিষেবা করের তথ্য-প্রযুক্তি পরিকাঠামো Goods & Services Tax Network (GSTN)-এর সমন্বয় ঘটানো প্রয়োজন। এখানে নিরীক্ষা, আপিল ও অনুসন্ধানের জন্যও সংস্থান করতে হবে। এই তথ্য-প্রযুক্তি পরিকাঠামোর মাধ্যমে CBEC-র বহিঃশুল্ক, কেন্দ্রীয় আবগারি ও পরিষেবা কর সংক্রান্ত e-Services চালু রাখা অত্যন্ত জরুরি; এর পাশাপাশি করদাতার জন্য আরও কয়েকটি পরিষেবা যেমন, স্ক্যান করা নথি আপলোড করার ব্যবস্থা, SWIFT-এর প্রসার এবং E-Nivesh, E-Taal ও E-Sign-এর মতো সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে সমন্বয় করাও প্রয়োজন।

SWIFT ব্যবস্থা রূপায়িত করার পর এই প্রক্রিয়াকে আরও সরল ও দ্রুত বানাতে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধছে CBEC। বর্তমানে Customs EDI ব্যবস্থা দেশের ১৪০-টি জায়গায় চালু আছে। তৎপরতা ও পরিষেবার মান্নোনয়নের স্বার্থে এর প্রসার ঘটানো প্রয়োজন। কর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ কমাতে ও সময় বাঁচাতে, করদাতাদের Digitally Signed Scanned Document (ডিজিটাল স্বাক্ষর-যুক্ত স্ক্যান করা নথি) ইন্টারনেট সংযোগে জমা বা Upload করার সুবিধা দিতে হবে।

আগামী সাত বছরে এই প্রকল্পের জন্য মোট ২,২৫৬ কোটি টাকা ব্যয় হবে।❑

সংকলক : ভাটিকা চন্দ্রা

যোজনা ? ক্যুইজ

এবারের বিষয় : ফুটবল

১. ২০১৬-এ রিও অলিম্পিক্স ফুটবলে সোনা জেতে কোন দেশ?

২. ২০১৫-২০১৬-এ ইউরোপের কোন ক্লাব চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ট্রফি জেতে?

৩. ২০১৬-এ ইউরো কাপ জেতে কোন দেশ?

৪. ২০১৫-১৬-এ ইউরোপের সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হন কে?

৫. ২০১৬-এ উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতে ইউরোপের সেরা ক্লাবের তকমা পাওয়া রিয়াল মাদ্রিদের কোচ ছিলেন কে?

৬. ২০১৫-১৬ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা ছিলেন কে?

৭. ২০১৫-১৬-এ ইউরোর সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হন কে?

৮. ২০১৫-১৬-এ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন হয় কোন ক্লাব?

৯. ২০১৬-এ উয়েফার ইউরোপের সেরা ফুটবলার খেতাবের চূড়ান্ত তালিকায় স্থান পান কোন তিনজন ফুটবলার?

১০. ২০১৬-এ বিশ্বসেরা ফুটবলারের তকমা FIFA ব্যালন ডি' অর জেতেন কে?

১১. ২০১৫-১৬ মরসুমে লা লিগা চ্যাম্পিয়ন হয় কোন ক্লাব?

১২. ২০১৫-১৬ মরসুমে লা লিগা টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতা ছিল কে?

১৩. চলতি বছরের 'ইন্ডিয়ান সুপার লিগ' (ISL)-এর উদ্বোধনী ম্যাচ কোথায় হয়?

১৪. ২০১৬ সালে সন্তোষ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হয় কোন দল?

১৫. ভারতীয় জাতীয় ফুটবল টিম-এর প্রথম ক্যাপ্টেন ছিলেন কে?

উত্তর :

১. ব্রাজিল (অধিনায়ক নেইমার দ্য সিলভা জুনিয়র; রুপো জয়ী দেশ জার্মানি)। ২. রিয়াল মাদ্রিদ (রানার্স অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ)। ৩. পর্তুগাল (রানার্স ফ্রান্স)। ৪. ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ৫. জিনেদিন জিদান। ৬. ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো (১৬ গোল)। ৭. আঁতোয়া গ্রিজম্যান (ইউরোয় সর্বোচ্চ গোলদাতা-৬)। ৮. লেস্টার সিটি। ৯. ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, আঁতোয়া গ্রিজম্যান এবং গ্যারেল বেল। ১০. লিওনেল মেসি। ১১. বার্সোলোনা। ১২. লুইস স্যুয়ারেজ (৪০ গোল)। ১৩. গুয়াহাটি, অসম। ১৪. সার্ভিসেস। ১৫. তালিমেরান আও (নাগাল্যান্ডের ফুটবলার)। ❑

ভ্রম সংশোধন

অক্টোবর, ২০১৬-র যোজনা (বাংলা)-তে প্রকাশিত "গান্ধীজির পরিবেশ চিন্তা : একটি প্রাথমিক সমীক্ষা" (পৃ. ৪৬-৫১) শীর্ষক নিবন্ধের লেখক ড. অরুণ বন্দোপাধ্যায়। ভুলবশত ছাপা হয়েছে ড. অরুণ ভট্টাচার্য। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

WBCS-ই যদি লক্ষ্য হয়

সামনের প্রিলি পরীক্ষার জন্য

* ৫ বছরের প্রশ্ন দেখে একই ধরনের প্রশ্নগুলো না দেখে বলার চেষ্ঠা করো। এটা রিভিসনের কাজ করবে।

* পুরনো প্রশ্নপত্র ঠান্ডা মাথায় বিশ্লেষন করো বুঝতে পারবে

(১) এবারে প্রশ্ন কি আসতে পারে, (২) কোন পার্ট-এর প্রশ্ন পাল্টাচ্ছে, (৩) যদি প্রশ্নের ধরন পাল্টায় তবে তার যৌক্তিকতা কি?

এই কাজ সহজে হবে যদি 'সেগমেন্ট টেকনিক' জানো।

মেইন-এর জন্য

একটা বইতে সব ইনফরমেশন পাবে এই ধারনা নিয়ে বসে থেকো না বরং কোন্ প্রশ্ন কেন আসছে তার লজিকটা বোঝো। তাহলে ধরে ফেলবে কোন্ পার্ট বেশি পড়তে হবে - কোনটায় কনসেপ্ট লাগবে।

এখনও যা সময় আছে

তাতে শুধু প্রিলির জন্য আমরা শুরু করেছি

* রেকটিফিকেশন ক্লাস - কেন মক খারাপ হচ্ছে, কোন্ জায়গাটা দুর্বল, কিভাবে সেগুলো ঠিক করা যায় -

* কুইক লার্নিং স্লট - এখন যারা শুরু করতে চাইছো তারা যাতে দ্রুত শিখে প্রিলিটা ভালোভাবে দিতে পারো, তুমি যতটুকু জানো তার উপর নির্ভর করে কি করে লজিক্যাল অ্যাপটিটিউড দিয়ে অনেক বেশি প্রশ্ন দাগাতে পারো - তার ট্রেনিং।

* বাড়িতে বসে পড়ার জন্য সহযোগী ম্যাটেরিয়াল BCS-ডায়রী সংগ্রহ করতে পারো।

* পোস্টাল নোটস - রেগুলার ক্লাস - প্রিলি - মেইন - অপশনালের জন্য যোগাযোগ:- **৫ টিচার্স গ্রুপ**
কাটোয়া, শিয়ালদহ, বর্ধমান, যোগাযোগ নং : ৯৫৯৩৪১১৪৩২

>> জঙ্গীপুর - আজিমগঞ্জ - অম্বিকাকালনা - বাঁকুড়া - মেমারী - চন্দননগর - চাকদাহ - কৃষ্ণনগরে আমাদের ইনফরমেশন সেন্টার খোলার জন্য যোগাযোগ করুন।

যোজনা ||| নোটবুক

নোবেল পুরস্কার, ২০১৬

জল্পনা দীর্ঘদিনের। তাসত্ত্বেও নামটা ঘোষণা হওয়ার পরে অনেকেই বিশ্বাস করতে পারেননি। মুহূর্তের বিস্ময়। তারপরই বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়েছে 'হাউ মেনি রোডস মাস্ট আ ম্যান ওয়াক ডাউন/বিফোর ইউ কল হিম আ ম্যান ...'-এর স্রষ্টার ভক্তকূল। ২০১৬-এ সাহিত্যে নোবেল পেলেন রবার্ট অ্যালেন জিমারম্যান। চিনতে অসুবিধা হচ্ছে? তিনি আমাদের অতি পরিচিত **বব ডিলান**।

নোবেলের ইতিহাসে এমন জনপ্রিয় নাম শেষ কবে উঠে এসেছিল? বব ডিলান তো নিছক এক মার্কিন গায়ক নন। ডিলান মানে একটি যুগ, একটি আন্দোলন। যাঁর সঙ্গে গলা মেলায় গোটা দুনিয়া। ডিলানকে সাহিত্যে নোবেল দেওয়ার মধ্যে দিয়ে ছক ভাঙল সুইডিশ অ্যাকাডেমিও। সচিব সারা দানিয়ুসের কথায়, "এতে অনেকে অবাক হতে পারেন। কিন্তু আশা করি সমালোচনা করবেন না।" তথাকথিত সাহিত্যিক নন। তথাপি ৭৫ বছরের চির তরুণ কিংবদন্তি ডিলানকে পুরস্কারের ঘোষণা পত্রে নোবেল কমিটি লিখেছে, "মার্কিন সংগীত জগতের ঐতিহ্যে নয়া কাব্যিক মূর্চ্ছনা এনে দিয়েছেন তিনি।" ডিলানের সৃষ্টিকে নোবেল কমিটি তুলনা করেছে কিংবদন্তি গ্রিক কবি হোমার এবং সাফোর রচনার সঙ্গে। প্রসঙ্গত, এর আগে গ্র্যামি থেকে অস্কার, সবই এসেছে ডিলানের ঝুলিতে। বস্তুত, বার্নার্ড শ-এর পর ডিলানই সেই বিরল প্রতিভা, যিনি একই সঙ্গে অস্কার এবং নোবেল দুই-ই পেলেন।

১৯৪১ সালের ২৪ মে মিনেসোটার ডুলুথে এক ইহুদি পরিবারে জন্ম। প্রিয় কবি ডিলান টমাসের নামের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পিতৃদত্ত নাম বদলে হন বব ডিলান। শৈশব কেটেছে ডুলুথের খনি অঞ্চলে। কিশোর বয়সেই ব্যান্ডে হাত পাকানো শুরু। সংগীত জীবন শুরু ষাটের দশকের গোড়ায়, মিনেসোটার কফি হাউসগুলিতে। তখন থেকেই একের পর এক দুনিয়া কাঁপানো গান বেরিয়েছে তার কণ্ঠ থেকে। 'ব্লোয়িং ইন দ্য উইন্ড', 'দ্য টাইমস দে আর চেঞ্জিং', 'ট্যাম্বুরিন ম্যান'—নাগরিক কবিয়ালের একের পর এক গানে উঠে এসেছে মানুষের অধিকারের কথা, লড়াইয়ের কথা।

১৯৬১ সালে নিউ ইয়র্ক যাত্রা। চোখে পড়লেন বিখ্যাত কলম্বিয়া রেকর্ডস-এর জন হ্যামন্ডের। সাদা মানুষের গলায় শ্রোতারা পেলেন কালো মানুষের গান। প্রথম অ্যালবাম 'বব ডিলান' (১৯৬২)। তারপর একে একে 'ব্রিঙ্গিং ইট অন ব্যাক হোম' ও 'হাইওয়ে ৬১ রিভিজিটেড' (১৯৬৫), 'ব্লন্ড অন ব্লন্ড' (১৯৬৬), 'ব্লাড অন দ্য ট্র্যাকস' (১৯৭৫), 'ও মার্সি' (১৯৮৯), 'টাইম আউট অব মাইন্ড' (১৯৯৭) এবং 'মর্ডান টাইমস' (২০০৬)। ডিলান শুধু একজন গায়ক বা গীতিকার নন, তিনি একটি প্রজন্মের কণ্ঠস্বর। সেই স্বর মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, যুদ্ধে ধ্বস্ত ভিয়েতনামের পক্ষে সরব। উডস্টক থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ—প্রতিবাদের সুর থামেনি। আবার সেই ডিলানই যখন পরে বেশি করে মন দিলেন রক অ্যান্ড রোল-এ, বদলে গেল অনেক কিছু। প্রবল ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তার একদা বন্ধু ও লোকসংগীতের প্রবাদপ্রতিম শিল্পী পিট সিগারও। তবে ডিলান মানে ডিলান—পপ, ব্লুজ, গসপেল—পদচারণা সর্বত্র।

উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পান মার্কিন ঔপন্যাসিক টনি মরিসন। তার ২৩ বছর পর সাহিত্যে নোবেল ফিরে আমেরিকায়, ডিলানের হাত ধরে।

* * * * *

চুক্তিতত্ত্ব নিয়ে গবেষণার জন্য চলতি বছরের (২০১৬) অর্থনীতির নোবেল পেলেন **অলিভার হার্ট** এবং **বেঙ্গট হলমস্ট্রম**। উচ্চপদস্থ কর্তাদের সঙ্গে কোনও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের চুক্তির শর্ত কী হওয়া উচিত, মূলত তা নিয়ে গবেষণার জন্যই যৌথ ভাবে নোবেল দেওয়া হয়েছে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির এই দুই অর্থনীতিবিদকে।

কাজের মানের ভিত্তিতে বেতন, সংস্থার দেওয়া বিমা-সহ একটি চুক্তির বিভিন্ন দিক উঠে এসেছে অলিভার এবং হলমস্ট্রমের গবেষণায়। দীর্ঘদিন ধরেই যা শুধুমাত্র ব্যবসায়িক সংস্থার ক্ষেত্রেই নয়, ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন নীতি তৈরির মূল হিসেবেও। তাঁদের বিভিন্ন তত্ত্ব ইতোমধ্যেই আধুনিক দেউলিয়া আইন এবং রাজনৈতিক সংবিধান তৈরির মূল সূত্র হিসেবে জনপ্রিয়।

যোজনা ||| নোটবুক

৮০ লক্ষ সুইডিশ ক্রোনার (প্রায় ৯.২৮ লক্ষ ডলার) অর্থমূল্যের এই পুরস্কার ঘোষণার পরে রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কোন কোন সংস্থার সংযুক্তি হওয়া উচিত এবং সে জন্য মূলধন জোগাড়ের ধরন কেমন হওয়া প্রয়োজন, তা নিয়েই গবেষণা চালিয়েছেন জন্মসূত্রে ব্রিটিশ হার্ট। তাঁর গবেষণার উঠে এসেছে কোনও বিদ্যালয় সরকারি, নাকি বেসরকারি হাতে থাকা উচিত সেই প্রসঙ্গও। অন্য দিকে, ফিনল্যান্ডের হলমস্ট্রম কাজ করেছেন সংস্থার এগজিকিউটিভ পদে থাকা কর্তাদের চুক্তি এবং তার সমস্যা নিয়ে।

* * * * *

মলিকিউল বা অণু দিয়ে এমন যন্ত্র তৈরি করলেন তিন বিজ্ঞানী, যা পৌঁছে যেতে পারে শরীরের ভেতরে যে কোনও কোষেও। এই আণবিক যন্ত্র বা মলিকিউলার মেশিন তৈরি করেই ২০১৬ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেলেন তিন বিজ্ঞানী—**জঁ পিয়ের শোভাজ, জে ফ্রেজার স্টোডার্ট** এবং **বারনার্ড এল ফেরিঙ্গা**। আর এই ঘোষণার মধ্যে দিয়ে ইউরোপের তিনটি দেশকে মিলিয়ে দেয় নোবেল কমিটি—ফ্রান্স, ব্রিটেন (স্কটল্যান্ড) ও নেদারল্যান্ডস। ফ্রান্সের স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭১ সালে পি এই ডি শেষ করেন শোভাজ। এখন তিনি সেখানকারই প্রফেসর এমেরিটাস। স্টোডার্টের পিএইচডি স্কটল্যান্ডের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, ১৯৬৬ সালে। এখন শিকাগোর নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। আর ১৯৭৮ সালে নেদারল্যান্ডসের গ্রোনিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি করেন ফেরিঙ্গা। এখন সেখানেই অধ্যাপনা করছেন।

এই নোবেলজয়ী গবেষণার তিনটি ধাপ। ১৯৮৩ সালে প্রথম পদক্ষেপটি করেন শোভাজ। আংটির মতো দেখতে দু'টি অণুকে জুড়ে তৈরি করেছিলেন এক শিকল। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যার নাম ক্যাটিনেন। পরের পদক্ষেপ স্টোডার্টের। ১৯৯১ সালে তিনি দেখান, সাইকেলের চাকায় যেমন অ্যাক্সেল থাকে, ঠিক তেমন অণু দিয়ে তৈরি অ্যাক্সেলের উপর অণু দিয়ে তৈরি একটি চাকা অনায়াসে ঘুরতে পারে। আর তারপর ১৯৯৯ সালে ফেরিঙ্গা বানিয়ে ফেলেন এই আণবিক যন্ত্র। আণবিক মানে ঠিক কতটুকু? অধ্যাপক ফেরিঙ্গা জানিয়েছেন, হাজার খানেক যন্ত্র পাশাপাশি রাখলে সেটা একটা চুলের মতো 'মোটা' হবে। ন্যানোটেকনোলজির দরজা খুলে দিয়েছিলেন পদার্থবিজ্ঞানী রিচার্ড পি ফাইনম্যান। এবার সেই রাস্তায় আরও এগিয়ে গেলেন এই তিন গবেষক।

* * * * *

মানবদেহের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার গোপন রহস্য-এর সন্ধান দিয়ে চলতি বছর চিকিৎসাবিদ্যায় নোবেল গেলেন জাপানের জীববিজ্ঞানী **ইউশিনোরি ওহসুমি।**

রোগজীবাণু হানা দিলে বা শরীর গড়বড় করলে মানুষের শরীরের প্রতিটি কোষের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সক্রিয় হয়ে ওঠে। নিরন্তর যুদ্ধ করে, যতক্ষণ না শত্রু নিধন হচ্ছে। এমনকী প্রয়োজনে নিজেরই শরীরের আক্রান্ত অংশটিকে সমূলে ধ্বংস করে দিতেও পিছপা হয় না সে। যুদ্ধের এই অন্তিম পদ্ধতিটির নাম 'অটোফ্যাগি'। গ্রিক এই শব্দটির অর্থ 'নিজেকে গিলে ফেলা'। অটোফ্যাগি ও তার পিছনে থাকা ১৫-টি জিনের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করে দেখান 'টোকিও ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি'র এমেরিটাস অধ্যাপক ইউশিনোরি ওহসুমি। যা তাঁকে এনে দিল চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল।

কোষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ে ওহসুমি কাজ শুরু করেন ১৯৮৮ সালে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বেছে নেন ইস্ট। ইস্টের কোষে অটোফ্যাগোসোম লক্ষ্য করে তিনি এর সঙ্গে যুক্ত ১৫-টি জিনকেও চিহ্নিত করেন। ব্যাখ্যা করেন তাদের চরিত্র। ১৯৯২ সালে বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণাপত্রে তার আবিষ্কারের কথা জানান।

জাপানের ফুকুওকা শহরে ১৯৪৫ সালে জন্ম। পড়াশোনা সে দেশেই। মাঝে পিএইচডি-র জন্য পাড়ি দেন নিউ ইয়র্ক। ১৯৭৭ সালে দেশে ফেরেন—অধ্যাপনা, গবেষণা, আবিষ্কার সবই নিজের দেশে। নোবেল পেতে অবশ্য অপেক্ষা করতে হল দীর্ঘ ২৪ বছর।

প্রসঙ্গত, মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ে গবেষণায় অবশ্য এর আগেও নোবেল এসেছে। কোষের 'রিসাইক্লিং কম্পার্টমেন্ট' বা লাইকোজোম নামক কোষ-অঙ্গাণু আবিষ্কারের জন্য ১৯৭৪ সালে নোবেল পান বেলজিয়ামের বিজ্ঞানী

যোজনা ||| নোটবুক

ক্রিশ্চিয়ান ডু ড্যুভ। এর পর সত্তর ও আশির দশকে 'প্রোটিয়েজোম' (কীভাবে প্রয়োজনে রোগের হাত থেকে বাঁচতে ক্ষতিগ্রস্ত প্রোটিনকে বিনষ্ট করে দিতে পারে এক-একটি কোষ) নিয়ে গবেষণা চালিয়ে ২০০৪ সালে চিকিৎসা বিদ্যায় নোবেল স্বীকৃতি পান তিন বিজ্ঞানী অ্যারন সিচেনোভার, আব্রাম হেরশকো ও আরউইন রোজ।

* * * * *

স্বীকৃতি এল তিন দশকের পর। বিশেষ অবস্থায় পদার্থের কিছু আশ্চর্য আচরণের যে ব্যাখ্যা তারা দিয়েছিলেন; গত শতকের সত্তর-আশির দশকে, সেই পথ অনুসরণেই এতদিন এগিয়েছে ফলিত পদার্থবিদ্যা ও প্রযুক্তি। ২০১৬-এ এসে সেই গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হল **ডেভিড জে থুলেস, এফ ডানকান এম হ্যালডেন** এবং **জে মাইকেল কস্টারলিজ**-কে। তিন জনেরই জন্ম ব্রিটেনে। বর্তমানে প্রত্যেকেই আমেরিকার নাগরিক।

কঠিন-তরল-গ্যাস, সাধারণভাবে পদার্থের এই তিনটি অবস্থা। কিন্তু চরম অবস্থায়, যেমন তাপমাত্রা যখন খুবই কম, তার মধ্যে আশ্চর্য কিছু আচরণ নজরে আসে। বিজ্ঞানীদের সামনে প্রশ্ন ছিল, পদার্থের এই আপাত অস্বাভাবিক আচরণেরও নিশ্চয়ই কোনও সুনির্দিষ্ট ধরন আছে। সেটাই খুঁজতে গিয়ে থুলেস হ্যালডেন কস্টারলিৎজ আশ্রয় নেন অঙ্কের এক বিশেষ ধারার। টপোলজি। তারই সূত্র ধরে বস্তুর অজানা চরিত্রের হদিস জানান।

সিয়াটল ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনের 'প্রফেসর এমেরিটাস' থুলেস। পুরস্কার মূল্যের অর্ধেক অংশ পাবেন ৮২ বছর বয়সী এই বিজ্ঞানী। আর বাকি অর্ধেক ভাগ করে দেওয়া হবে হ্যালডেন ও কস্টারলিৎজের মধ্যে। ৬৫ বছর বয়সী হ্যালডেন বর্তমানে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির 'ইউজিন হিগিনস প্রফেসর'। আর ৭৪ বছরের কস্টারলিৎজ বর্তমানে ব্রাউন ইউনিভার্সিটি, প্রভিডেন্স-এর 'হ্যারিসন ই ফার্নসওয়ার্ন প্রফেসর'।

* * * * *

চুক্তি ভেস্তে গিয়েছে এই অক্টোবরেই। গণভোটে বেঁকে বসেছেন কলম্বিয়ার সিংহভাগ নাগরিক। প্রেসিডেন্ট **হুয়ান ম্যানুয়েল সান্তোস** তবু নাছোড়বান্দা। দেশে টানা ৫২ বছরের গৃহযুদ্ধে ইতি টানতে মরিয়া তিনি। আপাতত লাগাতার বৈঠকে আর 'শান্তি মহড়ায়' তার উপায় খুঁজছেন। গত ৭ অক্টোবর সান্তোসের সেই ইচ্ছেটাকেই কুর্নিশ জানাল নরওয়ের নোবেল কমিটি। শান্তিতে নোবেল পেলেন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট।

সরকার চাইলেও দেশের বামপন্থী বিদ্রোহী গোষ্ঠী 'দ্য রেভোলিউশনারি আর্মড ফোর্সেস অব কলম্বিয়া', অর্থাৎ ফার্কের সঙ্গে এখনই রফায় রাজি নন কলম্বিয়ার মানুষ। ২ অক্টোবরের গণভোটে অন্তত তেমনটাই ইঙ্গিত। কলম্বিয়ার ৫০.০২ শতাংশ নাগরিক ভোট দিয়েছেন শান্তিচুক্তির বিপক্ষে। তাই এ মাস পর্যন্ত দু'পক্ষের মধ্যে যুদ্ধবিরতি থাকলেও, অশান্তির মেঘ সরছে না। নোবেল কমিটির বিশ্বাস, এই পুরস্কার নিশ্চিত ভাবেই কলম্বিয়ার শান্তি প্রক্রিয়াকে আরও পোক্ত করে তুলবে।

ফার্ক গেরিলা গোষ্ঠীর জন্ম ১৯৬৪-তে। একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অনড় ছিল দু' পক্ষই। মোড় ঘোরে ২০০৮-এ। দেওয়ালে পিঠ ঠেকতেই সমঝোতায় রাজি হয় বিদ্রোহীরা। মধ্যস্থতাকারী দেশ কিউবার রাজধানী হাভানায় শুরু হয় শান্তিপর্ব। সময়টা ২০১২। তখন সান্তোস-ই প্রেসিডেন্ট। টানা চার বছর চলে শান্তিবৈঠক। তত দিনে অবশ্য বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘমেয়াদি এই গৃহযুদ্ধে মারা গিয়েছেন আড়াই লক্ষেরও বেশি। ঘরছাড়া হয়েছেন প্রায় ৭০ লক্ষ। ২০১৪-য় দ্বিতীয় বারের জন্য প্রেসিডেন্ট হন সান্তোস। ফের শুরু হয় শান্তিপ্রক্রিয়া। তার পর চলতি বছরের অগস্টে যুদ্ধবিরতি এবং সেপ্টেম্বরের শেষে ঘটা করে চুক্তি সই করে দু'পক্ষ। ফের ছন্দ কাটে অক্টোবরের গণভোটে। আপাতত খারিজ শান্তিচুক্তি।

সান্তোসের মতো আশা জিইয়ে রাখতে চাইছেন ফার্কের শীর্ষনেতা টিমোলিওন হিমেনেজও। এবারের মনোনয়ন তালিকায় তারও নাম ছিল। এ বছর শান্তিতে নোবেলের জন্য রেকর্ড সংখ্যক মনোনয়ন জমা পড়েছিল। মোট ৩৭৬ প্রতিযোগীর মধ্যে নাম ছিল ২২৮ জন ব্যক্তি এবং ১৪৮টি সংগঠনের। তালিকায় নাম ছিল জার্মান চ্যান্সেলর আঙ্গেলা মের্কেল, সিরিয়ার 'হোয়াইট হেলমেটস' স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, পোপ ফ্রান্সিসেরও। শেষমেশ যদিও সম্মান আর এ বছরের পুরস্কারমূল্য (৮০ লক্ষ সুইস ক্রোনা বা প্রায় ৬.২ কোটি টাকা) পেলেন সান্তোসই।❑

যো ❖ জ ❖ না ❖ ডা ❖ য়ে ❖ রি

(২২ সেপ্টেম্বর—২১ অক্টোবর, ২০১৬)

আন্তর্জাতিক

● **অষ্টম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন :**

গত ১৫-১৬ অক্টোবর, গোয়ায় 'ব্রিক্স' দেশগুলির অষ্টম শীর্ষ সম্মেলন আয়োজিত হল। সম্মেলনে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের (আইএমএফ) সংস্কারের পক্ষে ফের সওয়াল করে ব্রিক্স গোষ্ঠীর দেশগুলি (ভারত, রাশিয়া, ব্রাজিল, চিন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা)। গোয়ায় ব্রিক্স সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে তাদের দাবি, তুলনায় গরিব দেশগুলিও যাতে উন্নত পরিকাঠামো গড়তে পারে, সে জন্য আইএমএফ-এ উন্নয়নশীল দেশগুলির ভোটাধিকার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত দ্রুত রূপায়ণ জরুরি। একই সঙ্গে অর্থ ভাণ্ডারের তহবিল বাড়ানোর দাবিও করা হয়। অন্য দিকে, ব্রিক্স দেশগুলির তৈরি নিউ ডেভলপমেন্ট ব্যাংক ২০১৭ সালে ২৫০ কোটি ডলার ঋণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে।

● **পাকিস্তানে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন বাতিল :**

নভেম্বর মাসে পাকিস্তানে এবারের সার্ক শীর্ষ সম্মেলন আয়োজিত হওয়ার কথা ছিল। বাতিল হয়েছে এই কর্মসূচি। কারণ, ২৭ সেপ্টেম্বর ভারত সরকারিভাবে ঘোষণা করে, উরিতে যেভাবে জঙ্গি হামলা চালানো হয়েছে, তার পরে পাকিস্তানে গিয়ে সম্মেলনে যোগ দেওয়া ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়। এর পর জঙ্গি কার্যকলাপের প্রেক্ষিতেই একে একে অন্যান্য সার্ক সদস্যরাও—আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান ও শ্রীলঙ্কা পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যোগ দিতে অস্বীকার করে। উল্লেখ্য, পর্যায়ক্রমিক নিয়ম অনুসারে সার্ক-এর চেয়ারম্যান পদ এখন নেপালের হাতে।

● **কলম্বিয়ায় গণভোটে শান্তিচুক্তি খারিজ :**

কিউবার মধ্যস্থতায় কলম্বিয়ায় শান্তি ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয় ২০১২ সালে। চলতি বছরে আগস্টের শেষে এসে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করার কথা ঘোষণা করে 'দ্য রেভোলিউশনারি আর্মড ফোর্সেস অফ কলম্বিয়া' অর্থাৎ ফার্ক। তারপর টানা এক মাস চলেছিল 'শান্তি মহড়া'। সেপ্টেম্বর মাসের চূড়ান্ত শান্তিচুক্তিতে সই করেন প্রেসিডেন্ট সান্তোস ও সে দেশের বামপন্থী বিদ্রোহী গোষ্ঠী ফার্কের শীর্ষনেতা টিমোলিওন হিমেনেজ। জনগণের সম্মতি আদায়ের লক্ষ্যে গত ২ অক্টোবর গণভোটের আয়োজন করা হয়। ভোট দেন মাত্র ৩৭ শতাংশ! ভোটের ফল বেরোতে দেখা যায়, শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধেই ভোট পড়েছে সিংহভাগ—৫০.০২ শতাংশ। তবে এর পরেও যুদ্ধবিরতি বজায় রাখা হবে বলেই জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট। শান্তি প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর থাকার কথা জানিয়েছে ফার্কও।

উল্লেখ্য, এই শান্তি চুক্তির কারিগর হিসেবে এ বছর শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেলেন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট জুয়ান ম্যানুয়েল সান্তোস।

● **বিশ্বজুড়ে জনস্বাস্থ্য সমীক্ষা :**

একুশ শতকের প্রথম ১৫ বছরে জনস্বাস্থ্য ও উন্নয়নের মোট ৩৩-টি সূচকের মানদণ্ডে কোন দেশ কোথায় রয়েছে, তা জরিপ করতে বিশ্বজুড়ে একটি সমীক্ষা চালায় রাষ্ট্রপুঞ্জ। বিশ্বের ১২৪-টি দেশের দু' হাজারেরও বেশি গবেষকের মিলিত ওই সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয় 'ল্যান্সেট' জার্নালে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের ১৮৮-টি দেশের তালিকায় আমেরিকার জায়গা এখন ২৮ নম্বরে। এই তালিকায় সবচেয়ে এগিয়ে আইসল্যান্ড আর সুইডেন। আইসল্যান্ড, সুইডেনের সঙ্গেই রয়েছে সিঙ্গাপুরের নামও। তালিকায় ভারত ১৪৩, পাকিস্তান ১৪৯ আর বাংলাদেশ রয়েছে ১৫১ নম্বরে। ইউরোপের দুই শক্তিশালী দেশের মধ্যে ব্রিটেন কিন্তু এই তালিকায় (৫ নম্বর) টেক্কা দিয়েছে জার্মানিকে (১৫ নম্বর)। তালিকাতে এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে ভারতকে অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে জাপান (২৭ নম্বর) ও চিন (৯২ নম্বর)। জনস্বাস্থ্য আর জীবনযাপনের নিরিখে ভারতকে টপকে গিয়েছে কিউবাও (৬৬ নম্বর)।

গবেষণা থেকে আরও জানা যাচ্ছে, ম্যালেরিয়া প্রায় নির্মূল করে ফেলেছে তাজিকিস্তান; কলম্বিয়ার স্বাস্থ্য-বিমা প্রকল্প প্রায় গোটা বিশ্বের কাছেই ঈর্ষণীয়; তাইওয়ানে পথ নিরাপত্তা আইন সবচেয়ে বেশি কার্যকরী হয়েছে—পথ দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা কমিয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে; তামাকবিরোধী অভিযানে সবচেয়ে বেশি সফল আইসল্যান্ড।

● **হাইড্রোফ্লুরোকার্বন নিঃসরণে লাগাম দিতে জোট ১৯৭ দেশের :**

পরিবেশেবিদরা বলেন, এ সি থেকে বেরোনো হাইড্রোফ্লুরোকার্বন গ্যাসের প্রভাবে তাপমাত্রা বাড়ছে পৃথিবীর। একই কথা প্রযোজ্য রেফ্রিজারেটরের ক্ষেত্রেও। কারণ, এ সির মতো রেফ্রিজারেটরের কম্প্রেসরেও হাইড্রোফ্লুরোকার্বন গ্যাস ব্যবহার করা হয়। বিপদ ঘনাচ্ছে গোটা মানবজাতির। তাই গত ১৫ অক্টোবর, রোয়ান্ডার রাজধানী কিগালিতে পরিবেশ সম্মেলনে ভারত-সহ ১৯৭-টি দেশ ঠিক করে, হাইড্রোফ্লুরোকার্বন গ্যাস নিঃসরণে রাশ টানতে হবে। যার বর্তমান পরিমাণ ৯০০০ টন কার্বন ডাই-অক্সাইডের সমান।

হিসেব যদিও বলছে, হাইড্রোফ্লুরোকার্বনের নিঃসরণ হার গোটা দুনিয়ার দূষিত বা গ্রিন হাউস গ্যাসগুলির নিরিখে খুবই কম; পরিবেশবিদদের ব্যাখ্যা, হাইড্রোফ্লুরোকার্বন পরিমাণে কম হলেও এর ক্ষতি করার ক্ষমতা কার্বন ডাই-অক্সাইডের থেকে অনেক বেশি। কারণ, এক অণু কার্বন ডাই-অক্সাইড যতটা তাপ ধারণ করতে পারে, এক অণু হাইড্রোফ্লুরোকার্বন তার থেকে প্রায় হাজার গুণ বেশি তাপ ধারণ করতে পারে। ফলে বিশ্ব উষ্ণায়ন ঠেকানোর ক্ষেত্রে এক অণু হাইড্রোফ্লুরোকার্বন কমানো প্রায় হাজার অণু কার্বন ডাই-অক্সাইড কমানোর সমান।

● **প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্সিয়াল বিতর্ক :**

২০০৮ সালের নির্বাচনে তার দলেরই আর এক প্রার্থী বারাক ওবামার কাছে হেরে যান হিলারি ক্লিন্টন। এবার প্রতিপক্ষ রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ধনকুবের ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত ২৬ সেপ্টেম্বর লং আইল্যান্ডের হ্যাম্পস্টেডের হফস্ট্রা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবারের প্রথম প্রেসিডেন্সিয়াল বিতর্কের আয়োজন করা হয়।

বিতর্কমঞ্চে উঠে আসে ইরাকের যুদ্ধ থেকে শুরু করে ৯/১১-র অনুষঙ্গ। দুই হেভিওয়েটই জানিয়েছেন, হোয়াইট হাউসের মসনদে বসলে দেশের জন্য কী কী করতে চান তারা। বিতর্কের পরে জনসমীক্ষা বলছে, মাত্র ২৭ শতাংশ ভোটারের মন কাড়তে পেরেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেখানে ৬২ শতাংশ ভোট হিলারি রডহ্যাম ক্লিন্টনের ঝুলিতে।

● **জার্মানির হোয়াটস্যাপের তথ্য ফেসবুকে নয় :**

সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে ফেসবুককে জার্মানির হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীদের তথ্য (ডেটা) সংগ্রহের কাজ বন্ধের নির্দেশ দিল সে দেশের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা নিয়ন্ত্রক। ফেসবুক তাদের এই মেসেজিং অ্যাপটি থেকে যে তথ্যগুলি ইতোমধ্যেই ফরওয়ার্ড করেছে, মুছে দিতে বলা হয়েছে সে সবও। সে দেশের তথ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ের কমিশনার জোহানেস ক্যাসপার বলেছেন, দু' বছর আগে ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপকে কেনার পরে দু'পক্ষই ব্যবহারকারীদের 'ডেটা' 'শেয়ার' করা হবে না বলে প্রকাশ্যে আশ্বস্ত করেছিল মানুষকে। কিন্তু সেই কথা রাখা হয়নি। ক্যাসপারের অভিযোগ, ব্যবহারকারীদের বিভ্রান্ত করার পাশাপাশি এভাবে তথ্য সুরক্ষা আইনও ভাঙছে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটটি। কারণ, জার্মানির ৩.৫০ কোটি হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীর তথ্য নেওয়ার আগে অনুমতি নেওয়া হয়নি। অথচ হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টকে কেউ ফেসবুক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে জুড়তে চাইবে কি না, সেটা পুরোপুরি তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত।

জাতীয়

● **প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় ভারত-চিন মহড়া :**

গত ১৯ অক্টোবর যৌথ সামরিক মহড়া দেয় ভারত ও চিনের সেনাবাহিনী। পূর্ব লাদাখে ভারত এবং চিনের সীমান্ত বা লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল (এলএসি) লাগোয়া একটি গ্রামে এই মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। ওই পার্বত্য এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে কীভাবে উদ্ধার কাজ চালানো হবে এবং ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হবে, তারই মহড়া দিয়েছে দু' দেশের সেনা। ফেব্রুয়ারির ৬ তারিখে এই মহড়ার প্রথম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এলএসি-র ওপারে থাকা একটি গ্রামে। দ্বিতীয় পর্বে হল ভারতের মাটিতে। ইতিহাসে প্রথমবার জম্মু-কাশ্মীরে যৌথ মহড়া দিল ভারত-চিন।

● **ভারত-রুশ প্রতিরক্ষা চুক্তি :**

গোয়ায় ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকেই ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে এক সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। রাশিয়া থেকে আরও একটি পরমাণু শক্তিচালিত অ্যাটাক সাবমেরিন আনতে চলেছে ভারত। উল্লেখ্য, ভারতীয় নৌসেনার হাতে আসা প্রথম পরমাণু শক্তিচালিত সাবমেরিনটি হল আইএনএস চক্র। আকুলা-২ শ্রেণির এই ডুবোজাহাজ রাশিয়ার কাছ থেকেই ১০ বছরের লিজে আনা হয়েছিল। ২০১২ সালের এপ্রিলে আইএনএস চক্র ভারতীয় নৌসেনার অন্তর্ভুক্ত হয়। সেই লিজের মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই আর একটি আকুলা-২ নিউক্লিয়ার সাবমেরিন রাশিয়া থেকে নিয়ে আসার চুক্তি সেরে ফেলল ভারত।

দু' দেশের চুক্তি অনুযায়ী, মস্কোর কাছ থেকে উন্নত বিমানবিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র, সামরিক হেলিকপ্টার ও রণতরী পাবে নয়াদিল্লি। ব্রিকস সম্মেলন শুরু হওয়ার আগে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে দু' দেশের মধ্যে প্রায় ৩৯ হাজার কোটি টাকার এই প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। রাশিয়ার থেকে বিশ্বের অন্যতম সেরা বিমানবিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র 'এস-৪০০ ট্রায়াম্ফ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম'-ও কিনল ভারত।

এর পাশাপাশি, অত্যাধুনিক কামোভ-২২৬ সামরিক হেলিকপ্টার যৌথভাবে তৈরি করতে এবং জলসীমান্ত সুরক্ষিত করতে গাঁটছড়া বেঁধেছে এই দুই দেশ। নৌসেনার জন্য অ্যাডমিরাল গ্রিগোরোভিচ শ্রেণির 'ফ্রিগেট' গোত্রের চারটি আধুনিক রণতরী কিনবে ভারত। দু'টি রুশ প্রযুক্তির সাহায্যে ভারতেই তৈরি করা হবে।

● **আয় ঘোষণা প্রকল্পে ৬৫ হাজার কোটিরও বেশি কালো টাকার খোঁজ :**

গত ৩০ সেপ্টেম্বর স্বেচ্ছায় কালো টাকা ঘোষণা প্রকল্পের (২০১৬) দরজা বন্ধ হয়। পাওয়া গেছে ৬৫,২৫০ কোটি টাকার খোঁজ। ৬৪,২৭৫ জন স্বেচ্ছায় কালো টাকার বিষয়ে তথ্য জানান; কর, জরিমানা ও সেস মিলিয়ে যার ৪৫ শতাংশ (প্রায় ২৯,৩৬২ কোটি) আসতে চলেছে কেন্দ্রের ঘরে। কালো টাকার সন্ধানে গত পয়লা জুন প্রকল্প চালু করেছিল কেন্দ্র। নিয়ম অনুযায়ী, এই প্রকল্পে কর (৩০ শতাংশ), কৃষি কল্যাণ সেস (৭.৫ শতাংশ) এবং জরিমানা (৭.৫ শতাংশ) গুনলেই, অর্থাৎ, মোট টাকার ৪৫ শতাংশ সরকারের ঘরে জমা দিয়ে রেহাই মিলেছে। শুধু তাই নয়, আয়ের সূত্রও জানতে চাওয়া হয়নি। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে নাম গোপন রাখারও। কিন্তু সময়ের মধ্যে যারা ঘোষণা করলেন না, তাদের বিরুদ্ধে আইন মেনে ব্যবস্থা নেবে আয়কর দপ্তর। কিছু ক্ষেত্রে ফৌজদারি মামলারও সম্ভাবনা আছে।

● **প্যারিস চুক্তিতে ভারতের অনুমোদন :**

গত ২ অক্টোবর, অর্থাৎ গান্ধী জয়ন্তীর দিন, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যারিস চুক্তি অনুমোদন করে ভারত। ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে প্যারিসে জলবায়ু সম্মেলনে বিশ্ব উষ্ণায়ন কমানোর লক্ষ্যে একযোগে পদক্ষেপ করতে সহমত হয় ১৯০-টিরও বেশি দেশ। উষ্ণায়নে ক্ষতিগ্রস্ত অনুন্নত দেশগুলির জন্য অর্থ সাহায্যেরও সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু চুক্তিটি কার্যকর হবে তখনই, যখন তা অনুমোদন করবে সেই ৫৫-টি দেশ, যারা গোটা বিশ্বের মোট ৫৫ শতাংশ গ্রিনহাউস গ্যাস উৎপাদনের জন্য দায়ি। এই মুহূর্তে প্রায় ৫ শতাংশ গ্যাস উৎপাদনের দায় বর্তাচ্ছে ভারতের উপর।

● **জর্দামাখা পানমশলা নিষিদ্ধ করার নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত :**

অঙ্কিত গুটখা বনাম ইন্ডিয়ান অ্যাজমা সোসাইটির মামলায় একটি পিটিশন দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার মন্ত্রকের কাছে। সেই পিটিশনের ভিত্তিতে শীর্ষ আদালত ২৩ সেপ্টেম্বর নির্দেশ জারি করে, জর্দা দেওয়া পানমশলা তৈরি ও বিক্রি নিষিদ্ধ করার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে কেন্দ্রকেই। ধোঁয়াবিহীন তামাক আসলে সিগারেট-বিড়ির মতোই ক্ষতিকর, রায় চিকিৎসকদের। এই পরিপ্রেক্ষিতেই কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। একই সঙ্গে 'ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্ট, ২০০৬' (এফএসএস) লঙ্ঘনের জন্য পানমশলা প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলিকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছে শীর্ষ আদালত। 'এফএসএস অ্যাক্ট, ২০০৬' অনুযায়ী এই আইনের অন্তর্গত সব রকম খাদ্যপণ্য স্বাস্থ্যকর ও সুরক্ষিত হওয়া উচিত। তাই এফএসএস-এর আওতায় থাকা কোনও সংস্থা তামাকজাত পণ্য উৎপন্ন বা বিক্রি করতে পারে না।

● **মেয়েদের কর্মস্থল হিসেবে সেরা সিকিম :**

দুই মার্কিন গবেষণা সংস্থা 'সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ' (সিএসআইএস) এবং 'নেথান অ্যাসোসিয়েটস'-এর সাম্প্রতিক সমীক্ষা রিপোর্টে এই তথ্য উঠে এসেছে যে, মহিলাদের কর্মস্থল হিসেবে সবচেয়ে নিরাপদ সিকিম। এই দুই সংস্থার গবেষণায় ৪০ পয়েন্টের মধ্যে সিকিম পেয়েছে ২৯.৯। চারটি বিষয়ের উপর সংস্থা দু'টি এই যৌথ সমীক্ষা চালিয়েছে। (১) কারখানা, খুচরো ব্যবসা এবং আইটি-র ক্ষেত্রে মেয়েদের কাজের সময়ের উপর কোনও বিধিনিষেধ আছে কি না? (২) অফিসে মেয়েদের যৌন হেনস্থা এবং অন্যান্য হেনস্থার থেকে বাঁচাতে আইন কতটা কঠোর? (৩) মোট কর্মচারীর কত অংশ মহিলা? এবং (৪) মহিলা উদ্যোগপতিদের জন্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা কেমন? এসবের ভিত্তিতে সিকিমের পর আছে তেলেঙ্গানা (২৮.৫ পয়েন্ট), পুদুচেরি (২৫.৬ পয়েন্ট), কর্ণাটক (২৪.৭ পয়েন্ট), হিমাচলপ্রদেশ (২৪.২ পয়েন্ট), অন্ধ্র (২৪.০ পয়েন্ট), কেরালা (২২.২ পয়েন্ট) ইত্যাদি রাজ্য। ৮.৫ পয়েন্ট পেয়ে দিল্লি সবচেয়ে নিচে। তার উপরে অসম (৯.১ পয়েন্ট)। তার উপরে পশ্চিমবঙ্গ (৯.৮ পয়েন্ট)।

● **তিন তালাকের বিরোধিতায় কেন্দ্র :**

মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদের 'তিন তালাক' পদ্ধতি নিয়ে আদালতে জমা পড়া একাধিক আবেদনের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রের মতামত জানতে চায় সুপ্রিম কোর্ট। গত ৮ অক্টোবর শীর্ষ আদালতে পেশ করা ২৯ পাতার হলফনামায় কেন্দ্রীয় বিচার ও আইন মন্ত্রকের তরফে বলা হয়েছে, তিন তালাক পদ্ধতি দেশের সংবিধান-বিরুদ্ধ। তবে শুধু তিন তালাকই নয়। নিকাহ হালালা এবং বহুবিবাহ রীতি নিয়েও আপত্তি রয়েছে কেন্দ্রের। কেন্দ্রের বক্তব্য, এইসব ক'টি পদ্ধতিতে ভারতীয় মুসলিম মহিলাদের অধিকার খর্ব করা হয়। অথচ দেশের সংবিধানের ১৪ ও ১৫ নম্বর ধারায় প্রত্যেকের মৌলিক অধিকার রক্ষার কথা বলা আছে। সে দিক দিয়ে দেখতে গেলে তিন তালাকের সঙ্গে দেশের সাংবিধানিক ভাবমূর্তি একেবারেই খাপ খায় না।

● **পাটনা হাইকোর্টের রায়ে সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশ :**

চলতি বছরের ৫ এপ্রিল বিহার সরকার রাজ্যে যে কোনও ধরনের মদ খাওয়া, বিক্রি করা, সংগ্রহের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। সরকারের সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে যায় মদ-উৎপাদক ও মদ-ব্যবসায়ীদের একাংশ। গত ৩০ সেপ্টেম্বর পাটনা হাইকোর্টের এক ডিভিশন বেঞ্চ সরকারি নিষেধাজ্ঞা খারিজ করে বলে, এই সিদ্ধান্ত সংবিধান-বিরোধী; মানুষের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ বলেও মন্তব্য করে হাইকোর্ট; কোনও রাজ্যের এমন নিষেধাজ্ঞা জারির অধিকার নেই। এই রায় আসার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে, ২ অক্টোবর নতুন সংশোধিত আবগারি আইনের নিয়মবিধি বলবৎ করে বিজ্ঞপ্তি জারি করে বিহার সরকার। পাশাপাশি, পাটনা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে। তাতে হাইকোর্টের রায়ের উপর স্থগিতাদেশ চাওয়ার পাশাপাশি দু'টি বিষয়ে উচ্চতম আদালতের মত জানতে চায় রাজ্য সরকার—রাজ্য এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে কি না; এবং মদ খাওয়া বা না খাওয়ার বিষয়টি ব্যক্তির মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে কি না? পাটনা হাইকোর্টের রায়ের উপর স্থগিতাদেশ জারি করে বিহারে মদের উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা আপাতত বলবৎই রাখল সুপ্রিম কোর্ট।

● **হাজি আলিতে মহিলাদের অবারিত প্রবেশ :**

২০১২ সাল থেকে দরগার মূল কেন্দ্রে মহিলাদের প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে দক্ষিণ মুম্বইয়ের হাজি আলি দরগার ট্রাস্ট। জাকিয়া সোমন ও নূরজাহান নিয়াজ নামে দুই মহিলা হাজি আলি দরগার ট্রাস্টের বিরুদ্ধে বম্বে হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন। হাইকোর্টের বক্তব্য, দরগা ট্রাস্টের এই সিদ্ধান্ত ভারতীয় সংবিধানের ১৪, ১৫ এবং ২৫ নম্বর অনুচ্ছেদের বিরোধী। এতে সংবিধানে উল্লিখিত দেশের প্রতিটি নাগরিকের সমানাধিকারের বিষয়টি লঙ্ঘিত হচ্ছে। সেই সঙ্গেই হাইকোর্ট জানায়, কোনও ব্যক্তি বা সংগঠনের ধর্মীয় রীতি-নীতিতে বদল আনা কোনও দরগার ট্রাস্টের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না। গত ২৬ আগস্ট বম্বে হাইকোর্ট রায় দিয়ে জানায়, পুরুষদের মতো মহিলাদেরও হাজি আলি দরগার মূল কেন্দ্রে প্রবেশের অধিকার রয়েছে। তবে দরগা ট্রাস্টের অনুরোধে সেই রায়ের উপর ছয় সপ্তাহের স্থগিতাদেশ জারি করে হাইকোর্ট। কারণ এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করার জন্য সময় চেয়ে নেয় দরগা ট্রাস্ট।

গত ৭ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্টে মামলা শুনানির সময় ডিভিশন বেঞ্চ আশা প্রকাশ করে, দরগা ট্রাস্ট প্রগতিশীল সিদ্ধান্তই নেবে। মহিলাদের ঢুকতে না দেওয়ার মতো প্রথা আঁকড়ে থাকবে না। সুপ্রিম কোর্টের পরমার্শ মেনে নেয় ট্রাস্ট। ২৫ অক্টোবর এই মর্মে হলফনামাও জমা করে তারা।

● **ব্রিটেন থেকে প্রথমবার ভারতে প্রত্যার্পণ :**

১৯৯২ সালে ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের প্রত্যার্পণ চুক্তি সই হওয়ার পর এই প্রথম সেখান থেকে কোনও অভিযুক্তকে ভারতে নিয়ে আসা হল। গোধরা পরবর্তী হিংসায় অভিযুক্ত সমীরভাই ভিনুভাই পটেলকে ভারতে নিয়ে আসা হয়। গোধরা কাণ্ডে জামিন পেয়ে ব্রিটেনে পালিয়ে যায় পটেল। ৯ আগস্ট লন্ডনের একটি বাড়ি

থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গত ১৮ অক্টোবর তাকে ভারতীয় পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে ব্রিটেন। মামলার শুনানি চলবে এখানেই।

● **মামলা থেকে মুক্ত ইরম শর্মিলা চানু :**

গত ২০০০ সাল থেকে ইরম শর্মিলা চানুর বিরুদ্ধে আত্মহত্যার চেষ্টার অভিযোগে ৩০৯ ধারায় মামলা চলছিল। প্রতি বছর জেলের মেয়াদ শেষ হলে মুক্তি পেতেন তিনি। এক দিন পরে ফের গ্রেপ্তার। এ বছরের ৯ আগস্ট অনশন শেষ করার পরে তাকে জামিন দেয় আদালত। গত ৫ অক্টোবর পশ্চিম ইম্ফলের সিজেএম আদালত চানুর বিরুদ্ধে আত্মহত্যার চেষ্টার মামলা খারিজ করে। প্রসঙ্গত, মুক্তির পর সম্প্রতি নতুন রাজনৈতিক দল Peoples' Resurgence & Justice Alliance (PRJA) তৈরির কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণাও করেন চানু।

● **পয়লা ডিসেম্বর থেকে গ্যাসে ভরতুকির জন্য আধার বাধ্যতামূলক :**

গত ৩০ সেপ্টেম্বর জারি করা এক বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী পয়লা ডিসেম্বর থেকে সারা দেশ জুড়ে রান্নার গ্যাসের জন্য ভরতুকির টাকা পেতে আধার নম্বর বাধ্যতামূলক করা হবে। তবে অসম, মেঘালয় এবং জম্মু ও কাশ্মীর—শুধু এই তিন রাজ্যকে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তিটির আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। যাদের আধার কার্ড নেই বা যারা রান্নার গ্যাসের সংযোগ অথবা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার নম্বর যুক্ত করেননি, তারা আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ পাবেন।

পশ্চিমবঙ্গ

● **শস্য-বিমার আওতায় সব চাষিকে আনার উদ্যোগ :**

কৃষকের সুরক্ষায় চালু হয়েছে শস্যবিমা। তবে এত দিন যেসব কৃষক ঋণ নিয়েছেন, তারাই বিশেষত শস্যবিমার সুযোগ পেতেন। ব্যাংকই উদ্যোগী হয়ে বিমা করিয়ে দিত, যাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতি হলেও বিমার টাকায় ঋণ উশুল করতে পারে ব্যাংক। যেসব কৃষক ঋণ নিচ্ছেন না, তাদেরও ব্যাংকে গিয়েই বিমা করাতে হ'ত। নিয়ম মতো বিমা সংস্থাকে সেই নথি পাঠানোর কথা ব্যাংকের। এক্ষেত্রে ঋণ নেননি, এমন বেশিরভাগ কৃষকই শস্যবিমার আওতার বাইরে থেকে যেতেন। পদ্ধতিগত কারণে অ-ঋণী কৃষকেরা এভাবে বঞ্চিতই থাকতেন। এবার তাই ঋণী-অঋণী নির্বিশেষে সব কৃষককে বিমার আওতায় আনতে 'প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনায়' পদ্ধতিগত পরিবর্তন করা হল। বিমার জন্য চাষিদের আর ব্যাংকের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াতে হবে না। সেই কাজ করবে সরকারের নির্দিষ্ট করা বিমা সংস্থা। সহযোগিতা করবে রাজ্য কৃষি দপ্তর।

● **নভেম্বরে উপনির্বাচন :**

লোকসভা ও বিধানসভা উপনির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। তমলুক ও কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্র এবং মন্তেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন হচ্ছে আগামী ১৯ নভেম্বর। একই দিনে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আরও ২-টি লোকসভা কেন্দ্র এবং ৭-টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। লোকসভা কেন্দ্রগুলির মধ্যে রয়েছে অসমের লখিমপুর এবং মধ্যপ্রদেশের শাহদোল। তার সঙ্গে অসম, অরুণাচলপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও পুদুচেরির ১-টি করে এবং ত্রিপুরার ৩-টি বিধানসভা কেন্দ্র।

শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে রাজ্য মন্ত্রীসভার পরিবহণ মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের আসনটি শূন্য হয়েছে। আর কোচবিহার আসনটি শূন্য হয়েছে তৃণমূল সাংসদ রেণুকা সিংহের প্রয়াণে। বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রটি শূন্য হয়েছে তৃণমূল বিধায়ক সজল পাঁজার প্রয়াণে। অক্টোবর মাসের ২৬ তারিখে কেন্দ্রগুলিতে উপনির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি হবে। মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া হবে ২ নভেম্বর পর্যন্ত। ৫ নভেম্বর মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। ১৯ নভেম্বর ভোটগ্রহণ। ২২ নভেম্বর ভোট গণনা।

● **আইনত শিক্ষাও এবার পরিষেবা :**

স্বাস্থ্যের মতোই শিক্ষা সব নাগরিকের নিশ্চিত অধিকার। তাই 'পশ্চিমবঙ্গ জন পরিষেবা অধিকার আইন, ২০১৩' অনুযায়ী সব বিশ্ববিদ্যালয়কে দায়বদ্ধ করার উদ্যোগ চলছে।

নির্দিষ্ট দায়িত্ব পাওয়া সরকারি দপ্তরগুলি সময় মেনে সাধারণ মানুষের কাছে বিভিন্ন পরিষেবা পৌঁছে দিতে দায়বদ্ধ। একইভাবে ছাত্রছাত্রীদের কাছে শিক্ষা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে দায়বদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে সময়সীমা মেনে চলাটা অনেক বেশি জরুরি। কারণ, যথাসময়ে পাঠ্যক্রম শেষ করা, পরীক্ষা নেওয়া এবং ফল ঘোষণার উপরে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। তাই জন পরিষেবা অধিকার আইন অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীরা যেসব পরিষেবা পেতে পারেন, সময় মেনে সব বিশ্ববিদ্যালয়কে তার যাবতীয় বিবরণ পেশ করতে বলা হয়েছে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের কাছে।

● **গ্রামাঞ্চলে পরিস্রুত জলের জন্য এডিবি-র ঋণ :**

রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের মানুষদের জন্য পরিস্রুত, বিশুদ্ধ এবং নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহ করতে ২০১১ সালে সরকারি উদ্যোগে কয়েকটি প্রকল্প চালু হয়। আরও তিনটি জল প্রকল্পের জন্য এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)-এর কাছ থেকে ২০১৬ কোটি টাকা ঋণ মিলবে বলে ২৩ সেপ্টেম্বর সবুজ সঙ্কেত পেয়েছে রাজ্য। ওই তিনটি প্রকল্পের একটি নন্দীগ্রাম, একটি বাঁকুড়া ও তৃতীয়টি হাড়োয়া থেকে রাজারহাট পর্যন্ত হবে।

● **একশো দিনের কাজের টাকা সরাসরি শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টে :**

এবার থেকে একশো দিনের কাজের টাকা সরাসরি শ্রমিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেবে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক। এতদিন একশো দিনের টাকা রাজ্য সরকারকে পাঠাতো দিল্লি। রাজ্যই প্রকল্পে যুক্ত শ্রমিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে তা জমা করত। কেন্দ্রের নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী এখন থেকে সরাসরি সেই টাকা অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে। ফলত মজুরি বণ্টনে সমস্যা কমবে, সময়ও কম লাগবে।

উল্লেখ্য, দেড় বছর ধরে প্রায় ১৭০০ কোটি টাকা বকেয়া ছিল। সেই বকেয়ার মধ্যে প্রায় ৯০০ কোটি টাকা মিটিয়ে দিয়েছে মন্ত্রক। এর পাশাপাশি, শুধু গ্রামীণ রাস্তাঘাট সংস্কারে থেমে না-থেকে স্থায়ী সম্পদ তৈরিতে জোর দিতে বলেছে কেন্দ্র। যেমন—রাস্তা তৈরি, বাঁধ নির্মাণ, জলাধার তৈরি, পুকুর কাটা, কালভার্ট নির্মাণ ইত্যাদি।

● **আর্সেনিক মামলায় যুক্ত কেন্দ্রও :**

পশ্চিমবঙ্গ আর্সেনিক দূষণের মামলায় কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রককে যুক্ত করার নির্দেশ দিল জাতীয় পরিবেশ আদালত। আর্সেনিক দূষণ রোধে রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা কী, আদালত তা জানতে চায়। ২০ সেপ্টেম্বরের শুনানিতে রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার হলফনামা পেশ করে জানান, ২০০৬ সালে দু' হাজার আটশো কোটি টাকার একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হয়। সেই টাকার ৭৫ শতাংশ কেন্দ্রের দেওয়ার কথা। কিন্তু তা দেওয়া হয়নি। টাকা না-দেওয়ার অভিযোগ কতটা সত্য, তা জানতে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রককে মামলায় যুক্ত করার নির্দেশ দেয় পরিবেশ আদালত।

● **অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার বাড়ানোর নির্দেশ কেন্দ্রের :**

অনেক রাজ্যই তাদের গ্রিডে অপ্রচলিত শক্তি কম ব্যবহার করছে। দাম কম হলেও অনেক রাজ্য সৌরবিদ্যুৎ বা জলবিদ্যুৎ কিনছে না। ২০৩০ সালের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে ২ লক্ষ ২৫ হাজার মেগাওয়াট অপ্রচলিত শক্তি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে। রাজ্যের গ্রিডে এখন এক শতাংশের মতো অপ্রচলিত শক্তি ব্যবহৃত হয়। যার মধ্যে জলবিদ্যুৎই বেশি। ২০২২ সালের মধ্যে যাতে গ্রিডে কমপক্ষে ৮ শতাংশ অপ্রচলিত শক্তি ব্যবহার করা যায়, তার জন্য সম্প্রতি রাজ্যকে চিঠি লিখেছে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রক। তাতে জলবিদ্যুতের পাশাপাশি সৌরবিদ্যুতের ব্যবহারও বেশি রাখতে হবে বলে জানায় কেন্দ্র।

● **রাজ্যসভার সাংসদ রূপা গাঙ্গুলী :**

রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতি মনোনীত সাংসদ হিসাবে ১৫ অক্টোবর শপথ নিলেন বিজেপি নেত্রী তথা অভিনেত্রী রূপা গাঙ্গুলী। বর্তমানে রাজ্য বিজেপি-র মহিলা মোর্চার সভানেত্রী তিনি। রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে নভজ্যোৎ সিংহ সিধুর ইস্তফার পর ওই পদে তার স্থলাভিষিক্ত হলেন রূপা।

● **হাইকোর্টে পদোন্নতি ৯ বিচারপতির :**

কলকাতা হাইকোর্টের ন'জন অতিরিক্ত বিচারপতির পদোন্নতি হল—এই ন'জন অতিরিক্ত বিচারপতি দেড় বছর আগে কয়েকটি পর্যায়ে নিযুক্ত হন। বিচারপতি হিসেবে তাদের এই পদোন্নতি নিময়মাফিক। প্রধান বিচারপতি গিরীশ গুপ্ত-সহ কলকাতা হাইকোর্টে এখন বিচারপতি আছেন ৩৮ জন। অথচ হাইকোর্টে বিচারপতির পদ ৫৮-টি। কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রকের নীতি হল, সব রাজ্যের হাইকোর্টে মোট বিচারপতি-পদ ছাড়াও অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ পদে বিচারপতি নিয়োগ করা যেতে পারে। সেই হিসেবে কলকাতা হাইকোর্টে ৭২ জন বিচারপতি থাকার কথা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত বিচারপতির সংখ্যা ৪৫ পেরোয়নি। উল্লেখ্য, এই উচ্চ আদালতে গত ৩১ আগস্ট পর্যন্ত জমে থাকা মামলার সংখ্যা দু' লক্ষ ১৬ হাজার ১৯০।

অর্থনীতি

● **এসবিআই-এর শীর্ষে থাকছেন অরুন্ধতী ভট্টাচার্য :**

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার (এসবিআই) চেয়ারপার্সন অরুন্ধতী ভট্টাচার্যের কাজের মেয়াদ বাড়ল আরও এক বছর। গত ৬ অক্টোবর তার তিন বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল। উল্লেখ্য, ব্যাংকের অনুৎপাদক সম্পদে লাগাম টানা এবং এসবিআই-এর সঙ্গে তার পাঁচটি সহযোগী ব্যাংক ও মহিলা ব্যাংককে মেশানোর যে প্রক্রিয়া অরুন্ধতী ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে শুরু হয়েছে, তা যাতে মসৃণভাবে সম্পন্ন হয়, সেই লক্ষ্যেই এই মেয়াদ বৃদ্ধি। এই সংযুক্তিতে ইতোমধ্যেই সবুজ সঙ্কেত দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। সংযুক্তির পরে স্টেট ব্যাংকের সম্পদ ছোঁবে ৩৭ লক্ষ কোটি টাকা, শাখার সংখ্যা দাঁড়াবে ২২,৫০০-টি, এটিএম ৫৮ হাজার। তখন বিশ্বের তাবড় ব্যাংকের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে এসবিআই।

● **স্পেকট্রাম নিলাম :**

গত পয়লা অক্টোবর শুরু হওয়ার পরে ৭ টেলি পরিষেবা সংস্থার দর হাঁকার লড়াই শেষ হল ৬ অক্টোবর। ৩১ রাউন্ডের পরে দেখা গেল, সব মিলিয়ে নিলামে তোলা হয় যে ২,৩৫৪.৫৫ মেগাহার্ৎজ স্পেকট্রাম, তার মধ্যে বিক্রি হওয়া ৪১ শতাংশের মতো স্পেকট্রামের জন্য দর জমা পড়েছে মোট ৬৫,৭৮৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৩২ হাজার কোটি টাকা শুরুতেই (চলতি অর্থবর্ষে) কেন্দ্রের ঘরে জমা দেবে সংস্থাগুলি। গত পাঁচ বছরের মধ্যে যা সর্বোচ্চ। বাকি টাকা জমা পড়বে কিস্তিতে।

এবার নিলামে তোলা স্পেকট্রাম-এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাহিদা ছিল টুজি-র ১৮০০ মেগাহার্ৎজ স্পেকট্রামের। ফোর-জি পরিষেবা দেওয়ার জন্য যে ৭০০ মেগাহার্ৎজ ব্যান্ডের স্পেকট্রামের দাম সবচেয়ে বেশি রাখা হয়েছিল, তার জন্যও দরই হাঁকেনি কোনও সংস্থা। কোনও দরপত্র জমা পড়েনি ৯০০ মেগাহার্ৎজ ব্যান্ডের স্পেকট্রামের জন্যও। উল্লেখ্য, মোবাইল পরিষেবার ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ও লোভনীয় বাজার। যেখানে প্রতিদিন ব্যবহার হয় প্রায় ১০৫ কোটি মোবাইল হ্যান্ডসেট। ২০১৪-'১৫ সালেই টেলি-পরিষেবা সংস্থাগুলির মোট ব্যবসার অঙ্ক ছিল ২ লক্ষ ৫৪ হাজার কোটি টাকা।

● **আগস্টে পরিকাঠামো বৃদ্ধির হার ৩.২ শতাংশ :**

চলতি বছরের আগস্ট মাসে পরিকাঠামো ক্ষেত্রের বৃদ্ধির হার দাঁড়াল ৩.২ শতাংশ। আগের বছরের আগস্টের নিরিখে তা একই হলেও, জুলাইয়ের ৩ শতাংশের (সংশোধিত) তুলনায় একটু বেশি। তবে চলতি অর্থবর্ষের এপ্রিল থেকে আগস্ট, এই পাঁচ মাসের ছবিটা তুলনায় আর একটু উজ্জ্বল। এই সময় পরিকাঠামো বেড়েছে ৪.৫ শতাংশ হারে। যেখানে আগের বছরের ওই সময় তা ছিল ২.৪ শতাংশ।

প্রসঙ্গত, দেশের শিল্পোৎপাদনে পরিকাঠামোর আওতাভুক্ত আটটি ক্ষেত্রের অবদান ৩৮ শতাংশ। ফলে শিল্প বৃদ্ধির হার ভাল হতে পরিকাঠামো ক্ষেত্রগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি জরুরি।

● **শিল্পোৎপাদন কমলো ০.৭ শতাংশ :**

জুলাইয়ের পরে আগস্টেও সরাসরি কমলো শিল্পোৎপাদন। এই নিয়ে টানা দু'মাস। গত ১০ অক্টোবর প্রকাশিত সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে, আগস্টে শিল্পোৎপাদন সরাসরি কমেছে ০.৭ শতাংশ। জুলাইতে তা কমেছিল ২.৫ শতাংশ (সংশোধিত), যা তার আগের আট মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। মূলত উৎপাদন শিল্প ও মূলধনী পণ্যের

উৎপাদন ধাক্কা খেয়েছে আগস্টে। খনি শিল্পেও উৎপাদন কমেছে ওই মাসে। প্রসঙ্গত, সার্বিকভাবে শিল্পোৎপাদন সূচকের ক্ষেত্রে উৎপাদন শিল্পের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, শিল্পোৎপাদনের মাপকাঠির ৭৫ শতাংশই নির্ভর করে উৎপাদন শিল্পের উপরে।

● **পণ্য ও পরিষেবা কর বাস্তবায়নে অগ্রগতি :**

আগামী পয়লা এপ্রিল, ২০১৭ থেকে পণ্য ও পরিষেবা কর (GST) চালুর লক্ষ্যে এগোচ্ছে কেন্দ্র সরকার। প্রসঙ্গত, GST পরিষদের প্রথম বৈঠক বসে গত ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর। বছরে ব্যবসার অঙ্ক ২০ লক্ষ টাকার বেশি হলে, তবেই তা পণ্য ও পরিষেবা করের আওতায় আসবে। উত্তর-পূর্ব ভারত সমেত ১১-টি ছোটো রাজ্যে ওই অঙ্ক কম, ১০ লক্ষ। ব্যবসা দেড় কোটি টাকার কম হলে, তার উপর নজরদারির এক্তিয়ার শুধু সংশ্লিষ্ট রাজ্যের হবে বলেও ঠিক হয়েছে GST পরিষদের বৈঠকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে নেওয়া আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলির মধ্যে অন্যতম :

➔ **খসড়া বিধি**—নতুন এই পরোক্ষ কর ব্যবস্থার খসড়া বিধি ২৭ সেপ্টেম্বর জানায় কেন্দ্রীয় উৎপাদন ও আমদানি শুল্ক পর্ষদ বা (CBEC)। এর আওতায় রয়েছে এই করদাতাদের সরকারের খাতায় নথিভুক্তি, চালান দেওয়া-নেওয়া ও কর মেটানোর প্রস্তাবিত নিয়ম-কানুন। GST পরিষদের দ্বিতীয় বৈঠক বসে গত ৩০ সেপ্টেম্বর।

➔ **করে চারটি হারের প্রস্তাব**—পণ্য ও পরিষেবা কর (GST)-এর হার ঠিক করা ও রাজ্যগুলির ক্ষতিপূরণের পদ্ধতি নিয়ে জট কাটাতেই ১৮ অক্টোবর থেকে শুরু হয় GST পরিষদের তিন দিনের বৈঠক। চার রকম হারে কর বসানোর প্রস্তাব দেয় কেন্দ্রীয় সরকার—নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্যে ১২ শতাংশ; ভোগ্যপণ্যের উপরই সর্বোচ্চ ২৬ শতাংশ; গরিব ও আমজনতার কথা মাথায় রেখে আবশ্যিক খাদ্যপণ্য ও অন্যান্য জরুরি পণ্যে প্রস্তাব ৬ শতাংশ; আর অন্য যাবতীয় পণ্যে ১৮ শতাংশ কর বসানোর প্রস্তাব দিয়েছে পরিষদ। অবশ্য সোনায় আলাদাভাবে ৪ শতাংশ হারের প্রস্তাব। পরিষেবার ক্ষেত্রে ৬ শতাংশ, ১২ শতাংশ ও ১৮ শতাংশ হারে করের সুপারিশ করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির নেতৃত্বে ১৯ অক্টোবর GST পরিষদের বৈঠকে একই সঙ্গে জানানো হয়েছে, নতুন জমানায় আগামী পাঁচ বছর রাজ্যগুলির রাজস্ব ক্ষতি পুরোপুরি মিটিয়ে দিতে রাজি কেন্দ্র। ক্ষতির অঙ্ক হিসেব করার পদ্ধতি নিয়েও একমত পরিষদ।

● **তেল উৎপাদন ছাঁটাইয়ে রাজি ওপেক :**

গত ২৮ সেপ্টেম্বর অ্যালজিরিয়ায় আয়োজিত বৈঠকে তেল উৎপাদন কমাতে রাজি হয়ে যায় ১৪-টি রপ্তানিকারী দেশের সংগঠন ওপেক। ২০০৮ সালের পরে এই প্রথম। দিনে ৭.৫০ লক্ষ ব্যারেল উৎপাদন ছাঁটতে একমত হয়েছে সকলে। গত দেড়-দু' বছরে বিশ্ব বাজারে তেল-এর দাম ব্যারেলে ১১৫-১২০ ডলার থেকে নেমেছে ৩০-৩৫ ডলারে। ফলে আয় হারানোর তীব্র অভিঘাতে বিধ্বস্ত হয়েছে সৌদি আরবের মতো তেল নির্ভর বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি। দর আরও পড়া রুখতে উৎপাদন কমানোর দাবি ক্রমশ জোরালো হয় সারা বিশ্বে। বেশিরভাগ তেল উৎপাদনকারীও যাতে সামিল ছিল। কিন্তু মূলত সৌদি আরব-ইরানের মতবিরোধের জেরে আগে এ নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছনো যায়নি।

● **পিএফ তহবিলের ১০ শতাংশ শেয়ারে :**

কর্মী প্রভিডেন্ট ফান্ডের (পিএফ) টাকা এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড (ইটিএফ) মারফত শেয়ার বাজারে লগ্নির সীমা দ্বিগুণ করল শ্রমমন্ত্রক। ইতোমধ্যেই পিএফ-এ বাড়তি জমার ৫ শতাংশ প্রতি মাসে ইটিএফ-এ লগ্নি করা হয়। চলতি অর্থবর্ষে সেই সীমা বাড়িয়ে ১০ শতাংশ করা হবে বলে জানায় কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রক। টাকার মূল্যে ১৩,০০০ কোটি।

● **হিন্দুস্তান কেব্‌লস গোটাতে সায় মন্ত্রীসভার :**

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা হিন্দুস্তান কেব্‌লস গুটিয়ে নিতে সায় দিল কেন্দ্র। ২০০৩ সাল থেকে উৎপাদন বন্ধ থাকা সংস্থাটি গোটাতে ৪৭৭৭.০৫ কোটি টাকার প্যাকেজে ২৯ সেপ্টেম্বর সায় দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা, যা কর্মীদের বেতন মেটানো ও আগাম অবসর খাতে খরচ করা হবে। পাশাপাশি, ওই তহবিল কাজে লাগিয়েই সরকারি ঋণকে রূপান্তরিত করা হবে ইক্যুইটিতে।

রাষ্ট্রায়ত্ত দুই টেলিকম সংস্থা বিএসএনএল ও এমটিএনএল-কে টেলিফোন কেব্‌ল সরবরাহ করার লক্ষ্যেই ১৯৫২ সালে তৈরি হয় হিন্দুস্তান কেব্‌লস লিমিটেড (এইচসিএল)। চারটি কারখানার মধ্যে দু'টি পশ্চিমবঙ্গে—রূপনারায়ণপুর ও নরেন্দ্রপুরে। বাকি দু'টি তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে ও উত্তরপ্রদেশের নইনিতে। কিন্তু বদলে যাওয়া টেলি-যোগাযোগ দুনিয়া ও মোবাইল ফোনের তারবিহীন প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি হিন্দুস্তান কেব্‌লস লিমিটেড।

● **মূলধনী বাজারে বিদেশি লগ্নির পথ আরও প্রশস্ত :**

গত ২৩ সেপ্টেম্বর মূলধনী বাজারে বিদেশি লগ্নির পথ আরও প্রশস্ত করতে একগুচ্ছ পদক্ষেপ ঘোষণা করে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি)। পরিচালন পর্ষদের বৈঠকের পরে শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রকের ঘোষণা—

■ স্টক এবং কমোডিটি এক্সচেঞ্জে বিদেশি লগ্নির ঊর্ধ্বসীমা বেড়ে ১৫ শতাংশ;

■ সুনিয়ন্ত্রিত বিদেশি আর্থিক সংস্থাকে কর্পোরেট বন্ড সরাসরি কেনা-বেচার সুযোগ;

■ রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট ও ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্টে লগ্নির শর্ত আরও শিথিল;

■ বাজারে প্রথম শেয়ার ছাড়ার সময় আরও বেশি করে তা কর্মীদের জন্য তুলে রাখার সুযোগ;

■ লগ্নি-পরামর্শদাতা, মার্চেন্ট, ব্যাংকার, রিসার্চ অ্যানালিস্টদের পাকাপাকি নথিভুক্তি।

● **রপ্তানিতে সুবিধা আরও ২,৯০১-টি পণ্যে :**

বিশ্ব বাজারে চাহিদায় মন্দার জেরে টানা কমছে রপ্তানি। শুধু জুন মাসকে বাদ দিলে গত ২০১৪ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০১৬ সালের আগস্ট পর্যন্ত টানা কমছে রপ্তানি। ঝিমিয়ে থাকা রপ্তানির বাজারে প্রাণ ফেরাতে তাই ভারতীয় পণ্য রপ্তানি প্রকল্পের (মার্চেন্ডাইজ এক্সপোর্টস ফ্রম ইন্ডিয়া স্কিম) আওতায় বাড়তি সুবিধা দেওয়ার কথা ২২ সেপ্টেম্বর জানায় কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রক। আরও

২,৯০১-টি পণ্যকে আর্থিক সুবিধার আওতায় আনল কেন্দ্র। রপ্তানির উপর কর-ছাড় ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধার খাতে তা মিলবে; পাশাপাশি বাড়ছে ছাড়ের হারও। মোট ৭,১০৩-টি পণ্য এখন থেকে এই তালিকায় থাকবে। এর ফলে বছরে এই খাতে আর্থিক সুবিধা ২২ হাজার কোটি থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ২৩,৫০০ কোটি টাকায়। যেসব পণ্য এর আওতায় আসছে, সেগুলির মধ্যে রয়েছে : সমুদ্রজাত পণ্য, আয়ুর্বেদীয় ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত গাছ-গাছড়া, শুকনো পেঁয়াজ, বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, বস্ত্র, রাসায়নিক, সেরামিক, টিউব, পাইপ ইত্যাদি।

● **ঋণনীতি কমিটির প্রথম বার সুদ নির্ধারণ :**

আরবিআই গভর্নর উর্জিত পটেলের নেতৃত্বাধীন ঋণনীতি কমিটিতে ২২ সেপ্টেম্বর তিন জন সদস্য নিয়োগ করে কেন্দ্র। ৪ অক্টোবরের ঋণনীতি পর্যালোচনাতে এই মনোনীত সদস্য-সহ কমিটি রিজার্ভ ব্যাংকের সঙ্গে সুদ নির্ধারণে অংশ নেয়। কেন্দ্র মনোনীত এই তিন সদস্য হলেন, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক চেতন ঘাটে, দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্সের ডিরেক্টর পামি দুয়া ও আইআইএম-আমেদাবাদের অধ্যাপক রবীন্দ্র এইচ ঢোলাকিয়া। চার বছরের জন্য তাদের নিয়োগে সিলমোহল দেয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটি।

নতুন তৈরি হওয়া ছয় সদস্যের ঋণনীতি কমিটির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সুদ কমাল রিজার্ভ ব্যাংক। কমিটির সব সদস্যই একমত হওয়ার পরে আরবিআই-এর নতুন গভর্নর উর্জিত পটেল প্রথমবার ঋণনীতি ফিরে দেখতে বসে ঘোষণা করেন সুদ ছাঁটাইয়ের কথা। এতদিন আরবিআই গভর্নরই শীর্ষ অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা করে হার ঠিক করতেন। গত ৯ আগস্ট পটেলের পূর্বসূরি রঘুরাম রাজন তার শেষ ঋণনীতিতে সেটাই করেছিলেন। গত ৬ মাসে এই প্রথম সুদ কমাল রিজার্ভ ব্যাংক। বাণিজ্যিক ব্যাংককে যে-হারে রিজার্ভ ব্যাংক স্বল্প মেয়াদে ঋণ দেয়, সেই রেপো রেট ২৫ বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে করা হয়েছে ৬.২৫ শতাংশ। আর বাণিজ্যিক ব্যাংকের থেকে ঋণ নেওয়ার সময়ে রিজার্ভ ব্যাংকের দেওয়া সুদ বা রিভার্স রেপো রেটও ২৫ বেসিস পয়েন্ট কমে হয়েছে ৫.৭৫ শতাংশ।

● **পাইপ লাইন প্রকল্পে ৫,১৭৬ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় তহবিল :**

এই প্রথম কোনও পাইপ লাইন প্রকল্পে সরাসরি সামিল হল কেন্দ্রীয় সরকার। দেশের বৃহত্তম এই গ্যাস পাইপ লাইন প্রকল্পের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গ সমেত পূর্বাঞ্চলের পাঁচটি রাজ্যকে জাতীয় গ্যাস গ্রিডের সঙ্গে যুক্ত করা, যাতে শিল্প-বাণিজ্য, গৃহস্থালি ও পরিবহণ ক্ষেত্রের প্রয়োজন মেটাতে তারা সহজেই ব্যবহার করতে পারে প্রাকৃতিক গ্যাস। রাষ্ট্রায়ত্ত গ্যাস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (গেইল)-র পাইপ লাইন প্রকল্পের মোট খরচের ৪০ শতাংশ অর্থাৎ ৫,১৭৬ কোটা টাকার তহবিল জোগানোর ব্যাপারে সিলমোহর দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। বাকি খরচের দায়িত্ব গেইল-ই নেবে। উল্লেখ্য, ২৫৩৯ কিলোমিটার লম্বা এই জগদীশপুর-হলদিয়া ও বোকারো-ধামরা পাইপ লাইন (জেএইচবিডিপিএল) প্রকল্প সরকারি অনুমোদন পেয়েছিল ২০০৭ সালেই। কিন্তু অর্থের অভাবে তা থমকে ছিল। প্রকল্পের মোট খরচ ১২,৯৪০ কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অর্থনীতি বিষয়ক কমিটি এতে সায় দিল। প্রকল্পটি যে-পাঁচটি রাজ্যকে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করবে, সেগুলি হল : উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ।

● **ভারতে গুগ্‌লের একগুচ্ছ নতুন পরিষেবা :**

গত ২৭ সেপ্টেম্বর ভারতের জন্য একগুচ্ছ নতুন পরিষেবা আনল আঠারো বছরের পুরানো মার্কিন তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা গুগ্‌ল। ফোন যে-প্রযুক্তিতেই চলুক না-কেন অথবা ইন্টারনেটের গতি যা-ই হোক না-কেন—এই পরিষেবার মাধ্যমে দ্রুত নেট ব্যবহারের সুযোগ মিলবে বলে তাদের দাবি। লক্ষ্য সকলের কাছে ইন্টারনেট পৌঁছে দেওয়া, সে জন্য উপযুক্ত পরিষেবা দেওয়া ও তার ক্ষেত্র তৈরি করা। পরিষেবাগুলির মধ্যে রয়েছে, গুগ্‌ল স্টেশন, ইউটিউব, গো ভিডিও অ্যাপ্, ইন্টারনেটে তথ্য খোঁজার সার্চ ইঞ্জিন এবং ক্রোম ব্রাউজারের নতুন সংস্করণ। গুগ্‌লের দাবি, টু-জি সংযোগের ক্ষেত্রে নতুন ক্রোম ব্রাউজের দ্বিগুণ গতিতে পেজ লোড (নেট-এ দেখানো) হবে। ফলে বাঁচবে খরচও।

● **পরিকাঠামোয় ৫০ কোটি ডলারের রুশ তহবিল :**

এই প্রথম ভারতে পরিকাঠামো উন্নয়নে তহবিল জোগাবে রাশিয়া। ৫০ কোটি ডলার (প্রায় ৩৩৫০ কোটি টাকা) এই খাতে জোগাতে রাজি হয়েছে রাশিয়ান ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড (আরডিআইএফ)। গোয়ায় ব্রিক্‌স গোষ্ঠীর দেশগুলির সম্মেলনে এ ব্যাপারে চুক্তি সই করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। নতুন তৈরি হওয়া জাতীয় পরিকাঠামো লগ্নি তহবিল বা ন্যাশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড (এনআইআইএফ)-ও সমপরিমাণ অর্থ জোগাবে পরিকাঠামো উন্নয়ন খাতে, যার হাত ধরে তৈরি হবে ১০০ কোটি ডলারের একটি যৌথ তহবিল। এই রুশ-ভারত লগ্নি তহবিলের সাহায্যে ভারতে রাশিয়ার লগ্নি ও ব্যবসার সুযোগ বাড়বে। বিশেষত, নজর রয়েছে বিদ্যুৎ, পেট্রো-রসায়ন, পরিবহণের মতো ক্ষেত্র।

● **রাফাল নির্মাতা ও রিলায়্যান্স এরোস্পেসের জোট :**

গত ২৩ সেপ্টেম্বর ৫৯ হাজার কোটি টাকায় ৩৬-টি রাফাল যুদ্ধবিমান কিনতে ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তি করে ভারত। শর্ত ছিল, ওই বিপুল বরাত 'পুষিয়ে দিতে' (অফসেট এগ্রিমেন্ট) চুক্তির অঙ্কের ৭৪ শতাংশ যন্ত্রাংশ ভারত থেকেই কিনতে হবে দাসল্ট অ্যাভিয়েশনকে। এর ৫০ শতাংশ (প্রায় ৩০ হাজার কোটি) সরাসরি ঢালতে হবে এ দেশে ৭ বছর ধরে। এই শর্তপূরণের অঙ্গ হিসেবেই ফরাসি বিমান নির্মাতা দাসল্ট অ্যাভিয়েশন ও অনিল অম্বানীর সংস্থা রিলায়্যান্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারের শাখা রিলায়্যান্স এরোস্পেসের যৌথ উদ্যোগ।

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সম্প্রতি বিদেশি লগ্নির পথ প্রশস্ত করেছে কেন্দ্র সরকার। এ দেশের বিপুল বাজারকে অনেক দিনই পাখির চোখ করছে বোয়িং, এয়ারবাসের মতো বিমান এবং লকহিড মার্টিনের মতো যুদ্ধবিমান নির্মাতারা। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্পের অঙ্গ হিসেবে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম নির্মাণে বিদেশি বিনিয়োগ টানতে আগ্রহী কেন্দ্র। একই সঙ্গে তাদের লক্ষ্য, আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে ভারতকে ওই বিষয়ে অনেক বেশি স্বনির্ভর করে তোলা। রাফালের বরাত দেওয়ার সময়ে তার অঙ্কের একটি অংশ ফিরতি লগ্নি কিংবা প্রযুক্তি ভাগাভাগির শর্ত রাখাও সেই কারণে।

● **বিশ্বব্যাংকের দাবি, দারিদ্য কমেছে :**

বিশ্বব্যাংক তার 'Poverty and Shared Prosperity 2016 : Taking on Inequality' শীর্ষক রিপোর্টে জানায়, বিশ্ব জুড়ে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমেছে ১০ কোটিরও বেশি। গত ২০১৩ সালে যেখানে দারিদ্র্যের জ্বালা সহ্য করতে হয়েছিল ৭৬ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষকে, সেখানে তার এক বছর আগেই ওই সংখ্যা ছিল ৮৮ কোটি ১০ লক্ষ। এখানে দারিদ্র্যসীমা ধরা হয় আন্তর্জাতিক মাপকাঠি মেনে। সেই অনুযায়ী, দিনে ১.৯০ ডলার বা ১২৭.৩০ টাকার থেকেও কম খরচে যারা কোনও মতে দিন গুজরান করতে বাধ্য হন, তাদেরই দরিদ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৯০ সালের তুলনাতে ২০১৩ সালে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা সারা বিশ্বে কমেছে ১১০ কোটি। জনসংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও তা সম্ভব হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিম এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, বিশ্ব অর্থনীতির উপরে জমে থাকা মন্দার মেঘ এখনও না কাটলেও এটা সম্ভব হয়েছে পূর্ব এশীয় ও এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলির উন্নয়নে ভর করে। এই তালিকাতেই আছে চিন, ইন্দোনেশিয়া ও ভারত। তবে পাশাপাশি তাদের আক্ষেপ, সকলে আর্থিক উন্নয়নের সমান ভাগীদার নন।

● **ভারতের বৃহত্তম প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি :**

ভারতের বৃহত্তম প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি আসছে রাশিয়ার সরকারি তেল সংস্থা রোজনেফ্টের হাত ধরে। এসার অয়েলের সিংহভাগ অংশীদারি (৯৮ শতাংশ) কিনতে চুক্তি করেছে রোজনেফ্ট এবং তার সহযোগী সংস্থা ট্রাফিগুরা ও ইউনাইটেড ক্যাপিটাল পার্টিনার্সের (ইউসিপি) কনসোর্টিয়াম। এ জন্য সংস্থাগুলি ঢালছে নগদ ৭২,৮০০ কোটি টাকা। আরও ১৩,৩০০ কোটিতে গুজরাতে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বেসরকারি তেল সংস্থাটির ভাদিনার বন্দর প্রকল্পও কিনছে তারা। সব মিলিয়ে লগ্নি ৮৬,১০০ কোটি টাকা (১,২৯০ কোটি ডলার)। যা এখনও পর্যন্ত দেশে আসা বৃহত্তম প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ।

চুক্তি অনুসারে, এসার অয়েলের ৪৯ শতাংশ অংশীদারি কিনছে রোজনেফ্টের শাখা পেট্রোল কমপ্লেক্স। আর ৪৯ শতাংশ শেয়ার হাতে নেবে পণ্য বাজারে লেনদেনকারী নেদারল্যান্ডসের সংস্থা ট্রাফিগুরা এবং রাশিয়ার লগ্নি তহবিল ইউসিপি-র কনসোর্টিয়াম কেসানি এন্টারপ্রাইজেস কোম্পানি। এই লেনদেনের জন্য ট্রাফিগুরাকে অর্থ জোগাবে রাশিয়ার ভিটিবি ব্যাংক। পরবর্তী কালে যার ৩৯০ কোটি ডলার (২৬,১৩০ কোটি টাকা) ঋণ শোধে ব্যবহার করবে এসার। আর শেয়ার বাজার থেকে নথিভুক্তি তুলে নেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে বাকি ২ শতাংশ থাকবে এসার গোষ্ঠীর হাতে।

● **ছাদে সৌরবিদ্যুৎ তৈরি বাড়াতে জোর কেন্দ্রের :**

২০২০ সালের মধ্যে বাড়ির ছাদে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে উৎপাদন বাড়িয়ে ৪০ হাজার মেগাওয়াটে নিয়ে যেতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার। এখন উৎপাদন হয় দিনে মাত্র ৩০০ মেগাওয়াট। মন্ত্রকের দাবি, বাড়ির ছাদে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা সারা দেশে ১৩,০০০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। জলবিদ্যুৎ বাদ দিলে ২০২২ সালের মধ্যে অপ্রচলিত শক্তি ক্ষেত্রে দেশের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১ লক্ষ ৭৫ হাজার মেগাওয়াটে নিয়ে যাওয়া হবে এবং প্রস্তাবিত নতুন জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলিকে ধরলে সেই ক্ষমতা ২ লক্ষ ২৫ হাজার মেগাওয়াটে গিয়ে পৌঁছবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

● **মহাকাশে নতুন উচ্চতায় ভারত :**

দেশের মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসে দীর্ঘতম এবং জটিলতম মিশনে বিরাট সাফল্য ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো-র। মোট আটটি উপগ্রহ নিয়ে ২৭ সেপ্টেম্বর মহাকাশে পাড়ি দিল ভারতের পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিক্‌ল বা পিএসএলভি। সেই উপগ্রহগুলি দু'টি ভিন্ন কক্ষপথে স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। ইসরোর মহাকাশ বাণিজ্য শাখা অ্যানট্রিক্স-এর পিএসএলভি সি-৩৫ রকেট মোট ৬৭৫ কিলোগ্রাম ওজনের ৮-টি উপগ্রহ নিয়ে মহাকাশে রওনা দেয়। উপগ্রহগুলির মধ্যে রয়েছে অ্যালজেরিয়ার তিনটি এবং আমেরিকা ও কানাডা থেকে একটি করে; আবহাওয়া পর্যবেক্ষণকারী স্ক্যাটস্যাট-সহ ভারতের তিনটি উপগ্রহ। অন্য দু'টি উপগ্রহ (এদের নাম 'প্রথম' ও 'পিস্যাট') বানিয়েছে আইআইটি, বম্বে ও বেঙ্গালুরুর পিইএস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা।

অধিকাংশ দেশই শুধু একটি কক্ষপথেই উপগ্রহ পৌঁছতে পারে। একাধিক উপগ্রহ পাঠালেও, সব ক'টি বসে একই কক্ষপথে। কিন্তু যদি আরও একটা কক্ষপথে উপগ্রহ পাঠাতে হয়, তা হলে চাই আরও একটি রকেট। সুতরাং বাড়ে খরচ। দুই কক্ষপথে এক বারে উপগ্রহ পাঠিয়ে ভারত সেই বাধাই অতিক্রম করল এ বার। সম্প্রতি ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির ভেগা রকেটও এক সঙ্গে একাধিক কক্ষপথে উপগ্রহ স্থাপনের কৃতিত্ব অর্জন করেছে।

● **স্পেস স্টেশনের লক্ষ্যে চিনের দীর্ঘতম পাড়ি :**

২০২২ সালে কক্ষপথে প্রথম বার স্পেস স্টেশন বানিয়ে সেখানে কাজকর্ম চালু করার উদ্দেশ্যে এগোচ্ছে চিন। সেই লক্ষ্যে ১৭ অক্টোবর বেজিংয়ের পশ্চিম গানসু প্রদেশের জিয়াকুলান স্যাটেলাইট লঞ্চ সেন্টার থেকে শেনঝউ-১১ মহাকাশযানে চড়ে রওনা দেন দুই মহাকাশচারী জিং হাইপেং এবং চেন ডং। মিশন কম্যান্ডার হিসেবে এর আগে দু'বার মহাকাশে পাড়ি জমানো হয়ে গিয়েছে জিংয়ের। তবে আনকোরা চেন ডংয়ের এটাই প্রথম মহাকাশযাত্রা। জিয়াকুয়ান স্যাটেলাইট লঞ্চ সেন্টার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, মহাকাশে ৩৩ দিনের মধ্যে ৩০ দিনই তিয়াংগং-২ স্পেস ল্যাবে কাটাবে শেনঝউ-১১।

গত এক দশক ধরেই মহাকাশ গবেষণার কাজে কোটি কোটি অর্থ ব্যয় করছে চিন। আমেরিকা ও রাশিয়ার মতো মহাকাশ গবেষণায় পারদর্শী দেশ ছাড়াও প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও জাপানকে টেক্কা দিতে তৎপর চিন সরকার।

প্রয়াণ

● **আর্নল্ড পামার :**

গত ২৫ সেপ্টেম্বর চলে গেলেন 'দ্য কিং'। বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্ফার আর্নল্ড পামার হৃদপিণ্ডে সমস্যার কারণে ৮৭

বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। দীর্ঘ ৫২ বছরের কেরিয়ারে নব্বইয়েরও বেশি প্রতিযোগিতা জিতেছেন। যার মধ্যে রয়েছে সাতটি মেজর চ্যাম্পিয়নশিপ এবং ৬২-টি পিজিএ ট্যুর খেতাব। ১৯৯৮ সালে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট জয়ী পামার প্রথম গল্ফার হিসেবে ২০০৪ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল জিতে নেন। ২০০৬ সালে পেশাদার গল্ফ থেকে অবসর নেন। পরে আমেরিকায় গল্ফ চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করেন পামার।

১৯৫৪ সালে পেশাদার গল্ফার হিসেবে নিজের কেরিয়ার শুরু করেন। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যেই সাতটি মেজর জেতেন, যার মধ্যে চারটিই মাস্টার্স। শুধু তাই নয়, কেরিয়ার শুরু করার ছয় বছরের মধ্যেই ১৯৬০ সালে বছরের সেরা গল্ফারের পুরস্কার জিতে নেন তিনি। ১৯৬২ সালে ফের ওই পুরস্কার পান। এমনকী এক ক্রীড়া ম্যাগাজিনের বিচারে ১৯৬০ সালের সেরা অ্যাথলিটের তকমাও পান। ১৯৭৪ সালের 'হল অফ ফেম'-এ জায়গা পাওয়া এই কিংবদন্তির ক্যারিশমার জোরে তার এক বিরাট ফ্যানবেস তৈরি হয়; যারা পরবর্তীকালে 'আর্নি আর্মি' নামে সারা বিশ্বে বিখ্যাত হয়ে ওঠে।

● **সৈয়দ শামসুল হক :**

গত ২৭ সেপ্টেম্বর সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হকের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে আসে বাংলাদেশে। ঢাকার শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা জানানো শেষে তার মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে। তার শেষকৃত্য হয় কুড়িগ্রামে। ১৯৩৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর সেখানেই জন্মেছিলেন তিনি। গ্রামেই স্কুল পর্যন্ত পঠনপাঠনের পর ১৯৫২ সালে জগন্নাথ কলেজে মানবিক শাখায় ভর্তি হন। ১৯৫৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হন। পরবর্তীতে স্নাতক পাশ করার আগেই ১৯৫৬ সালে সেখান থেকে পড়াশোনা অসমাপ্ত রেখে বেরিয়ে আসেন। এর কিছু দিন পর তার প্রথম উপন্যাস "দেয়ালের দেশ" প্রকাশিত হয়। কবিতা, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প তথা সাহিত্যের সকল শাখায় সাবলীল পদচারণার জন্য তাকে 'সব্যসাচী লেখক' সম্বোধন করা হয়। মাত্র ২৯ বছর বয়সে বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান তিনি। সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে কম বয়সে পুরস্কারটি পান।

● **শিমোন পেরেজ :**

৯৩ বছর বয়সে মস্তিষ্কে স্ট্রোকের ফলে ২৮ সেপ্টেম্বর মারা গেলেন শান্তির নোবেলজয়ী তথা ইজরায়েলের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট শিমোন পেরেজ। ইজরায়েলের জন্মমুহূর্তের সঙ্গে আজকের পৃথিবীর সর্বশেষ যোগসূত্র ছিলেন তিনিই। 'ইজরায়েলের পিতা' যাকে বলা হয়, সেই ডেভিড বেনগুরিয়নের শিষ্য পেরেজ এক অর্থে প্রায় ভস্ম থেকে গড়ে তুলেছিলেন দেশের সামরিক বাহিনীকে। তার আমলেই ইজরায়েলের পরমাণু অস্ত্রাগারের জন্ম। আবার সেই তিনিই ইয়াসের আরাফতের প্যালেস্তাইনের সঙ্গে অসলো শান্তিচুক্তির অন্যতম রূপকার। ১৯৯৩ সালে ওয়াশিংটনে সেই চুক্তি সইয়ের পরে প্যালেস্তাইনের লিবারেশন অর্গানাইজেশন ও ইজরায়েল স্বীকৃতি দেয় পরস্পরকে। পরের বছর আরাফতের সঙ্গেই যৌথ ভাবে তার নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া। আর শুধু প্যালেস্তাইন কেন, প্রতিবেশী জর্ডনের সঙ্গেও শান্তির পথে হেঁটেছেন পেরেজ।

১৯২৩ সালে পোল্যান্ডে জন্ম। তার পরিবারের একটা বড় অংশকেই শেষ করে দেয় নাৎসিরা। অর্থ, বিদেশ, প্রতিরক্ষা—সব ক'টি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক সামলেছেন। তিন গুন মুদ্রাস্ফীতির ফাঁস থেকে যেমন উদ্ধার করেছেন দেশকে, তেমন লেবানন থেকে সেনাও সরিয়েছেন। অথচ তিনিই ভোটে জিতে কখনও পূর্ণ মেয়াদের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেননি। স্রেফ কাজ চালানোর জন্যই দু'বার স্বল্প সময়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী পদে বসানো হয়েছে তাকে। প্রবীণতম রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে একটা বিশ্বরেকর্ডও আছে পেরেজের। ২০১৪-য় প্রেসিডেন্ট পদে মেয়াদ শেষের সময়ে তার বয়স ছিল ৯১।

● **হেইসনাম কানহাইয়ালাল :**

গত ৭ অক্টোবর নাট্যব্যক্তিত্ব হেইসনাম কানহাইয়ালালের জীবনাবসান হয়। ক্যানসারের চিকিৎসা চলছিল ইম্ফলের একটি হাসপাতালে। ১৯৪১ সালে ইম্ফলের দরিদ্র পরিবারে জন্ম কানহাইয়ালালের ছাত্রজীবনে 'সুমং লীলা' করে তার নাটকে হাতেখড়ি। ১৯৬৮ সালে ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামায় ঢুকলেও প্রথাগত নাট্যশিক্ষা তাকে তুষ্ট করতে পারেনি। তাই পরের বছরই মণিপুরে ফিরে তিনি কলাক্ষেত্র তৈরি করেন। শুরু হয় মণিপুরি নাটকের সঙ্গে আধুনিক নাট্যশৈলীকে মিশিয়ে কানহাইয়ালালের নিজস্ব ধারা। পরে যোগ দেন বাদল সরকারের সঙ্গে। দৈহিক অভিব্যক্তির সঙ্গে স্বতন্ত্র কথকতার চিত্রনাট্য মিলিয়ে তিনি তৈরি করেন বিখ্যাত প্রযোজনা 'পেবেত'। যা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রশংসা পায়। মণিপুরের সমস্যা ও বিতর্ককে মঞ্চে তুলে ধরেন তিনি। সঙ্গীত নাটক অকাদেমি, সঙ্গীত নাটক অকাদেমি রত্ন, পদ্মশ্রী ও পদ্মভূষণে সম্মানিত কানহাইয়ালালের স্ত্রী সাবিত্রী হেইসনামও নাটকের জন্য পদ্মশ্রী, নাট্যরত্ন, সঙ্গীত নাটক অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন।

● **আন্দ্রে ওয়াইদা :**

গত ৯ অক্টোবর হাসপাতালে মারা গেলেন পোল্যান্ডের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রবীণ পরিচালক আন্দ্রে ওয়াইদা। বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তার পরিচালিত ছবিতে উঠে আসে কমিউনিস্ট শাসিত পোলান্ডে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার শৈল্পিক আর্তি। ওয়াইদার প্রথম ছবি 'জেনারেশন' (১৯৫৫)। এর পর 'কানাল' (১৯৫৭)। ওই বছরেই মুক্তি পায় 'অ্যাশেস অ্যান্ড ডায়মন্ড'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসিদের অত্যাচার কী ভাবে সহ্য করেছিল তার প্রজন্ম, সেটাই ছিল ওই ছবির বিষয়। ২০০০ সালে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্টের জন্য সাম্মানিক অস্কারে ভূষিত হন। গত সেপ্টেম্বর মাসেই একটি চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হয় ওয়াইদার নতুন ছবি 'আফটারইমেজ'। অস্কারে সেরা বিদেশি ভাষার ছবির বিভাগে সিনেমাটিকে নির্বাচন করে পোলান্ড অস্কার কমিশন।

● **ভূমিবল অদুল্যদেজ :**

গত ১৩ অক্টোবর হাসপাতালে মারা গেলেন তাইল্যান্ডের রাজা ভূমিবল অদুল্যদেজ। বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। ২০১৫ সাল থেকেই অসুস্থ ছিলেন। তার রাজত্বের সময়কাল ৭০ বছর। ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ রাজত্ব করছেন ৬৪ বছর। ফলে সময়কালের

বিচারে তিনিই সবচেয়ে বেশি দিনের রাজা। টানা সাত দশক ভূমিবলের রাজত্বের পর ভার তুলে দেওয়া হয়েছে তার পুত্র তথা যুবরাজ, ৬৩ বছরের মহা ভাজিরালংকর্ণের হাতে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরে, ১৯৪৬ সালের ৯ জুন মাত্র ১৮ বছর বয়সে রাজ্যাভিষেক হয় ভূমিবলের। নানা গোষ্ঠী সংঘর্ষে দীর্ণ তাইল্যান্ডকে একক রাষ্ট্র হিসেবে তিনিই গড়ে তুলেছিলেন। তাইল্যান্ডের এই রাজা শুধুমাত্র সবচেয়ে বেশি দিন রাজত্বের রেকর্ডই করেননি; বিশ্বের সবচেয়ে ধনী রাজাও বটে। ২০১৫-এ ফোর্বসের সমীক্ষা অনুযায়ী, তার সম্পদের পরিমাণ ৩০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। সম্পদের বিচারে ব্রুনেইয়ের সুলতান বলকিয়াহ দ্বিতীয়।

● **দারিও ফো :**

গত ১৩ অক্টোবর, অর্থাৎ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার ঘোষণার দিনেই মারা গেলেন সাহিত্যে আর এক নোবেলজয়ী—দারিও ফো। গত কয়েক মাস ধরে ফুসফুসের সমস্যায় ভুগছিলেন ৯০ বছরের দারিও। ১৯৯৭ সালে নোবেল পান এই ইতালীয়। তার সবচেয়ে জনপ্রিয় নাটক 'দ্য অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ অফ অ্যান অ্যানার্কিস্ট'। অভিনেতা-নাট্যকার, কৌতুক-শিল্পী, গায়ক হওয়ার পাশাপাশি নাট্য-নির্দেশনা, মঞ্চ-নক্শা, সংগীত রচনা, অঙ্কনের ক্ষেত্রেও পারদর্শী ছিলেন। সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন ফো

● **সুহাস রায় :**

হৃদ্‌রোগ আক্রান্ত হয়ে গত ১৮ অক্টোবর কলকাতার এক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন শিল্পী সুহাস রায়। বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। ১৯৩৬ সালে ঢাকা শহরে জন্মানো শিল্পীর শিল্পদীক্ষা শুরু কলকাতার ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে। অতঃপর শান্তিনিকেতনে নন্দলাল বসু ও রামকিঙ্কর বেজের ছাত্র। সেখান থেকে ফরাসি সরকারের বৃত্তি নিয়ে প্যারিস। গ্রাফিক ডিজাইনিং-এ সিদ্ধি ছিল তার। একোল নর্মাল-এ গ্রাফিক্সের প্রধান শিক্ষক ছিলেন তিনি। কিন্তু বিদেশ, গ্রাফিক্স সব ছেড়ে সুহাস রায় ফিরে এলেন তার পুরনো স্কুল শান্তিনিকেতনে। চিত্রকলার শিক্ষক হিসেবে সেখানেই কাটিয়ে দিলেন বাকি জীবন। গ্রাফিক্স ছেড়ে তখন তিনি অ্যাক্রিলিকে, ক্যানভাসের রং-তুলির জগতে। সেই রং-তুলিতেই ধরা দেয় তার বিখ্যাত 'রাধা'।

খেলা

● **সাইনা নেহওয়ালের মুকুটে দু'টি নতুন পালক :**

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক্স কমিটির (আইওসি) অ্যাথলিট কমিশনের সদস্য পদ দেওয়া হল ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের ইতিহাসে প্রথম অলিম্পিক্স পদকজয়ী সাইনা নেহওয়ালকে। ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের ক্ষেত্রে এ সম্মান বিরল। আইওসি প্রেসিডেন্ট টমাস বাখের থেকে এই মর্মে গত ১৮ অক্টোবর চিঠি পেয়েছেন সাইনা। উল্লেখ্য, আইওসির অ্যাথলিট কমিশন একজন চেয়ারম্যান, ন'জন ভাইস প্রেসিডেন্ট ও দশ জন সদস্য নিয়ে গড়া হয়। পৃথিবীর সব দেশের সফল খেলোয়াড়দের থেকে প্রার্থী পদ জমা পড়ে। তাদের গোটা খেলোয়াড় জীবনের অবদান বিচার করে তার থেকে দশ সদস্যকে বাছাই করে আইওসি।

অন্যদিকে, চেন্নাইয়ের এসআরএম বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্যে সাম্মানিক ডক্টরেট প্রদান করল ভারতীয় খেলার জগতের অন্যতম উজ্জ্বল তারকা সাইনা নেহওয়ালকে।

● **সাংহাই মাস্টার্স খেতাব জিতলেন অ্যান্ডি মারে :**

রবের্তো বাওতিস্তা আগুতকে হারিয়ে সাংহাই মাস্টার্স খেতাব জিতলেন অ্যান্ডি মারে। ঊনত্রিশ বছরের ব্রিটিশ তারকা ফলে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন এক নম্বরের সিংহাসনের দিকে। এ বছরটা অন্যতম সেরা কাটছে মারের। মরসুমে নিজের ষষ্ঠ ট্রফি জিতলেন। এর পর ভিয়েনা আর প্যারিসেও জিতলে জকোভিচকে সিংহাসনচ্যুত করে দখল নিতে পারেন এক নম্বরের। দুর্ধর্ষ ফর্মে আছেন অলিম্পিক্স চ্যাম্পিয়ন। তিন গ্র্যান্ড স্ল্যামে ফাইনালিস্ট। পুরনো কোচ ইভান লেন্ডল ফেরার পর আবার জিতেছেন উইম্বলডন।

● **চিনা তাইপে ওপেন গ্রাঁ প্রি জিতলেন সৌরভ বর্মা :**

মালয়েশিয়ার ড্যারেন লিউকে হারিয়ে পঞ্চান্ন হাজার মার্কিন ডলার পুরস্কার মূল্যের চিনা তাইপে ওপেন গ্রাঁ প্রি জিতলেন ভারতের সৌরভ বর্মা। ফাইনালে সৌরভ প্রথম দুই গেম ১২-১০, ১২-১০ জেতার পর তৃতীয় গেম ৩-৩ অবস্থায় কাঁধের চোটের কারণে লিউ ম্যাচ ছেড়ে দেন। মধ্যপ্রদেশের তেইশ বছরের ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় সৌরভ গত কয়েকটা টুর্নামেন্টে ভাল ফর্মে ছিলেন। বেলজিয়াম ও পোল্যান্ড চ্যালেঞ্জারে রানার্স হন।

● **অনূর্ধ্ব-১৭ ব্রিকস ফুটবল চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল :**

অনূর্ধ্ব-১৭ ব্রিকস ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল ব্রাজিল। গত ১৬ অক্টোবর গোয়ার মারগাঁওয়ে ফাইনালে ব্রাজিলের ছোটরা দক্ষিণ আফ্রিকাকে গুঁড়িয়ে দিল ৫-১-এ। ছোট ছোট পাসে ওয়ান টাচ ফুটবল খেলে গোটা ম্যাচে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখে ব্রাজিল। ব্রাজিলের পাঁচ গোলের দু'টি ভিক্টর গাব্রিয়েলের। বাকি তিন গোলদাতা পাওলো হেনরিকে, ভিনিকুইজ জোসে ও অ্যালান ডি'সুরজা। ৮৯ মিনিটে দক্ষিণ আফ্রিকা একটি গোল শোধ করে।

● **চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মেসির হ্যাটট্রিক :**

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পেপ গুয়ার্দিওলার ম্যাঞ্চেস্টার সিটির বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করলেন লিওনেল মেসি। চ্যাম্পিয়নস লিগে তার গোল সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৮৯। তবে রোনাল্ডোর ৯৫ গোলের চেয়ে এখনও পিছিয়ে আর্জেন্তিনীয়। মেসির তিন ও নেইমারের এক গোলে গ্রুপ সি-তে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে ৪-০ হারাল বার্সেলোনা।

● **রঞ্জিতে সর্বোচ্চ রানের পার্টনারশিপ মহারাষ্ট্রের জুটির :**

রঞ্জি ট্রফির ইতিহাসে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড গড়েছেন মহারাষ্ট্রের দুই ক্রিকেটার। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে দিল্লির বিপক্ষে খেলতে নেমে স্বপ্নিল গুগালে ও অঙ্কিত বাওনের জুটি তৃতীয় উইকেটে করেছেন অপরাজিত ৫৯৪ রান। আর সেইসঙ্গে ১৯৪৬-'৪৭ মরসুমে বিজয় হাজারে ও গুল মহম্মদের জুটিতে গড়া ৫৭৭ রান-এর রেকর্ড ১৪ অক্টোবর গুঁড়িয়ে দিলেন।

এ দিনের আগে ১৭-টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে স্বপ্নিলের সর্বোচ্চ সংগ্রহ ছিল ১৭৪ রান। আর ৬১-টি ম্যাচে অঙ্কিতের কেরিয়ারের

সর্বোচ্চ রান ছিল ১৭২। মাত্র ৩০ রানের জন্য তাদের সামনে রয়েছে যে কোনও প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে করা দুই শ্রীলঙ্কান ব্যাটসম্যানের সর্বোচ্চ ৬২৪ রানের রেকর্ড। ২০০৬-এ কলম্বো টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সে রান করেছিলেন মাহেলা জয়বর্ধনে ও কুমার সঙ্গকারা জুটি। উল্লেখ্য, এশিয়ার প্রথম গোলাপি বলের টেস্ট এটি।

● **আজহার আলির ট্রিপল সেঞ্চুরি :**

পাকিস্তানের ৪০০তম ও তাদের ওয়ান ডে ক্যাপ্টেন ৩১ বছরের আজহার আলির ৫০তম টেস্ট। ইনিংসের ১৫৬তম ওভারের তৃতীয় বলে অফস্পিনার ব্ল্যাকউডকে কভার বাউন্ডারিতে পাঠিয়ে ২৯৮ থেকে ৩০২-তে পৌঁছন তিনি। সম্প্রতি প্রয়াত হানিফ মহম্মদ, এ দিন দুবাই গ্যালারিতে বসে থাকা ইনজামাম-উল-হক আর এই টেস্টে চোটের কারণে না খেলতে পারা ইউনিস খানের পরে চতুর্থ পাক ব্যাটসম্যান হিসেবে টেস্টে ট্রিপল সেঞ্চুরি করলেন। দুবাই স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আজহার আলির ৩০২ নট আউট (৪৬৯ বল, ২৩×৪, ২×৬) আমিরশাহির মাঠে প্রথম ত্রিশতরান।

● **ঘরের মাঠে ২৫০তম টেস্ট জিতে শীর্ষে ভারত :**

ভারতের হোম গ্রাউন্ডের ২৫০তম টেস্টের ইতিহাসে লেখা থাকল কলকাতার নামও। যেখানে সিরিজ জয়ের পাশাপাশি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে আবার শীর্ষ স্থান ফিরে পেল ভারত। দুই ইনিংসে পরে নেমে ভারতের ব্যাটিংয়ের হাল ধরে ম্যাচের সেরা উইকেট কিপার ঋদ্ধিমান সাহা। দুই ইনিংসেই ঋদ্ধিমানের রান অপরাজিত ৫৪ ও ৫৮। টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন বিরাট কোহালি। চতুর্থ দিনের ম্যাচের সময় শেষ হওয়ার আগেই ১৯৭ রানে গুটিয়ে যায় নিউজিল্যান্ডের ইনিংস। তিন ম্যাচের সিরিজ ২-০তে এগিয়ে সিরিজ জিতে নিল ভারত।

অন্যদিকে, বিরাট কোহলি প্রথম ভারতীয় অধিনায়ক যিনি টেস্টে দুটো ডবল সেঞ্চুরি করেছেন। এই সিরিজে ইনদোর টেস্টে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩৪৭ বলে ডাবল সেঞ্চুরি করেন। প্রথম ডাবল সেঞ্চুরিটি করেন গত জুলাই মাসে অ্যান্টিগুয়ায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে।

৫০০তম টেস্টের পর ঘরের মাঠে ২৫০তম টেস্ট জিতে টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়েও শীর্ষে পৌঁছে গেল ভারত। পাকিস্তান দ্বিতীয়। তৃতীয় স্থানে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া।

● **আইসিসি টেস্ট বোলারদের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং, এক নম্বরে অশ্বিন :**

ইনদোরের ম্যাচে ১৪০ রানে ১৩ উইকেট নেওয়ার সুবাদে নিউজিল্যান্ড সিরিজ শেষ হওয়ার পরের দিনই রবিচন্দ্রন অশ্বিন আইসিসি টেস্ট বোলারদের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে উঠে এলেন। ভারতের ৩-০ সিরিজ জয়ের মূল কারিগর অশ্বিন ২৭ উইকেট নিয়ে ম্যান অফ দ্য সিরিজ হন। ভারতীয় অফস্পিনারের ঝুলিতে এখন মোট টেস্ট উইকেট ২২০। ৩৯ টেস্ট খেলা যে কোনও বোলারের ক্ষেত্রে সর্বাধিক। ২০১৫-এ অশ্বিন বিশ্বের এক নম্বর টেস্ট বোলার হিসেবে মরসুম শেষ করলেও ইনদোর টেস্ট শুরুর আগে র‍্যাঙ্কিংয়ে তিন নম্বরে ছিলেন। দুই পেসার, ইংল্যান্ডের জেমস অ্যান্ডারসন এবং ডেল স্টেইনের পরে। এক নম্বরের সিংহাসনে প্রত্যাবর্তনের পাশাপাশি গত ১৬ বছরের মধ্যে আইসিসি টেস্ট বোলারদের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে মাত্র ষষ্ঠ প্লেয়ার হিসেবে ৯০০ র‍্যাঙ্কিং পয়েন্ট স্পর্শ করার কৃতিত্বও অর্জন করেন অশ্বিন। মুরলীধরন, ম্যাকগ্রা, ফিল্যান্ডার, স্টেইন ও শন পোলকের পরে। বোলারদের সেই তালিকার প্রথম দশে অশ্বিন ছাড়াও রয়েছেন আরও এক ভারতীয়—৭ নম্বরে রবীন্দ্র জাডেজা। টেস্ট ব্যাটসম্যানদের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে অজিঙ্ক রাহানে তার কেরিয়ারে সেরা ছয় নম্বরে উঠে এসেছেন। পূজারা ও বিরাট কোহলি বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে যথাক্রমে ১৪ ও ১৬ নম্বরে উঠে এসেছেন।

দেশের দ্রুততম বোলার হিসেবে ২৫ সেপ্টেম্বর (নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে কানপুর টেস্টের চতুর্থ দিনে) ২০০ টেস্ট উইকেটের মালিক হলেন অশ্বিন। বিশ্বের দ্বিতীয় দ্রুততম ২০০ উইকেটধারীও হলেন তিনি। ৩৭তম টেস্টে ২০০ উইকেটের টিমে ঢুকে পড়লেন এই ডান হাতি স্পিনার। ১৯৩৬ সালে নিজের ৩৬তম টেস্টে ২০০তম উইকেট নিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার সিভি গ্রিমেট। গত ৮০ বছর ধরে অক্ষত আছে এই বিশ্বরেকর্ড। অশ্বিন গ্রিমেটকে ছুঁতে পারলেন না মাত্র এক ম্যাচের জন্য।

● **প্রাক্-বিশ্বকাপে ব্রাজিলের টানা জয়, নেইমারের তিনশোতম গোল :**

ব্রাজিল টানা তিনটে প্রাক্-বিশ্বকাপ ম্যাচ জিতে লাতিন আমেরিকান গ্রুপে দু'নম্বরে উঠে এল। উরুগুয়ের ঠিক পরেই এখন তারা। উলটো দিকে পেরুর বিরুদ্ধে আর্জেন্তিনার জার্সিতে নামেননি মেসি। আর্জেন্তিনা দু'বার ম্যাচে এগিয়ে যায়। কিন্তু তার পরেও জিতে বেরোতে পারল না। অবশ্য বলিভিয়াকে ম্যাচে ঢোকার কোনও সুযোগই দেয়নি ব্রাজিল। প্রথমার্ধেই তারা চার গোল দিয়ে দেয়। দ্বিতীয়ার্ধে আসে পঞ্চম গোলটা। এই ম্যাচেই নিজের তিনশো নম্বর গোল হয়ে গেল নেইমারের। দেশের জার্সিতে ৪৯-তম। সেটাও মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে।

● **বিশ্বকাপে রুপো জিতলেন জিতু রাই :**

বিশ্বকাপ ফাইনালে রুপো জিতলেন জিতু রাই। গত ৬ অক্টোবর ইতালিতে ৫০ মিটার পিস্তল ইভেন্টে খুব অল্পের জন্যই সোনা হাতছাড়া হয় তার। ১৮৮.৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় হয়ে বিশ্বকাপ শেষ করেন তিনি। চিনের উই পাং ১৯০.৬ পয়েন্ট নিয়ে সোনা জিতে নেন। ব্রোঞ্জ জেতেন ইতালির গুইসেপ গিওরদানো। শুধুমাত্র বিশ্বের প্রথম দশ শুটার অংশ নেয় বিশ্বকাপ ফাইনালে। আর জিতুর র‍্যাঙ্কিং ছিল সাত।

● **কবাডি বিশ্বকাপ থেকে বাদ পাকিস্তান :**

আমেদাবাদে ৭ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া কবাডি বিশ্বকাপের দু'দিন আগে নজিরবিহীন ভাবে ছেঁটে ফেলা হল পাকিস্তানকে। আন্তর্জাতিক কবাডি সংস্থার তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয় যে, দুই দেশের সম্পর্কের অবনতির ফলে, টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না পাকিস্তানি খেলোয়াড়রা। আন্তর্জাতিক কবাডি সংস্থার প্রেসিডেন্ট জনার্দন সিংহ গেহলত এ কথা ঘোষণা করেন।

● **বরদলৈ ট্রফির ফাইনাল :**

গত ৩০ সেপ্টেম্বর গুয়াহাটিতে বরদলৈ ট্রফির ফাইনাল ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলকে ১ গোলে হারায় থ্রি স্টার নেপাল। কলকাতা লিগ থেকে টানা ম্যাচ জিতে চলেছিল ইস্টবেঙ্গল। যে নেপালের বিরুদ্ধে

জাতীয় দলের পরিসংখ্যান বেশ ভাল, সেই দেশের টিমের কাছেই হেরে মাঠ ছাড়তে হল প্রহ্লাদ-জিতেনদের। নিটফল, মরসুমের দু'নম্বর ট্রফিটা ইস্টবেঙ্গলে এল না।

● **অনূর্ধ্ব-১৮ এশিয়া কাপ হকি চ্যাম্পিয়ন ভারত :**

শেষ মিনিটের গোলে অনূর্ধ্ব-১৮ এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়নের খেতাব ছিনিয়ে নিল ভারত। ম্যাচ শেষের বাঁশি বাজার কয়েক সেকেন্ড আগে জালে বল জড়িয়ে ভারতের জয় নিশ্চিত করেন অভিষেক। ঢাকায় ৩০ সেপ্টেম্বরের ফাইনালে বাংলাদেশকে ৫-৪ গোলে হারিয়ে ম্যাচের সেরা হন হার্দিক সিংহ আর টুর্নামেন্টের সেরা গোলকিপার হন ভারতের পঙ্কজ কুমার রজক।

● **তৃতীয় ইন্ডিয়ান সুপার লিগ-এর সূচনা :**

গত পয়লা অক্টোবর থেকে তৃতীয় ইন্ডিয়ান সুপার লিগ, আইএসএল ফুটবল টুর্নামেন্ট গুয়াহাটির ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে শুরু হল— খোদ আইএসএস চেয়ারপার্সন নীতা অম্বানি, কেরল ব্লাস্টার্সের মালিক সচিন তেন্ডুলকর, চেন্নাইয়িনের মালিক মহেন্দ্র সিংহ ধোনি ও অভিষেক বচ্চনরা উপস্থিত ছিলেন। এই মরসুমে আবারও ৮-টি দল ১৪-টি করে লিগ ম্যাচ খেলবে। ১০ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে সেমিফাইনাল পর্ব। ফাইনাল ১৮ ডিসেম্বর।

● **ডাবলস র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে প্যাসিফিক চ্যাম্পিয়ন সানিয়া :**

ডাবলস র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রাখলেন সানিয়া মির্জা। চেক পার্টনার বার্বারা স্ট্রাইকোভার সাথে প্যান প্যাসিফিক ওপেন জেতার সুবাদে ৯৭৩০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছেন তিনি। দ্বিতীয় স্থানে প্রাক্তন পার্টনার মার্টিনা হিঙ্গিসের পয়েন্ট ৯৭২৫। ছেলেদের ডাবলস র‍্যাঙ্কিংয়ে রোহন বোপান্না থাকলেন আঠারো নম্বরেই। তবে এগোলেন লিয়েন্ডার পেজ। চার ধাপ উঠে ৬০-এ পৌঁছলেন। ছেলেদের সিঙ্গলসে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্কিং সাকেত মিনেনির ১৩৮। তবে ডেভিস কাপে হারের ফলে ১০ ধাপ নেমে ২২৯-এ রামকুমার রামনাথন।

উল্লেখ্য, নতুন চেক পার্টনার বারবোরা স্ট্রাইকোভার সঙ্গে দ্বিতীয় খেতাব জেতেন সানিয়া মির্জা। এই জুটি গত আগস্ট মাসে জেতে সিনসিনাটি ওপেন, যেখানে সানিয়া হারায় তার প্রাক্তন পার্টনার মার্টিনা হিঙ্গিসকে। চার বছরে এই নিয়ে তিনবার প্যান প্যাসিফিক চ্যাম্পিয়ন হলেন সানিয়া। এর আগে ২০১৩ ও ২০১৪-তে জিতেছিলেন। তখন সানিয়ার জুটি ছিলেন জিম্বাবওয়ের কারা ব্ল্যাক।

● **ডেভিস কাপে বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড :**

পরের মরসুমের ডেভিস কাপে ফের এশিয়া-ওশেনিয়া এক নম্বর গ্রুপে নেমে যাওয়ায় ভারত প্রতিদ্বন্দ্বী পেল নিউজিল্যান্ডকে। ২২ সেপ্টেম্বর লন্ডনে আন্তর্জাতিক টেনিস সংস্থায় লটারি হয়। ড্র করে লিয়েন্ডারদের আঞ্চলিক গ্রুপের প্রথম রাউন্ডে ঘরের কোর্টে খেলার একমাত্র সুযোগ ছিল; যদি সামনে নিউজিল্যান্ড পড়ত। সেটাই হয়। নইলে এই গ্রুপে বাকি পাঁচ দেশের বিরুদ্ধেই ভারত শেষ ম্যাচ নিজেদের দেশে খেলায় এ বার মুখোমুখি হলে খেলতে হ'ত অ্যাওয়ে টাই। নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে আট বার খেলে শেষ পাঁচ বারই জিতেছে ভারত। শেষ বার ২০১৫-এ ক্রাইস্টচার্চে দ্বিতীয় দিনে ১-২-এ পিছিয়ে পড়েও শেষ দিন রিভার্স সিঙ্গলসে যুকি, সোমদেবদের দাপটে ভারত ৩-২-এ জিতেছিল।

তবে গ্রুপে কাজাখস্তানের পরে ভারত দ্বিতীয় বাছাই হওয়ায় শীর্ষ বাছাইয়ের মতো প্রথম রাউন্ড 'বাই' পায়নি। ফলে ভারতকে পরের বছর ওয়ার্ল্ড গ্রুপ প্লে-অফ খেলার যোগ্যতা অর্জনে প্রথমে ৩-৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, নিউজিল্যান্ডকে হারাতে হবে। ৭-৯ এপ্রিল দ্বিতীয় রাউন্ডও জিততে হবে। উজবেকিস্তান বনাম দক্ষিণ কোরিয়া ম্যাচের জয়ীর বিরুদ্ধে। তবে সেটা যে দেশই হোক, ভারতকে খেলতে হবে তাদের দেশে। সে ক্ষেত্রে এ বার ওয়ার্ল্ড গ্রুপ প্লে-অফে ওঠার লড়াই তুলনামূলক ভাবে কঠিন। তার পরে ওয়ার্ল্ড গ্রুপে ফেরার প্রশ্ন। যেখানে ভারত শেষ খেলেছে ২০১১-এ।

● **পোলিশ ইন্টারন্যাশনাল ব্যাডমিন্টনে চ্যাম্পিয়ন ঋতুপর্ণা দাস :**

গত ২৫ সেপ্টেম্বর ঋতুপর্ণা দাস পোলিশ ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হলেন ভারতেরই রাসিকা রাজেকে ১১-২১, ২১-৭, ২১-১৭-এ হারিয়ে। পিভি সিন্ধুর পর হায়দরাবাদের গোপীচন্দ অ্যাকাডেমিতে আর একটি বড়ো সাফল্য এল ঋতুপর্ণা দাসের হাত ধরে। পোল্যান্ডের বাইরুরিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে হলদিয়ার ঋতুপর্ণা হারান আয়ার্ল্যান্ড, ইউক্রেন, রাশিয়া, স্কটল্যান্ডের প্রতিপক্ষদের। গত বছর শ্রীলঙ্কার একটি প্রতিযোগিতায় হাঁটুতে চোট পান। সুস্থ হওয়ার পর এটাই তার প্রথম প্রতিযোগিতা।

বিবিধ

● **কলকাতা-আগরতলা ট্রেন চলাচল শুরু :**

শেষ পর্যন্ত রেলপথে কলকাতার সঙ্গে যুক্ত হল আগরতলা। ঘোষণা অনুসারে ৮ অক্টোবর অর্থাৎ, মহাসপ্তমীর দিন থেকে আগরতলা-কলকাতা ট্রেন চলাচল শুরু হয়। আপাতত শিয়ালদহ-শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসকেই আগরতলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়। সপ্তাহে দু'দিন করে ট্রেনটি চলছে। আগরতলা থেকে কলকাতার দূরত্ব ১,৫৫৬ কিলোমিটার (অসমের গুয়াহাটি ও শিলচর হয়ে)। পৌঁছতে সময় লাগে ৩৮ ঘণ্টা।

২১-টি বগিওয়ালা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস প্রত্যেক মঙ্গলবার ও শনিবার আগরতলা থেকে রওনা হয় শিয়ালদার উদ্দেশ্য আর রবিবার ও বৃহস্পতিবার করে আগরতলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। ❑

সংকলক : রমা মন্ডল এবং পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী

(বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)

Books on Rashtrapati Bhavan Released Recently

(i) Work of Beauty : The Architecture and Landscape of the Rashtrapati Bhavan

This exhaustive volume documents the entire landscape around and architecture of the Rashtrapati Bhavan estate, starting from its construction as Government House, after the capital of British India shifted from Calcutta to Delhi in 1911.

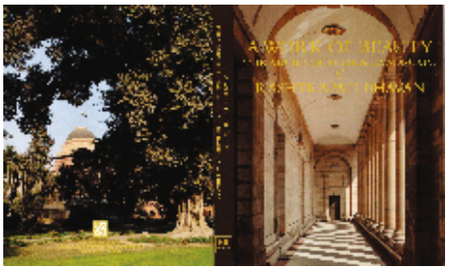

(ii) First Garden of the Republic : Nature in The President's Estate.

First Garden of the Republic documents the flora and fauna of the Estate across the season. It shows how human agency creates and curette this habitat and explores how plants and animals make the President's Estate their own, adapting it to their ends, and the challenges these living creatures and their habitats face today.

(iii) Around India's First Table : Dining and Entertaining at the Rashtrapati Bhavan

This volume traces the history of dining and entertaining at Rashtrapati Bhavan from the days when the British viceroys served French food in the stately dining room, through the early years of the republic, and the gradual replacement from Western to Indian cuisine. The reader is take behind the scenes to follow the careful preparations which make India's first table a site for successful gastronomic diplomacy.

(iv) Arts and Interiors of the Rashtrapati Bhavan

This volume extensively documents and catalogues the various artworks on display in the lush interiors of the vast Rashtrapati Bhavan estate. It includes vivid descriptions about the history and stylistic features of the furniture, paintings. It also covers interesting information about textiles, murals, and carpets that adorn the estate, illustrated with pictures of artworks, reproduction of plans and rare archival documents, the reader gets an entry into the magnificent world and is made familiar with the general interior design of the Rashtrapati Bhavan.

(v) Discover the Magnificent World of Rashtrapati Bhavan

This short volume aims to acquaint children with the fascinating story of the Rashtrapati Bhavan–how it was built, the events it has witnessed and the role that it plays in the life of the nation and the people who live and work there, through interesting stories, fascinating facts and descriptive chapters.

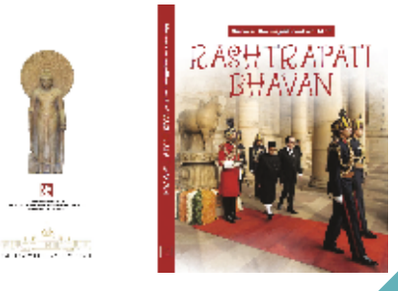

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 22.00

November, 2016
R.N.I. No. 19740/69

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs. 610/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐☐☐☐☐☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

ATTENTION PLEASE

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana - Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের অতিরিক্ত মহানির্দেশক, ড. সাধনা রাউত কর্তৃক
৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯, ফোন ঃ ২২৪৮ ২৫৭৬ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।